Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দাকিনী

৭।২৬৭
৭।২৬৭
3/241

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

ভুলুয়া বাবা

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

9/69

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দাকিনী

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার
৭/২৮৭

"অবধূতলোকগৌরব"-"ভক্তকবিচূড়ামণি"

ভুলুয়া বাবা

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী, শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী, শ্রীশ্রীসদ্ভাব-তরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৬৭

সম্পাদক-প্রকাশক
শ্রীহরিদাস ঘোষ
৩।এ. ভৈরব বিশ্বাস লেন,
কলিকাতা-৬

মুদ্রক
শ্রীঅরবিন্দ সরদার
শ্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬৭, বদ্রিদাস টেম্পল্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

ব্লক
দি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান প্রাইভেট লিমিটেড

বাঁধিয়েছেন
ওরিয়েন্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১০০, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দাম তিন টাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭।২৬৭

নিবেদন

সাধক-কবি ভুলুয়া বাবার সাধন-সঙ্গীতের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। 'মন্দাকিনী' সেই সুবৃহৎ সঙ্গীত-সরোবর থেকে খনিত-করে-আনা শ্রীহরি-পদে রাগভক্তি-টলটল একটি স্নিগ্ধ ধারা। বাংলার ভজন-তৃষিত ভক্তলোকের উদ্দেশে সঙ্কলিত এরূপ ভজনানন্দের পরিচয় ভাষার আড়ম্বরে দীর্ঘতর করা অসমীচীন মনে করি। ঈশ্বরের চরণে বিক্রীত-প্রাণ ভক্তের মর্ম-গাঁথা চিরদিন বাংলার ঘরে-ঘরে মঠে-মন্দিরে উদাসীন বাউলের কণ্ঠে-কণ্ঠে সংরক্ষিত হোক্ শ্রীহরি-চরণে এ দীন ভুলুয়া-সেবকের সেই প্রার্থনা।

প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শ্রীশ্রীকালীকুল-কুণ্ডলিনী, শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী, শ্রীশ্রীসদ্ভাবতরঙ্গিনী, হরিবোলঠাকুর প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা ভক্তকবিচূড়ামণি ভুলুয়া বাবা বাংলার ভক্ত-পাঠক সমাজে নিতান্ত অপরিচিত ছিলেন না। বিশেষতঃ তাঁর সময়ে (১৮৬২ খৃঃ—১৯৪১ খৃঃ) তিনি বাংলা ও আসামের সর্বত্র তাঁর সার্বভৌম ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতিমূলক বক্তৃতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। পরিতাপের বিষয়, এই সাধকের দেহান্তের পর তাঁর সারগর্ভ বক্তৃতামালা, গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও সহজিয়া সাধন-সম্পদের আধার-স্বরূপ তাঁর গ্রন্থাবলী একমাত্র অর্থাভাবেই আজ লোক-লোচনের আড়ালে যেতে বসেছে। সাধক-কবির তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর জীবিত-কালে-মুদ্রিত কয়েকখণ্ড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থের সাহায্যে তাঁর শিক্ষা ও সাধন সম্বন্ধে প্রথম প্রচারকার্য সুরু করতেই আমাদের কাছে এ-কালের পাঠকদের মধ্য থেকে প্রশ্ন আসতে থাকে,—"ভুলুয়া বাবা কে ছিলেন?" তখন থেকেই মহাপুরুষের একটু পরিচিতি এ-কালের পাঠকদের হাতে দেওয়ার বাসনা জাগে। আজ আমাদের পরম সন্তোষ এই যে, দীর্ঘদিনের চেষ্টায় সেই মহাজীবনের যতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা তাঁরই গীতাঞ্জলি 'মন্দাকিনী'র সাথে একত্রে গ্রন্থকর্তার জীবনী-অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হ'ল।

একটি কথা। ভক্তকবি ভুলুয়া বাবার গানগুলির রচনার বিচিত্র ছন্দ, ধ্বনি ও তাঁর নির্দ্দেশিত সুর ও তাল পর্য্যালোচনা করে অনেক সময় আমার মনে এ রকম প্রশ্নও উঠেছে যে, গীতিকার ভুলুয়া বাবা কি সুরকারও ছিলেন! কিন্তু এ বিষয়টা অভিজ্ঞ সুর-রসিক মহলের গবেষণার বিষয় বলে আমি আর ওদিকে গেলাম না। আরও, সাধক-কবি তাঁর ভজন-সঙ্গীতের অনেকগুলিতেই যেমন রাগ-রাগিনী-সম্মত সুর ও তাল নির্দ্দেশ করে গেছেন, আবার বহুগানেই এ সম্পর্কে কোন নির্দ্দেশ রেখে যান নি। আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, সাধক স্বয়ং গাইবার সময়ে সুরারোপের ক্ষেত্রে কোনদিন আঁটাআঁটি নিয়ম পালন করতেন না। একই গান ভাবে-বিভোর হয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে গেয়েছেন। এরূপক্ষেত্রে সেই স্বাধীন আদর্শের অনুসারী হয়ে 'মন্দাকিনীর' গানগুলিকে আমরা সুরের সীমিত বন্ধন থেকে মুক্তি দিলাম। ভজনানন্দী ভক্তগণ আপন-আপন ভাবানুসারে গান-গুলিতে সুরারোপ করবেন, সেই ভাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীনাম-মাহাত্ম্য অধ্যায়ের পরিশিষ্টে-সঙ্কলিত "নামাপরাধ" অংশটি সাধক-কবি ভুলুয়া বাবার নিজস্ব রচনা নয়। এটি তিনি পদ্মপুরাণের মূল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেছেন। নামের মাহাত্ম্য প্রাপ্তির সাথে এই সাবধান-বাণীর অন্তর্যোগ অচ্ছেদ্য মনে করে এবং শ্রীশ্রীনাম-মাহাত্ম্য বিষয়টিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার অভিপ্রায়েই ঐ স্থানে ঐ ক'টি লাইন যুক্ত করেছি।

এবার দু'একটি ব্যক্তিগত কথা বলা প্রয়োজন। সাধকের জীবন-সায়াহ্নে-রচিত বহু নূতন-গানে-সমৃদ্ধ ভজনপ্রবাহিনী "মন্দাকিনী" প্রকাশ করে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নাই। অত্যন্ত বিলম্বে হলেও মহাপুরুষের সেই শেষ-ইচ্ছা কার্যে পরিণত করার পিছনে যাঁরা সহায়তা করেছেন, সাধক-কবির এই পবিত্র স্মৃতি-গ্রন্থের পৃষ্ঠায় তাঁদের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমার একটি অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করি।

প্রথমেই আমি বাংলার সেই সকল মা-বোন ও সজ্জনদের সকৃতজ্ঞ সাধুবাদ জানাই, যারা অবধূত ভুলুয়া বাবার সম্বন্ধে একরূপ কিছুই না জেনে, আমাদের কপর্দকহীন হৃদয়-সম্বল আবেদনে সাড়া দিয়ে যার-যেমন-সাধ্য অর্থ-সাহায্য করেছেন। ভুলুয়া বাবার স্নেহ-ধন্য যাঁরা আমাদের সাহায্য করেছেন তাঁদেরও সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

অবধূতজীর গ্রন্থাবলীর ভাবগ্রাহী পাঠক বরাহনগরবাসী শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় প্রেরণা না যোগালে এই গ্রন্থ-সম্পাদনা ও প্রকাশনার কঠিন দায়িত্বভার আমার অপটু-স্কন্ধে সহজ-আনন্দে বহন করা সম্ভব হত কি না সন্দেহ। এজন্য তাঁর ঋণ আমার কাছে অশোধ্য মনে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার অগ্রজ-প্রতিম সুহৃদ্ ধর্ম্মোৎসাহী শ্রীজগদীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথম কলকাতার সাধারণ প্রেক্ষাগৃহে এই লোকান্তরিত মহাপুরুষের স্মৃতি-পূজার যাবতীয় আয়োজন করে তাঁর প্রচারের প্রথম পর্য্যায় যে-ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন এবং এই স্মৃতিপূজাকে সর্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন-প্রিয় কর্মী ও আমার সহযোগী শ্রীসচ্চিদানন্দ ঘোষ যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা আমাদের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁরা উভয়ে অগ্রণী না হলে এই দুর্দ্দিনে এই গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যয় অনায়াসে সংগৃহীত হত না। তাঁদের আমি গভীর-হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ ছাড়া অর্থ-সাহায্য করে বা অর্থ-সংগ্রহে সাহায্য করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীরবীন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিজয় নারায়ণ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীগোপাল চন্দ্র মজুমদার, শ্রীবিভূতি পাল (অনঙ্গ মোহন হরিসভা) ও শ্রীফণীন্দ্র নাথ মণ্ডল। এ ব্যাপারে বন্ধুবর শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতার জন্য তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। সাধকের কৃপাধন্য দুটি ভাই শ্রীমান নন্দদুলাল ঘোষ ও শ্রীমান চঞ্চল কুমার ঘোষ কাজটির সাফল্যের জন্য ব্রতীর মত কাজ করেছে। তাদের ভূয়সী ধন্যবাদ জানাই।

অর্থ-সঙ্কটে উদীয়মান গীতি-চারণ শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বন্ধুজনোচিত ত্যাগ-স্বীকার আমি কোনদিন ভুলতে পারব না।

তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীপ্রতীপ দাশগুপ্ত আগাগোড়া গ্রন্থ-খানির প্রুফ্ দেখে দিয়ে ও আর্থিক সাহায্য করে যে উপকার করেছেন, সেজন্য তাঁকেও শত সহস্র ধন্যবাদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ গ্রন্থমুদ্রণে যে সহযোগিতা ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেছেন, সেজন্য তাঁদের প্রীতি-ঋণ আমি কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করছি।

দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা কুমারী মানসী ঘোষ বহুদিন ধরে কঠোর শ্রমে সাধক-কবির শত-শত গানের প্রতিলিপি নির্ভুলভাবে প্রস্তুত করে এবং গ্রন্থ-সম্পাদনার হাজারো খুঁটিনাটি কাজে আমায় সর্বদাই সাহায্য করেছে। তার ঋণ টুকুও এখানে স্বীকার না করলে আমার কর্তব্যে ত্রুটি থাকবে। মহাপুরুষের কৃপা তার উপরেও বর্ষিত হোক্।

উপসংহারে নিবেদন, কৃতী এবং সজ্জন সমাজে একজন শক্তিমান সাধকের প্রসাদ পরিবেশনের যোগ্যতা আমার কিছুমাত্র নেই, তা বলাই বাহুল্য। এজন্য দোষ-ত্রুটি যদি কোথাও ঘটে থাকে, সেক্ষেত্রে আমার একমাত্র ভরসা, ভগবদ্‌ভাবে অনুপ্রাণিত সদ্‌গ্রন্থের পাঠক-মাত্রেই বহিরঙ্গের দোষ-ত্রুটি সর্বদা ক্ষমার চক্ষেই দেখে থাকেন, কারণ তাঁদের বিচার সর্বদাই বিষয়-বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যের সম্পর্কে। শুধু এই আশা, এরূপ সদ্ গ্রন্থের প্রচারে এ সংসারে যদি আমারই মত অন্ধ, অবিবেকী, প্রমাদী আর কোন মানুষের অন্তর-কলুষ-নাশের কোন সহায়তা হয়, যদি কোন শুভ মুহূর্তে দূরান্তর হতে ভক্ত-ভাগবতজনের একটি কৃপা-রশ্মি এই নিরাশ-হৃদয় পামরের শিরে পতিত হয়, মনে করব, আমার সকল দিনের সকল চেষ্টা ও শ্রম আশাতিরিক্তরূপে সার্থক হয়েছে।

বিনীত
প্রকাশক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচী

(বর্ণানুক্রমিক)

অ

অর্চ্চনি তোমা তুলসীরাণি ৫৬
অচেনা অদেখা একজন মানুষের খোঁজ ৭১
অনাদির আদি তুমিই জগতনাথ ৮৯
অপরাধ সবই কি আমার ১১৮
অনন্তরূপিনী কালী ঘুরে বেড়ায় ১৪৪
অভ্যাসে সব যায় নয়লা ১৫৬

আ

আপনার সুখে আপনি তো ছিলি ৯০
আর ভাবের ঘরে চুরি কর না ১০৪
আর কতকাল রবি মোহের দাস ১০৫
আমি তাতে খেদ করিনে ১১৩
আমায় দিস্ না ঠেলে ফেলে ১১৬
আর কত দুখ দিবি মা. ১১৭
আমি কেন দোষী হব ১১৮
আমি নই মা তেমন ছেলে ১২৩
আমি কোন্ পথে যাব কি ভাবে চলিব ১২৮
আর কি আমার হবে দিন তেমন ১২৯
আর কি আমার আছে গো মা ১৩৬
আমায় দেও মা কিনার ১৩৭
আমি মুক্তি চাই না মোক্ষ চাই না ১৪৫
আমার বল তুমি মা ভরসা তুমি মা ১৪৯
আমি কেন রে ভয় পাব ১৫২
আর কাজ নাই রে ছাগশিশু বলিদানে ১৫৫

ই

ইন্দ্রিয়-সুখ-বাসনা-তন্দ্রা নয়ন ছাড়িয়া ৮৫
ইন্দ্রনীল নির্ম্মলালোকে রঞ্জিতা কে ও ১৩৯
ইন্দ্রনীল-মনি-নিন্দিত-নির্ম্মল ১৪৩

উ

উল্টো বুঝলি মন ১০০

এ

এ সংসার আনন্দধামে নিরানন্দ ৯১
এ নর মহীতে মাকে মা বলিতে ১০২
এখনে মন আর কেঁদ না ১০৭
এখানে আসার কথা ত ছিল না ১২৫
এ দেশের লোক নই গো আমি ১২৬
এবার কারো পাওনা টাকা দেওয়ার ১৩১
এখন যা করেন মা কালী ১৩১
এমন মধুর মা-নাম মন্ত্রে ১৪৫
এখনো যদি উঠবি তোরা ১৫৯

ঐ

ঐ দেখা যায় যমুনা-পুলিন ৮২
ঐ দুখ মনে রল গো মা ১১৭

ক

করুণার সিন্ধু নিতাই চৈতন্য আমার যে ৬৮
কর বা না কর তুমি করুণা ৭০
কেন গৌর নাম শুনিয়ে উঠি শিহরিয়ে ৭২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণ নাম রস ধাম অমৃতের সিন্ধু রে ৮৩
কার কাছে যাব কোথায় দাঁড়াব ৮৬
কাহে এত চঞ্চল রহবি দিন যামিনী ৯৩
কর্ম্মক্ষম এই সুন্দর কলেবর ১০৭
করিছ সুখ-বাসনা ভাবিছ না তোমার ১০৮
কালী নাম নিলে এত দুখ হয় ১১৪
করব এবার এক চালাকি ১২৪
কেউ বলে সে নিরাকারে কেউ বলে ১২৭
কালীকুলকুণ্ডলিনি বড় সঙ্কটে পড়ে মা ১৩৬
কেউ নাই তাতে দুখ নাই ১৩৮
কে রে ও দিব্যজ্যোতিস্বরূপা ১৩৯
কালীনাম অন্তরে জাগে যার ১৫০
কেমন করে আকাশের গায় ১৫২
কুঁড়েমি যার অঙ্গের অলঙ্কার ১৫৮
করুণারূপিনি শুন ১৬০

গ

গোবিন্দং গোকুলানন্দং নন্দানন্দবর্দ্ধকং ৫৮
গাও হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ৬১
গাও রাম নারায়ন হরে ৬৪
গাও ত মন পরমানন্দে জগদানন্দ কারিনী ৬৫
গাও রে মন তাঁহারই নাম যিনি এ বিশ্ব ৬৫
গাছের গোড়া চাটলে কি ১৫৪

চ

চঞ্চল মন অনুদিন মনে চিন্তহ ৮১
চঞ্চল মনটাকে ঠিক কর ১০৩
চিরদিন এই ভবে বল কেবা বেঁচে রবে ১০৬
চিনতে তাঁরে ভবে সাধ্য কার ১৪৩
চিনেছি মা তোমায় এবার ১৪৪

জ

জয় শিব শঙ্কর বম্ বম্ হর হর ৪৬
জয় নিস্তারকারিনী নির্ব্বিশেষা ৪৭
জয় শ্যামসুন্দর নন্দদুলাল ৫৭
জয় জগদেকনাথ দীনজন-জীবন ৬৮
জয় জয় পরাৎপর হরি-প্রিয়তম ৭৬
জয় বৃষভানু-ভবনমণি-মন্দির ৭৭
জয় জয় রাধা-বিনোদ বন-বিনোদীয়া ৭৮
জয় জয় বৃষভানু-নন্দিনী রাধারানী ৭৮
জয় জয় দেব-গোপাল ৮১
জয় শিব শঙ্কর ভব-ভয়-হর হে বিশ্বনাথ ৮৮
জননি জানি না কত জনম আমার সনে ১১২
জগদ্ধাত্রী তুমি যখন জগৎ যখন তোমার ১১৪
জানে না যে ছেলের সোহাগ ১১৬
জননি গো হাম নিরাশ পরিণাম ১৩০
জয় শঙ্করী শিব-সুন্দরী শ্যামা ১৪১

ড

ডুবল তরি ডুবল রে এইবার ১৩২

ত

তুমি করুণাময়ী তুমি কলুষহরা ৪৮
তন্ত্র মন্ত্র নাহি জানি গো জননী ৫৩
তুমি দুস্তরে নিস্তার-কারক হে ৫৯
তারক ব্রহ্ম এই হরিনাম বল্ দেখি রে ৬৬
তব নাম নিয়া যদি নয়নে না বহে নীর ৮০
তুমি এ হৃদয়-বল্লভ পরমেশ্বর এস হৃদয়ে ৮৭
তাঁর নাম কেন লাগবে ভাল ৯৪
তাতে ক্ষোভের কারণ নাই ৯৫
তোমার একি বিষম ভুল ৯৯
তোমার ঐ ত রোগের গোড়া ১০০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাকে হরিভক্তি বলে না ১০৫
তোমার নাম নিয়ে এবার বাহির ১১৩
তোমার কি এতই অভিমান ১১৫
তোমার বাসনা হইলে আঁখির পলকে ১২০
তুমি সবই করতে পার ১২১
তুমি নিতে পার কৈ ১২২
তোমরা কি কেউ বলতে পার ১২৭
তাহায় সকল সম্ভবে মা তারা ১৩৪
তুমি আমায় ভুলে কি হয় ১৩৮
তাই তোমায় মা বলে ডাকি ১৪৬
তুমি যে মা আমারই মা হও ১৪৭
তুমি এত ভালবাস তবু তোমার কথা ১৪৮

দ

দেখলাম এক শোণ-কুসুমের বরণ মানুষ ৭৩
দেব দেব-শ্রীগোবিন্দ ৭৬
দেব দেব মহাদেব অনাদিনাথ মহেশ্বর ৮৫
দ্বন্দ্ব পরিহর বন্দ মন অন্তরে ৯৬
দিন ত ফুরায়ে গেল তারা ১৩৩
দেও নাই কিছু কম করি তুমি ১৪৭

ন

নম নম শ্রীগুরুদেব হামারি ৪৫
নিতাই আমার উপায় কি হবে ? ৬৯
নিত্যরঙ্গময়ী তুমি মা তোমার রঙ্গ ১১৯

ব

বহুদিন পরে জাহ্নবী-তীরে আসি ৭২
বৃন্দাবন-চন্দ্র-শ্রীপদে অর্পিত মন যার ৮২
বলি তুমি ত সেই মেয়ে ১১৫
বল মা শঙ্করি এ গুরু-সঙ্কটে ১২৯
বিগলিত-কুন্তলা রমণী ১৪০
বিশ্বপ্রেমের রসিক যারা ১৫৩

ভ

ভাঙ্গিয়া ঘুমের ঘোর কে ডাকে কারে ৬৭
ভবে সেই ত আমার প্রাণ ৮৮
ভবে কর্ত্তা নাই সেই একজন ছাড়া ৯২
ভরসা তুমি মা ব্রহ্মময়ী ১৩৩
ভবে সেই ত বাহাদুর ১৫৩
ভবে যত মানুষ দেখি ১৫৪

ম

মনের মানুষ ভুলে যেওনা ৭১
মন করনা ছুটাছুটি ৯৩
মন যতক্ষণ ভবে থাক ৯৪
মন কি বলে ডাকিস মাকে ৯৫
মন যাহাকে খুঁজে মর ৯৬
মন রে যে সুখে পরমায়ুক্ষয় ৯৭
মন রে ছাড় জ্ঞানের অহঙ্কার ৯৮
মন আমার বেহায়া বিশে ৯৯
মন ভুলেছ কাজের গোড়া ১০১
মার সাধনা মুখের কথা নয় ১০২
মন তোমার এ কিরূপ রীতি ১০৩
মনরে তুমি সদয় হয়ে আমার এই ১০৮
মন রে তোর সাথে কিছুতে যখন ১০৯
মন রে গুরু হওয়া মুখের কথা নয় ১১১
মায়াবিনী কে তোমার সমান ১১৯
মার নামে নালিশ করেছে ১২৪
মা আমার নহে মন্দ ১২৫
মা গো আর ত সহে না প্রাণে ১৩৭
মরি হায়, কি অপরূপ এই কালীরূপ ১৪২
মার মত কে সুহৃদ রে আর ১৪৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃভাবের সাধক যে হয় ১৫২
মনে মনে ফাঁক থাকিলে ১৫৩
মন যদি না চলে ১৫৭
মনের মানুষ আর কি ফিরে ১৬০

য

যার কেহ নাই তারই তুমি হও ৮৭
যদি মা আমার আমি নই কিসে মার ১০৯
যার হুকুমে জগৎ চলে সেই যখন তোমার ১১০
যদি ডাকিয়া ডাকিয়া ফল নাহি পায় ১১২

র

রে মন স্বভাব বদল কর ১০৪

হ

হে দেব দিবাকর! দিব্য-জ্যোতি শ্রীমন্ত ৫৫
হরিনাম কি এতই মধুময় ৬১
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম ৬২
হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল ৬৩
হৃদয়ে রেখ। যতনে তারিনী-পদ) ৯৬
হই না কেন অপরাধী কেলে নিলে ১১৬
হবি তুই কি আমার মেয়ে হবি ১২২
হলই না যদি করুণা তোমার ১২৪

শ্র

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু, প্রভু আমার ৭৩
শ্যামা মা যেমন ভালবাসে ১৪৮
শ্যামা মা যার সঙ্গের সাথী ১৫১

স

সবই তাহার খেলা ৬৪
সুরধুনীতীরে নদীয়া নগরে হরি বলে ৬৭
সেই নদীয়ায় এলি যদি মন ৭৪
সে যে বড় কঠিন সাধনা ৭৯
সুখ-বাসনা যদি অন্তরে ছিল তোর ৯০
সুখ-দুখ দুই তোমারই জননী ১৩৫
সুখের কথা সবাই বলে ১৪৬
সবই তোমার খেলা ১৫৫
সে কি ভক্ত হয় ১৫৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

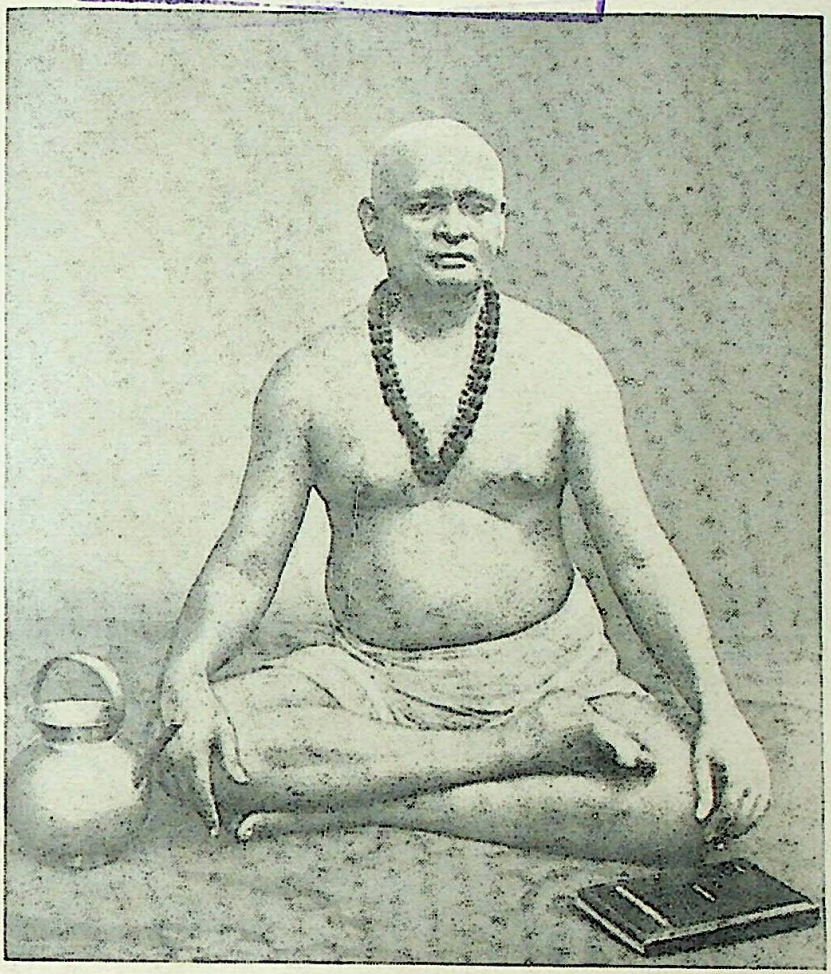

ভুলুয়া বাবা

(আচার্যরূপে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭/২৬৭

অবধূত

ভুলুয়া বাবা

বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা সীতারামের সময়ে ফরিদপুর জেলা-মধ্যে ভূষণায় অবস্থিত রাজার অধিষ্ঠাত্রী দেবী রণরঙ্গিণীর সুবৃহৎ মন্দিরে এসে আতিথ্য গ্রহণ করলেন দুই পরিব্রাজক,—সাধক কামদেব তার্কিক ও যাদবেন্দ্র বা যাদবানন্দ অবধূত। প্রথমে তাঁরা বীরভূমে দ্বারকানদের তীরে তারাপীঠে সাধনা করেন। দৈবাদেশে সেখান থেকে ভূষণায় এলেন সমীপবর্ত্তী কয়ড়া কালীবাড়ীর সাধনাসনের উদ্দেশে। তার আগে ভূষণার কাছে চম্পকদহ (চাঁপাদহ) বিলের তীরে পর পর সাতটি শ্মশানে এঁরা সাধনা করলেন। উভয়ে উভয়ের উত্তর সাধক ছিলেন। অবধূত যাদবানন্দ ছিলেন বৈষ্ণবাচারী শাক্ত। তিনি ধর্ম্মবিশ্বাসে ভেদবুদ্ধিশূন্য ছিলেন। অদ্বৈতবংশীয় গোরাচাঁদ গোস্বামী যাদবেন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমে প্রকাশ পায় যাদবানন্দের পৈত্রিক নিবাস ছিল হুগলী জেলার বালিগ্রামে। সেখানে প্রায় চারশত বৎসর আগে জনার্দ্দন ঘোষ নামে এক ধনশালী গৃহস্থ ছিলেন। তিনি জাতিতে ছিলেন দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ, কুলীন। শ্রীযাদবেন্দ্র ঘোষ (পরে যাদবানন্দ অবধূত) এই জনার্দ্দনেরই পঞ্চম পুত্র। যাদবেন্দ্র ভূষণায় আসার পর দৈব বিধানে শ্রীমাধব বিশ্বাসের কন্যা ভগবতী দেবীকে বিবাহ করে ভূষণাতেই গৃহস্থ-সাধকের জীবন যাপন করেন। অবধূত যাদবানন্দের সময় থেকেই তাঁর ভূষণার বাসভূমি 'ঘোষপুর' নামে প্রসিদ্ধ হয়। সাধক-কবি অবধূত ভুলুয়া বাবা এই যাদবানন্দ অবধূতেরই ষষ্ঠ অধস্তন বংশধর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমে সাধক কামদেব (মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত) ও অবধূত যাদবানন্দ নির্লিপ্ত গৃহস্থ-জীবনের পরিণতিতে এসে পৌছালেন। একদিন কামদেব,—

"ডাকিয়া কহিল যাদবানন্দে 'যে লাগি আইনু মোরা।
ভাবিয়া দেখহ সেই প্রয়োজন হঞাছে এখন সারা॥
আর কেন তবে রহিব এ দেশে চল জননীর কোলে।
জরাজীর্ণ তরি নাহি বাহা যায় সংসার-সাগর জলে॥'
যাদবেন্দ্র কন, "যে কহ উত্তম, আমার কি আছে বাধা।
জয় কালী বলি চল যাই দোঁহে সাধিয়া মনের সাধা॥"

(গোস্বামী গোরাচাঁদকৃত সংকীর্ত্তন বন্দনা)

বিশাল রথের মত এক চিতা সজ্জিত হল। তাতে আরোহণ করে জয়কালী-নাম-মুখে জলন্ত চিতা প্রদক্ষিণ করতে করতে কামদেব তাঁর পঞ্চভৌতিক দেহ ছেড়ে জগজ্জননীর কোলে যাত্রা করলেন। আর যাদবেন্দ্র ?

"চিতার সন্মুখে দেব যাদবেন্দ্র গলায় ফুলের মালা,
পরিবেষ্টিত সহস্র মানবে প্রভায় করিয়া আলা।
চিতাও নিবিল, সবে নেহারিল, যাদবেন্দ্র নাহি তথা ;
সবে বলে, 'হায় এ বা কি হইল, এ প্রভু যাইল কোথা।'
যোগের কৌশলে বিদেহ হইয়া যাদবেন্দ্র যান চলি,
হতজ্ঞান গোরা পড়িয়া রহিলি, কোন্ পাপে নাহি মলি।"

(সংকীর্ত্তন বন্দনা)

সহস্র সহস্র লোক-পরিবেষ্টিত দুই সাধকের এই বিস্ময়কর তিরোধানের সময় জনগণের আকুতি ও আর্ত্তনাদের উত্তরে চিতার উপর থেকে কামদেব হাত তুলে অভয় দিয়ে বলেছিলেন,—

"দুই কুলে মোরা আবার আসিয়া জনমিব দুইজন,
সাধনার তত্ত্ব প্রচার করিব, না হইও বিস্মরণ।"

(সংকীর্ত্তন বন্দনা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালক্রমে এই ভবিষ্যদ্ বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হল। সাধক কামদেবের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 'তন্ত্রতত্ত্ব'-প্রণেতা প্রসিদ্ধ মাতৃসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব এবং সমসাময়িক কালেই অবধূত যাদবানন্দের কুল উজ্জ্বল করেছিলেন শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী-প্রণেতা অবধূত ভুলুয়া বাবা। তিনি ১২৬৯ সালে (ইং ১৮৬২ খৃঃ) চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে শুক্রবারে ঘোষপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীনীলমণি ঘোষ, মাতা মনমোহিনী দেবী। আপন জন্ম এবং নামায়ন প্রসঙ্গে সাধক-কবির নিজের উক্তিটিই এখানে উদ্ধৃত হল।—

"জন্মমাত্র হলাম "কালী," দেখে লোকে বল্লে কালী,
জননীর অন্তরে কালী, আমার জন্য পরকাশ।
জনক বলি, "কালী কালী," পূজিলেন রক্ষা-কালী,
বাল্যকালেই কালীপূজায়, জন্মেছিল মোর অভ্যাস।
আমার নাম শ্রীকালিদাস।"

শৈশবেই ঈশ্বরকে মা বলে ডাকতে ভাবতে ও ধ্যান করতে শিখলেন বালক কালিদাস। তাঁর এই মা-বলা তিনি শিখলেন জননী মনমোহিনীর কাছ থেকে। গৃহদেবতা ছিলেন জনার্দ্দন,—শালগ্রাম-চক্র। কালিদাস-জননী ভক্তিযুক্ত মনে সকাল-সন্ধ্যায় জনার্দ্দনের মণ্ডপে প্রণাম করতেন; বালক কালিদাসও তাই করতেন। মণ্ডপের বারান্দায় জননী বসতেন জপে, পাশে বসে বালক জিজ্ঞাসা করতেন, "মা, আমি এখন কি করব?" "জয় কালী নাম জপ কর্"—জননী উত্তর দিতেন। কালিদাস চোখ বুঁজে তাই করতেন। কখন জয় কালী, কখন জয় জনার্দ্দন, কখন জয় বাবা বিশ্বনাথ। সাধক বলেছেন, "এ সকল নাম অতি শিশুকাল থেকে আমার অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সুতরাং আমার যথার্থ শিক্ষা-দীক্ষা-দায়িনী গুরু আমার স্নেহময়ী মা।"

পাঠশালে পণ্ডিতের বেতের ভয়ে পালিয়ে ফেরেন কালিদাস। পড়াশুনায় মন লাগে না। দুঃখিতভাবে মাকে বলেন, "মা, আমার আর লেখাপড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবে না।" স্নেহময়ী জননী সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "তুই কেবল মা কালীকে ডাক, মা কালীর পূজা কর, তাতেই মস্ত বড় পণ্ডিত হবি।" জননীর কথায় বালকের দৃঢ় বিশ্বাস। তাই অচিরে মা কালীই হয়ে উঠলেন কালিদাসের ইষ্টদেবী। ইষ্টের পূজাও অচিরে সুরু হল। সে পূজায় ঢাক ছিল ছোট ছোট টিনের ক্যানেস্ত্রা, মণ্ডপ ছিল গাছের তলা, নৈবেদ্য ছিল ধূলোমাটি, চন্দন ছিল পুকুরের কাদা, বিল্বপত্র ছিল হিজলের পাতা। তখন বলির পাঁঠা ছিল যত কচুর ডাঁটা ও কলার ডগা; খড়্গ ছিল দা, মন্ত্র ছিল 'জয় মা কালী'। তখন তিনি নিজেই পুরুত, নিজেই ঢাকী, নিজেই খাঁড়াত। সাধক বলেছেন, "কিন্তু তখন মন ছিল একাগ্র, দৃষ্টি ছিল স্থির, সন্দ-দ্বন্দ্বের সকল কলহ ছিল অজ্ঞাত।"

এদিকে কালীপূজার এই ব্যবস্থা, ওদিকে সেই বয়সেই বালক কালিদাস গৃহদেবতা শালগ্রাম-চক্রের ছিদ্র-পথে দৃষ্টি ক'রে দেখতেন যেন তার মধ্যে রত্নসিংহাসনে দাঁড়িয়ে আছেন রাধাকৃষ্ণ। কালীপূজার রাতে অন্য ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। কালিদাস বসে নিশীথরাত পর্য্যন্ত পুজো দেখছেন। পুজো শেষ-না-হওয়া পর্য্যন্ত কেউ তাকে মণ্ডপ থেকে তুলতে পারত না।

বয়স যখন বারো তখন ভাবান্তর ঘটল কালিদাসের। লেখাপড়ায় অমনোযোগী পড়ুয়া মাত্র চার বছর পড়ে মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে ফরিদপুর জেলাস্কুলে পড়তে গেলেন। ছাত্রটির উপর নজর পড়ল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভুবনমোহন সেনগুপ্তের। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম। সুতরাং সে কালের রীতি অনুযায়ী ছাত্র কালিদাসের ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত সুরু হল। এ সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে সাধক বলেছেন, "ধর্ম্মকথা, ধর্ম্মোপদেশ, যে ভাবেই হোক, আমার খুব ভাল লাগত। তাঁরা উপাসনা করতেন, আমি চোখ বুঁজে কালীরূপ দর্শন করতাম।" শুধু তাই নয়, উপাসনা-শেষে সবাই যখন বাড়ী ফিরতেন, তখনও কালিদাস থাকতেন ধ্যানস্থ হয়ে। ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে কেউ কেউ বাড়ী ফেরার পথে অনুকম্পা করে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যেতেন এই তরুণ ব্রাহ্মোপাসকটিকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহদেবতা কৃষ্ণ, মুখে মন্ত্র জয় মা কালী, এদিকে এসে পৌঁছেচেন ব্রাহ্মমন্দিরে। পূর্ব্বেকার সাকার কালীকৃষ্ণ আজ নিরাকার একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের সাথে এক জটীল ভাব-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন। কিন্তু এ অবস্থায় কালিদাসের ইষ্টধারণা দিশেহারা হয়ে গেল না একটুও। বরং শৈশবে সহজাতভাবে লব্ধ কালীকৃষ্ণে অভেদজ্ঞান আজ সাকার-নিরাকারের প্রশ্নে এক সার্থক পরিণতি লাভ করল। কালিদাস আপন ইষ্টদেবীকে মানস-লোকের আরও বৃহত্তর ভাবরাজ্যে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর হৃদয়ে ব্রহ্ম এবং মা মিশে গিয়ে হলেন ব্রহ্মময়ী কালী। মুগ্ধ সন্তানের অভিভূত নয়ন-মনের সামনে ধীরে ধীরে ভেসে উঠল বিশ্বজোড়া মা-ভাবের উপাসনা। উচ্ছ্বাস বচনে সাধক বলে উঠলেন, মা আছে তাই বিশ্ব আছে। মা না থাকলে, মাতৃস্নেহ না থাকলে এই বিশ্ব সর্ব্বপ্রকার বন্ধনশূন্য হয়, এবং মাতৃস্নেহের অভাবে এক মুহূর্ত্তে ধূমায়মান হয়। যে জাতি হোক, যে সম্প্রদায়ী হোক, কার মা নেই? কে মাতৃগর্ভে জন্মে নাই? কে মাতৃ-স্নেহের অনুপম রসাস্বাদনে কৃতার্থ হয় নাই? মানুষ হতে পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি এবং বিশ্বের যত প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা সমস্তই এক মাতৃস্নেহ-সম্ভূত। সুতরাং কোন্ ব্যক্তি এমন স্নেহময়ী জননীকে সম্মান-অর্চ্চনা করতে উৎসাহী নয়? সেই সঙ্গে সাধন-মার্গের আর একটি সত্য উপলব্ধি করলেন,—যে মাতৃভাবের সাধক সে কামাদি অন্তঃশত্রু-দমনে নিত্য সংগ্রামজয়ী।

ইতিমধ্যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম নিয়ে গান রচনা সুরু করেছেন ছাত্র কালিদাস। শুধু রচনা নয়, রাগ-রাগিনী-সম্মত সুরে গাইতেও পারেন বেশ। পাঠ্য পুস্তকের চেয়েও বেশী পড়ছেন বিশ্বসার তন্ত্রের বঙ্গানুবাদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি।

আঠার বৎসর বয়সে কালিদাসের মাতৃবিয়োগ ঘটে। মনমোহিনীর মৃত্যুতে মাতৃনির্ভর কালিদাস উন্মাদের মত হয়ে উঠলেন। তার উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকগুলি নাবালক ভাইবোন-পরিবৃত অস্বচ্ছল সংসারের অপরিসর পারিবারিক জীবন কালিদাসের কাছে সুখকর ছিল না। এই অবস্থাতে কালিদাসের মনে তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। আর ঠিক এই সময়েই তিনি অতর্কিতে লাভ করলেন সাধুসঙ্গ। সাধন-জীবনে অগ্রগতির ক্রম-নির্দ্ধারণপ্রসঙ্গে সাধক-কবি স্বয়ং এক জায়গায় বলেছেন, "প্রথমে চাই সাধুসঙ্গ, তারপর শাস্ত্রপাঠ, তারপর স্বকর্ম্ম-বিচার ও নামাশ্রয়।" প্রথমের সেই সাধুসঙ্গ তিনি এইভাবে লাভ করলেন। শুধু সাধুসঙ্গ নয়, সদগুরু স্বয়ং এগিয়ে এসে আকুল সন্তানকে প্রথম দর্শনও দিলেন এই সময়। কালিদাস তখন রাণাঘাট স্কুলের ছাত্র। জননীর মৃত্যুতে সুতীব্র বেদনা বুকে তিনি বিশ্বজননীর আঁচল-তলায় একান্তনির্ভর শিশুটির মত আশ্রয়-প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বৈরাগ্যের আলো ক্ষণে ক্ষণে চিহ্নিত করে দিচ্ছে তাঁর ভবিষ্যদ্ জীবনের গতিপথ। এনট্রান্স ক্লাসের ছাত্র হলে কি হয়, অসীমের অভিসারে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ার জন্য হুটোপুটি করছে কালিদাসের অশান্ত হৃদয়। এমনি সময়ে পশ্চিম দেশীয় নর্ম্মদাতীরস্থ ওঙ্কারনাথ মণ্ডলীর প্রায় দুইশত সন্ন্যাসীর একদল এসে আসন করলেন রাণাঘাটের পালচৌধুরীবাবুদের বাড়ীর সম্মুখে। মণ্ডলীর প্রধান গুরুমহারাজ শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ সরস্বতী। সঙ্গে তাঁরই প্রধান শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দ সরস্বতী। এই শ্যামানন্দই ছিলেন অবধূত ভুলুয়া বাবার (কালিদাসের) শ্রীগুরুদেব।

আকুল অন্তরে দুইজন ছাত্রবন্ধু নিয়ে কালিদাস গেলেন সাধুদর্শনে। দর্শনমাত্রে মণ্ডলেশ্বর পূর্ণানন্দজী কালিদাসকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, 'তুম্ ত হামারি হ্যায়।' মনে মনে কালিদাসও কামনা করছিলেন এমনি একটা আশ্বাস। অধীর আনন্দে নেচে উঠলেন তিনি। স্বরচিত ভজন গেয়ে তৃপ্তি দিলেন সমাগত সন্ন্যাসিদের, তারপর অবসর বুঝে পূর্ণানন্দজীকে মনের গোপন অভিলাষটি নিবেদন করলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হল। একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে সন্ন্যাসীমণ্ডলীর সাথে পরঅন্ন-প্রতিপালিত ছাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালিদাস নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লেন রাণাঘাটের পাঠ্যাশ্রয় ছেড়ে। এ ঘটনা ঘটে ১২৮৮ সালের (ইং ১৮৮১ খৃঃ) ফাল্গুন মাসে।

ওঙ্কারনাথ মণ্ডলী পরিভ্রমণ পথে এসে পৌঁছালেন শক্তিতীর্থ কামাখ্যায়। দুইশত পশ্চিম দেশীয় সন্ন্যাসীর মধ্যে সাদা পোষাকে একটি বাঙ্গালী ছাত্র। সুতরাং সবারই দৃষ্টি গিয়ে পড়ে কালিদাসের উপর। এই কামাখ্যাতীর্থে যাত্রীদলের ভিতর থেকে একদিন একজন সর্ব্বপ্রথম কালিদাসকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি যে কালী কালী কর, তোমার এই কালী কে?" কালিদাস উত্তর দিলেন, "কালের অন্তর্নিহিত শক্তির নাম কালী।" কাল কে, সে কথাও বুঝিয়ে দিলেন বিস্তৃত ব্যাখ্যায়। বললেন, "প্রিয় সখা অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমি লোকক্ষয়কারী কাল। তিনি যে পাণ্ডবের সখা, অথবা নন্দের দুলাল, অথবা ব্রজগোপীর প্রাণবল্লভ, সে পরিচয় দেন নাই। তিনি যে নিত্য, অব্যয়, পরাৎপর পরমপুরুষ সেই পরিচয়ই দিলেন। তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা কাল। তুমি আমি কালেই হয়েছি, কালেই আছি, কালেই লয় হব। এই দৃশ্যমান জগতের যাবতীয় বস্তু ও বিষয় নিয়ত অজ্ঞাতসারে কালের অভিমুখেই গমন করছে। সুতরাং কালই নিয়ন্তা, কালই নিত্যপ্রভু। আর, এই কালের হৃদয়ে সৃজন-পালন-লয়ের শক্তি নিত্য বিদ্যমান। কাল যতক্ষণ শক্তিযুক্ত ততক্ষণই সৃজন-পালন-লয় করতে সমর্থ। যে শক্তির বলে কাল এই কার্য্য করেন কালের অন্তর্নিহিত সেই মহীয়সী শক্তির নাম কালী। শক্তিই জীবের জীবত্ব শিবের শিবত্ব এবং পরাৎপর পরমেশ্বর কালের কালত্ব। কাল যেমন অনাদির আদি, কালের শক্তিও তেমন অনাদির আদি, আদ্যাশক্তি। কাল আর কালীতে তত্ত্বতঃ কোন পার্থক্য নেই। তাই সাধারণ কথায় বলা হয় যিনি কালী, তিনিই কৃষ্ণ।

কালিদাসের উত্তর শুনে সমাগত যাত্রীদল মুগ্ধ হলেন, মণ্ডলীর সন্ন্যাসিগণ আশীর্ব্বাদ করলেন এই উদাসীন তরুণকে। তারপর থেকে প্রতিদিনই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানাভাবে প্রশ্নোত্তর চলতে লাগল। গুরুমহারাজ শ্যামানন্দ সরস্বতীজী বললেন, তোমার এই সব সদালাপ যদি লিখে রাখ তবে উত্তম এক গ্রন্থ হয়। এইভাবে গুরুজীর আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে কালিদাস কামাখ্যা দেবীর সম্মুখে নিজেকে 'সন্তান' বলে আত্ম-নিবেদন করে প্রথম ধারাবাহিক ভাবে মাতৃতত্ত্ব লিখতে সুরু করেন। প্রথমে গদ্যে, তারপর কালিদাস স্বভাব-কবি জানতে পেরে পূর্ণানন্দজী সমস্ত আলোচনা পদ্যে লিখতে নির্দ্দেশ করেন। এর পর দিনে দিনে কালিদাস রচনা করতে লাগলেন, ভুরি ভুরি স্তব, স্তোত্র, ভজন, উচ্ছ্বাস-কীর্ত্তন।

সন্ন্যাসীমণ্ডলীর সাথে নিরুদ্দিষ্ট-ভ্রমণের চৌদ্দ মাস কেটে গেল, কিন্তু আর কাটতে চায় না। কালিদাস সম্বন্ধে 'বাজিকরের মেয়ে' কালীর ইচ্ছা অন্যরূপ। ঘরে বৃদ্ধ বাপ, অনেকগুলি মাতৃহীন নাবালক ভাই-বোন। ভাই-বোনদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং যা একটু সাবালক। এ অবস্থায় বৃদ্ধ বাপের মনে ক্লেশ দিয়ে নিরুদ্দিষ্ট-ভ্রমণ কালিদাসের অনুচিত বলে মনে হতে লাগল। সন্ন্যাসীদের সাথে পথ-পরিক্রমায় আর তিনি শান্তি পাচ্ছেন না। আকুল আগ্রহে সত্যের উপাসনায় অবতীর্ণ হয়ে অনুভব করলেন এ সংসারে সর্ব্বদায়মুক্ত হতে না পারলে সন্ন্যাসীর মত স্বাধীন আনন্দে পরিভ্রমণ সম্ভব নয়। পদে পদে দংশন করবে বিবেক, ঠেলতে হবে পর্ব্বতপ্রমাণ মানসিক বাধা। তাই আবার ফিরে যেতে হবে কালিদাসকে সেই অপরিসর সংসারের আবিল আবেষ্টনীর মাঝে। সন্ন্যাসীদের পরামর্শে বিষণ্ণমনে বিদায় নিয়ে দেশে ফিরে এলেন কালিদাস। যশোহরে এক এন্‌ট্রান্সস্কুলে ভর্ত্তি হলেন। কিন্তু সবাই দেখল এক অদ্ভুত ছাত্র,—পায়ে জুতো নেই, গায়ে জামা নেই, গলায় এক রুদ্রাক্ষের মালা, মাছ-মাংস খান না। স্কুলের ছাত্র হলেও সহজেই কালিদাস শিক্ষক ও সহপাঠিমহলে 'সাধু' আখ্যা পেলেন। একে মাতৃহারা, মনে তীব্র বৈরাগ্যের অবস্থা, তাতে দীর্ঘদিন অবিচ্ছেদে সাধুসঙ্গ ও তীর্থ-ভ্রমণের ফলে কালিদাসের আচার-আচরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক কথায় মনের পূর্ব্ব আদলটাই বদলে গেছে একেবারে। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে, শুধু প্রকৃতির দিক থেকেই নয়, আকৃতির দিক থেকেও তাঁকে কোনদিন মোহান্ধ বিষয়-জগতের মানুষ বলে ধারণা করা কোনক্রমেই কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। সন্ন্যাসীসুলভ সমুন্নতদেহ, মহৎ-ললাট, অজানুলম্বিত বাহু, তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ দেখে মুখ-না-খোলা পর্য্যন্ত অপরিচিত লোক অনেকবার তাঁকে এক পশ্চিমদেশীয় গুরুমহারাজ বলে ভুল করেছে।

কালিদাস স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছেন সত্য, কিন্তু অনন্ত আকাশে উড়ার স্বাদ পেয়েছে যে পাখী, সাধ করে পিঞ্জরে ধরা দিলেও সে যে নিরন্তর অসীম আকাশের পানেই চেয়ে থাকে। কালিদাসেরও সেই অবস্থা। সর্ব্ববন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসিমণ্ডলের মর্ম্মরাজ্যে দীর্ঘকাল কাটিয়ে বদ্ধজীবের মত মায়াগৃহবাসের সঙ্কল্প এখন বিড়ম্বনামাত্র। তাই কোনমতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষাটা দিয়ে আবার তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

বলা বাহুল্য জননীর মৃত্যুতে গৃহবাস কালিদাসের কাছে একেবারেই অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদিন জননীর শ্মশানে এসে কালিদাসের এতদূর ভাবান্তর হলো যে, মাতৃশোকে তিনি শ্মশানের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। তখন সেই নির্জ্জন শ্মশানে সহসা উপস্থিত হলেন এক দীর্ঘাকৃতি নগ্নবেশ, শুভ্র-কেশ, ভস্মময়-দেহ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীরই যত্নে কালিদাসের মূর্চ্ছা ভাঙ্গল। সাধু সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মা-ভাবে তুমি যখন এমন তন্ময় হতে পেরেছ, নিঃসন্দেহে তুমি মাতৃপূজার সুযোগ্য অধিকারী। তুমি মহাশক্তিস্বরূপিণী বিশ্বপ্রসবিনী মায়ের পূজার আয়োজন কর এবং এই শোক-তাপ-মৃত্যু-বিচ্ছেদ-ভয়ের বাইরে গিয়ে চির আনন্দ লাভে কৃতার্থ হও। জরামরণব্যাধিবিধ্বস্ত সংসারের অসারত্ব বিষয়ক আরও অনেক উপদেশ দান করে সন্ন্যাসী সস্নেহে হাত ধরলেন কালিদাসের, তারপর তাকে নিয়ে দ্রুতপদে পূর্ব্বাভিমুখে চলতে লাগলেন।

ক্রমে দুই বৎসর এই সন্ন্যাসী-সঙ্গে বহুতীর্থ পরিভ্রমণ করে কামাখ্যার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীলাচলে দ্বাদশভুজা মায়ের পদপ্রান্তে এসে উপস্থিত হন। তারপর এখানে সতীশ নামে এক সু-সঙ্গী লাভ করেন এবং কি ভাবে বালিকাবেশিনী মায়ের সাক্ষাৎলাভ করে কৃতার্থ হন সে কথা এই প্রবন্ধের যথাস্থানে লেখা হবে। মনমোহিনীর শ্মশানে মূর্চ্ছিত হয়ে সাধু-সঙ্গে গৃহত্যাগের ঘটনাটি ১২৯০—৯১ (ইং ১৮৮৩—৮৪ খৃঃ) মধ্যেকার ঘটনা।

দীর্ঘ সাধুসঙ্গের ফলে কালিদাসের মনে এখন তীব্র সাধু-দর্শনাকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার ফলেই তিনি পরবর্ত্তীকালে কাশীর শ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামী, শ্রীভাস্করানন্দ সরস্বতীজী, দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ, বৃন্দাবনের শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা, শ্রীহনুমান দাস বাবাজী (রামানুজ সম্প্রদায়ের একজন গুরুমহারাজ) স্বামী আভীরানন্দ সরস্বতী, খাকী বাবা, পাগল শ্রীশ্যামচন্দ্র, এলাহাবাদের শ্রীমাধব দাস বাবাজী প্রভৃতি ভারতের বহু প্রখ্যাত এবং অজ্ঞাত মহাপুরুষের দর্শন, সঙ্গ ও স্নেহশীর্ব্বাদলাভে কৃতার্থ হয়েছিলেন। ভুলুয়া বাবা হনুমান দাস বাবাজীর সাথে চার বৎসরকাল ভারত-ভ্রমণ করেন। শ্রীমৎ আভীরানন্দ সরস্বতীজীও (বয়স পৌনে দুইশত বৎসর হয়েছিল) ভুলুয়া বাবাকে স্নেহ করতেন। তন্ত্র ও সাধনা সম্বন্ধে ভুলুয়া বাবা অনেক উপদেশ তাঁর নিকটে শিক্ষা করেন।

১২৯৬ সালে (ইং ১৮৮৯ খৃঃ) কালিদাস কাঙ্গাল হরিনাথকে দর্শন করতে কুমারখালি উপস্থিত হন। তখন সেখানে অক্ষয় মৈত্র, জলধর সেন, ফিকির চাঁদ ফকির ও 'দেবীযুদ্ধ'-প্রণেতা শ্রীহট্টের সাধক শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বসেছিলেন। নবীন পরিব্রাজক কালিদাস সেখানে উপস্থিত হওয়া-মাত্র কাঙ্গালের দৃষ্টি তাঁর উপর পড়ল; কাঙ্গাল তৎক্ষণাৎ কালিদাসকে সকলের মাঝখানটিতে নিয়ে বসালেন। কাঙ্গালের ইচ্ছা হল এই বয়সে-নবীন উদাসীন-নের মুখে কিছু ব্রহ্মতত্ত্ব শুনতে। কালিদাস যথাসাধ্য শুনিয়ে সবাইকে পরিতুষ্ট করলেন। সাধক শরচ্চন্দ্র বয়সে প্রবীণ হয়েও এই নবীন উদাসীনের সাথে দেশ-ভ্রমণে যেতে সঙ্কল্প করলেন। উভয়ে বহুস্থান একত্রে ভ্রমণ করলেন, তারপর এসে পৌছালেন বহরমপুরে। অন্যান্য স্থানের মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানেও এই সুকুমার নবীন সাধক কালিদাসের মুখে মাতৃতত্ত্ব শুনবার জন্য সহরের শিক্ষিত সম্ভ্রান্তেরা সমবেত হতে লাগলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে নবীন সাধকের বিদ্যাবুদ্ধির প্রশ্ন উঠল। কালিদাস অম্লান বদনে উত্তর দিলেন 'আমি এ বছর এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলাম, তা ফেলই হয়েছি তাই আর ফল দেখি নাই।' কিন্তু তৎক্ষণাৎ গেজেট দেখে জানা গেল কালিদাস পাশ করেছেন; আরও আশ্চর্য্যের বিষয় সেই দিনই ছিল স্থানীয় কলেজে ভর্ত্তির শেষ তারিখ। কলেজের অধ্যক্ষ আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কালিদাসের পরিচয় শুনে নিজে ভর্ত্তি ফি দিয়ে সেইদিনই তাকে কলেজে ভর্ত্তি করে নিলেন।

কিন্তু পড়বে কে? ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সুযোগ্য ছাত্র হিসাবে যিনি ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মামুলি লেখাপড়া স্বভাবতঃই তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়; বরং নিয়মাধীন পড়াশুনার নূতন বন্ধন পরিব্রাজক কালিদাসের গলায় ফাঁসের মতই মনে হতে লাগল। গাঢ়তর হয়ে উঠতে লাগল জগজ্জননীর প্রতি তাঁর অন্তর্গূঢ় আকর্ষণ। তাই দেখা গেল এফ্‌-এ ক্লাসের ছাত্র কালিদাস প্রত্যহ ছুটির পর বৈকালে গঙ্গাতীরে জগজ্জননীর উদ্দেশে উচ্ছ্বাসকীর্ত্তন গান করেন, আর সে গানের শ্রোতা হন কয়েকজন শিক্ষক ও অধ্যাপক। কিন্তু কলেজি লেখাপড়া ভাল না লাগলেও ছাড়তেও পারেন না কালিদাস। মনের এ সঙ্কল্প তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি যে, লেখাপড়া শিখে উপার্জ্জনক্ষম হয়ে অসহায় বৃদ্ধ বাপের দুঃখ অবিলম্বে দূর করতে হবে। তাঁর মনের এ ইচ্ছা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটি দিনের ঘটনায়। কালিদাস ভুটানের মহাকাল দর্শন করে ফিরছেন, সঙ্গী রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী। জয়ন্ত নদের তীরে এসে উভয়ে এক বিরাটদেহী মহাপুরুষের দর্শন পেলেন। প্রণাম করে সম্মুখে বসতেই সাধু হাসিভরা মুখে হাত তুলে উভয়কে আশীর্ব্বাদ করলেন। রাজেন্দ্র একটি ধর্ম্মীয় প্রশ্ন করলেন সাধুকে। কিন্তু কালিদাস সাধুকে বললেন, "এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার পিতার কোন দুঃখ না থাকে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহরমপুর কলেজে চারমাস পড়ার পর কালিদাস কুচবিহার চলে গেলেন। কোথায় আশ্রয় মিলবে তা কিছুই জানা নেই। তাই কুচবিহারে পা দিয়েই ধূলাপায়ে আকুল অন্তরে সম্মুখে বিরাজিত মদনমোহনের মন্দিরে প্রণাম করতে ঢুকলেন। শ্রীশ্রীমদনমোহনের কৃপায় তৎক্ষণাৎ একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল। মন্দিরে তখন প্রণাম করতে এসেছিলেন কুচবিহার কলেজের অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন রায়। তিনি যত্ন করে এই ধর্ম্মপ্রাণ ছাত্রটিকে নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন।

কিন্তু কালিদাসের মত ছাত্রের কাছে এ স্নেহের সার্থকতা কি! তিনি ভাবেন, লাভ কি এই লেখাপড়ায়!—আর গোপনে গোপনে গান রচনা করেন,

"আর কি আমার আছে গো মা বিনা তোমার চরণ দুটি,
আমি ঐ চরণে বুক বেঁধে মা করি ভবে ছুটোছুটি।"

সুতরাং এমন ছাত্রের পক্ষে ত্রিকোণমিতির প্রবলেম নিয়ে কালহরণ সম্ভব হয়ে উঠল না। এই সময়কার 'কোসেক থিটার জ্বালাতন' সম্বন্ধে ছাত্র কালিদাসের এক কৌতুকাবহ কবিতা আছে। কুচবিহার কলেজে তখন গণিতের অধ্যাপক বাবু উপেন্দ্রনাথ সিংহ। ত্রিকোণমিতি এবং বীজগণিতে কালিদাসের বুদ্ধি প্রবেশ করত না। উপেনবাবু তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন; তিনি কালিদাসকে অঙ্ক না শিখিয়ে ছাড়তেন না। ভয়ে ভয়ে কোনরূপে অঙ্ক শিখলেও মনে অঙ্কের উপর বড় বিরক্ত ছিলেন।যথা :—

"এল্-এ পাশ হল না মা আর উপায় করি কি মা কালী।
প্রাণ গেল মা খেয়ে কেবল উপেন বাবুর গালাগালি॥
অঙ্ক কষা নয় মা কঠিন মনে করি কষে ফেলি।
কিন্তু যখন কষতে বসি মনে পড়ে জয় মা কালী॥"

ত্রিকোণমিতি কষতে আল্‌ফা, বিটা, গামা, কোসেক থিটা, ইত্যাদি লাটিন শব্দ ব্যবহৃত হত। নিদ্রা আসলে কালিদাস এই কোসেক থিটার বিষম জ্বালাও ভুলে যেতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোরে বাড়ীর অন্য ছেলেরা যথানিয়মে বই নিয়ে পড়তে বসেছে, কালিদাস তখন নিরুদ্দিষ্ট। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল তিনি তখনবাগানে বাগানে ফুল তুলে বেড়াচ্ছেন মদনমোহন জীউয়ের পূজার পুষ্পপাত্র ভরে দেবার জন্যে। কোথাও সংকীর্ত্তন বার হবে শুনলে সেখানে তিনি সকলের আগে খোল ঘাড়ে নিয়ে হাজির হতেন। এ সময়ে পরঅন্ন-প্রতি-পালিত দরিদ্র ছাত্র তিনি অথবা উপার্জ্জন করে বৃদ্ধ বাপের সেবা করতে হবে এ সকল কথা তাঁর মনে থাকে না। এমনি অবস্থার মধ্যে এফ্-এ পরীক্ষা দিয়ে ফেল করলেন কালিদাস। এই সময় তিনি কুচবিহারে ধর্ম্মপ্রাণ এবং গরীব ছাত্রের অন্নদাতা বলে খ্যাতিমান উকীল শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ রায়ের বাড়ীতে থাকতেন। অধ্যাপক মোহিনীবাবু কুচবিহার ছেড়ে বহরমপুর চলে যাওয়ার ফলে এই ব্যবস্থা হয়। গোবিন্দবাবুর স্ত্রী অপরিসীম স্নেহবশতঃ কালিদাসকে আবারো পরীক্ষা দিতে বললেন। কিন্তু না, এখানে আর নয়।

কালিদাস কুচবিহার থেকে বিদায় নিয়ে পৌছালেন রংপুরে। সেখানে উপস্থিত হতেই এই সাধক ছাত্রটির উপর দৃষ্টি পড়ল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্নের। অবশেষে তাঁরই টোল থেকে কাব্যের উপাধি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে, তাঁরই সুপারিশে কুণ্ডীর গোপালপুর স্কুলে কালিদাস প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। বাসা হয় জমীদার মনীন্দ্র রায়চৌধুরীর বাগান-বাড়ীতে। দিনে মাষ্টারী, রাত্রে মাতৃসঙ্গীত। এ কীর্ত্তনে কালিদাসের মনের মত সঙ্গী হয়ে দেখা দিলেন রংপুরের এস-ডি-ও শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ভক্তের মনোবাঞ্ছা ভগবান কোন দিন অপূর্ণ রাখেন না, তাই একান্ত শরণাগত কালিদাসের উপার্জ্জন করে বাপের দুঃখ ঘুচাবার সঙ্কল্প মা কালী এই ভাবেই পূর্ণ করেছিলেন।

কিন্তু জীবন-প্রভাতে সাধুসঙ্গলাভে কৃতার্থ কালীর তনয় কালিদাসের কপালে কি মা শেষে দাসত্ব লিখলেন? তাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক কালিদাস ভাবেন সর্ব্বদায়মুক্ত হয়ে সেই সর্ব্ববন্ধনমুক্ত সন্ন্যাস-জীবনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফিরে যাবার আর কত দেরী! অসীমের খোঁজে গিরি-কান্তার-মরু অতিক্রম করতে করতে মহাজীবনের পরিক্রমায় কাটিয়ে দেবেন নশ্বর জীবনের দিনগুলি,—সে আকাঙ্ক্ষা কি এমনি করেই শেষে ব্যর্থ হবে? তাঁর উদাস দৃষ্টির সম্মুখে ভেসে ওঠে নর্ম্মদার সন্ন্যাসীমণ্ডলীর সাথে অতিবাহিত দূরগত দিনগুলির স্বপ্নমধুর স্মৃতি।

পিতা নীলমণির অগোচর ছিল না তাঁর 'কোদা'র (গ্রাম্য পরিভাষা, অর্থ আদরের দুলাল) এই মনোবেদনা। নিজের অন্তিম আসন্ন বুঝে তিনি একদিন ডাক দিলেন উপার্জ্জনক্ষম পুত্রকে। কালিদাস এলে গলা জড়িয়ে ধরে তাঁকে বললেন, "তুমি সাধক হও, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত হও। তোমার স্বর্গতা জননীর আদেশ পালন কর, আমি দেখে যাই।" ইতিমধ্যে মধ্যমভ্রাতা ভুবনমোহনও বেশ উপার্জ্জনক্ষম হয়ে উঠেছেন। কাজেই পিতার দুঃখে দুঃখিত কালিদাস দাসত্বের শৃঙ্খলে ধরা দিয়েছেন, মুক্তি-দায়িনী মুক্তকেশী এই পর্য্যন্ত দেখেই শরণাগত 'সন্তান'-কে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলেন। ১৩০৪ সালে (ইং ১৮৯৭ খৃঃ) জ্যৈষ্ঠ মাসে কালিদাস প্রধান শিক্ষকের পদ ত্যাগ করেন।

কুলতিলক পুত্রকে পিতা ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিলেন,—কিন্তু সাধক রামপ্রসাদের মত, কমলাকান্তের মত। অর্থাৎ মাকে প্রাণভরে ডাক, তবে গৃহস্থ হয়ে। ছেলেকে গৃহী করার উদ্দেশে ইতিপূর্ব্বে নীলমণি কালিদাসের এক বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু গৃহ-বিবাগী স্বামীর বিরহানলে পুড়ে পুড়ে পত্নী সরোজিনী একদা ইহলীলা সাঙ্গ করে চলে যান। সে দুঃখ নীলমণির মন থেকে মুছে যায় নি তখনো, তাই সাধক কমলাকান্তের মত দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করে সংসারে থেকে সাধন-ভজনের এই ইঙ্গিত। উপার্জ্জনক্ষম সহোদর ভুবনমোহনেরও একান্ত ইচ্ছা তাই।

পিতার অন্তিম ইচ্ছা ও আদেশ কালিদাস শিরোধার্য্য করে নিলেন। তিনি বুঝলেন নিয়তির নির্ব্বন্ধে এবার কামিনী-কাঞ্চনের সংসারেই তাঁকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাততে হবে মা-নাম সাধনার আসনখানি। ছয় শত্রুর ফোঁস-ফোঁসানির মধ্যেই তাঁকে মা-নামের পোঁ ধরে থাকতে হবে নিশিদিন। সেই সুকঠিন সাধনার পরীক্ষা দিতেই তাঁর এবার সংসারে আসা।

বিশ্বজননীকে একান্ত করে পাবার আকাঙ্ক্ষাটিকে চারিদিক থেকে সাংসারিক শত বাধা এমন করে ঘিরে ফেলায় মাতৃবন্দনায় আবেগরুদ্ধ হয়ে উঠল সাধক-কবির কণ্ঠ। এ সংসারে আবদ্ধ জীবের আর্ত্তি যে কতখানি তা সাধক আপন হৃদয়ে অনুভব করলেন, আর সারাজীবন সেই শৃঙ্খলভার বহনের সম্ভাবনামাত্রে বাষ্পাকুল চোখে এই মাতৃনির্ভর সন্তান মায়ের প্রতি রাগভক্তির দুরূহ সাধনমার্গে গিয়ে দণ্ডায়মান হলেন। এ সংসারে মায়ান্ধ মানুষের অসহায়তা, পরাৎপর পরমেশ্বরের সাথে বিচ্ছেদ-বেদনা যে সাধকের বুকে সে সময় কতখানি বেজেছিল আর সে ব্যথার পূজায় মাকে যে তিনি আপনার মধ্যে কত আপন করে পেয়েছিলেন তার এক প্রাণময় স্বাক্ষর রয়ে গেছে তাঁর রচিত শত শত গানের মধ্যে।

সংসারে থাকতে হবে বলে কালিদাস যৎপরোনাস্তি অন্তর্দাহ অনুভব করলেন, কিন্তু ভয় পেলেন না একটুও। গাইলেন,—

"মাতৃভাবের সাধক যে হয় চতুর সে নিশ্চয়,
সে পদ্মপত্রের নীরের মত সংসারে সংসারী হয়।"

আবার বলছেন,—

"ভবে সেই ত বাহাদুর
যে জন মায়ামুক্ত, যুক্ত হয়ে, ঘর বেঁধেছে মায়াপুর।"

ভয় কি! কালিদাসের লজ্জা-ঘৃণা-ভয়ের স্থান দখল করে নিয়েছে চিরআনন্দ-লোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আনন্দময়ীর পদে অনাবিল অনুরাগের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসধারা। জগদ্ধাত্রীকে তিনি আপন গর্ভধারিণী মনমোহিনীর মতই একান্ত আপন করে পেয়েছেন। রাগমার্গে সমারূঢ় সাধক এখন বৈধী আচার—অনুষ্ঠানের কঙ্করময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর বামে রেখে ছুটে চললেন ইষ্টলাভের পথে। তেজের সাথে দাবী করলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যদি মা আমার, আমি নই কিসে মার
এ অবিচার কেন হবে।
দণ্ডে বা দিবসে, মাসে বা বরষে
একদিন তাঁহার দেখা দিতেই হবে।"

এই সহজিয়া রাগ-সাধনের পথে দাঁড়িয়ে কালিদাস মা কালীর সাথে কোন্দলও কম করেন নি। তাঁর কলহ-সঙ্গীতে আছে,—

"হবি তুই কি আমার মেয়ে হবি!
মেয়ে হয়ে এবার, মায়ের ধরম যত
আমার কাছে তুই কি দেখবি, শিখবি?"

অথবা,

"জানে না যে ছেলের সোহাগ সে কেন মা হতে আসে?
কেন সে প্রসব করে, পরে যে স্ব-করে নাশে।"

কখন আবার কোন্দল ছেড়ে মায়ের পা দুখানি নিয়ে টানাটানি।—

"যতনে তারিণী-পদ হৃদয়ে রেখ
আর, 'তার মা তারিণী' বলে বদনে সঘনে ডেক॥"

কখন তার চেয়ে আরও একটু বেশী,—

"তব নাম নিয়া যদি নয়নে না বহে নীর, হৃদয়ে না জাগে প্রেমানন্দ
পুলকে পুরিত যদি, নাহি হয় কলেবর, রসনা না পিয়ে মকরন্দ॥"

পিতার কাছ থেকে সাধু হবার অনুমতি পাওয়ামাত্র কালিদাস চন্দ্রনাথ তীর্থে এসে পৌছালেন। সন্ন্যাসিমণ্ডলে সংবাদ দিতে ওঙ্কারনাথ মণ্ডলীর গুরুমহারাজ শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ সরস্বতীজী পঞ্চাশজন সন্ন্যাসীসহ এসে উপস্থিত হলেন এবং বিধিমতে কালিদাসকে অবধূত আশ্রম প্রদান করলেন। ১৩০৪ সালের (ইং ১৮৯৭ খৃঃ) ১০ই শ্রাবন কালিদাস চন্দ্রনাথ তীর্থে কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করেন।

কালিদাসের "ভুলুয়া বাবা" নাম কখন থেকে প্রচারিত হতে থাকে সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা বলা কঠিন, তবে অনুমান করা যেতে পারে এ নাম তাঁর অবধূত আশ্রম গ্রহণের পরে। যাই হোক, "আমার নাম শ্রীকালিদাস"-এর মত "ভুলুয়া" নামের সাথেও বিশেষভাবে যুক্ত হয়ে তাঁর একটি উচ্ছ্বাসকীর্ত্তন আছে। তার শেষ দুটি লাইন,—

"এবার, বেছে নাম রেখেছিলে মা, 'ভুলুয়া,' তাই সব ভুলে রহিলাম,
সব ভুলিলেও ক্ষোভ না রহিত, তোমায় যদি নাহি ভুলিতাম।"

অবধূত আশ্রম নিয়ে ভুলুয়া বাবা মুক্ত পুরুষের মত আসমুদ্র হিমাচল ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এই পরিভ্রমণের মাঝেই মা কালী নিরাকৃত করলেন অবধূতজীর কর্ম্মক্ষেত্র। তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারশীল সমন্বয়ী দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সমাজের ধর্ম্মান্ধ এবং ধর্ম্মবিমুখ এই উভয় শ্রেণীর উপর। তিনি তাঁর বিশ্ব-জোড়া মাকে সামনে রেখে সমাজ-কলুষনাশ চেষ্টায় দণ্ডায়মান হলেন। তখন বাংলা এবং আসামের বহুস্থানে ধর্ম্মসভা হত। বহুস্থানে আহূত হয়ে এই শক্তিমান সাধক ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগলেন। তাঁর 'ধর্ম ও অর্থ' 'ধর্ম ও কর্ম' 'ধর্ম ও ভাগবত' নামে ত্রিরত্নস্বরূপ তিনটি বক্তৃতা একত্র সঙ্কলন ও প্রকাশ করে তৎকালীন 'মেদিনীপুর হিতৈষী'—সম্পাদক শ্রীমন্মথনাথ নাগ মহাশয় বাঙ্গালীর অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। তৎকালানুযায়ী বক্তৃতার প্রধান বিষয় থাকত "নানা নামে উপাসনা করলেও হিন্দুজাতি একই পরমেশ্বরের উপাসনা করে" এবং শেষদিনের বক্তৃতার বিষয় থাকত,—"হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতা—সাহা প্রভৃতি জাতির জলচল।" এই শেষদিনের বক্তৃতার জন্য ভুলুয়া বাবাকে বহুস্থানে নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আজ শিক্ষিত-সমাজ যে অস্পৃশ্যতা দূর করতে বদ্ধপরিকর, এই মহাত্মা প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে তার বিরুদ্ধে অতি যুক্তিযুক্ত ভাষায় আন্দোলন করেছিলেন।

ভ্রমণ-সময়ে ভুলুয়া বাবা মুসলমানের মসজিদে এবং খৃষ্টানগণের গির্জ্জায় সভক্তি প্রণাম করতেন, বলতেন, "মসজিদে আমার গোবিন্দকেই 'আল্লা' বলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাসনা করে। গির্জ্জায় যিনি পতিতপাবন যীশু, তিনিই ত আমার ক্ষমার সিন্ধু নিতাই। অথবা, একা সেই আদ্যাশক্তিই অনন্তমূর্ত্তি ধরে অনন্ত দেশে অনন্ত ভাষায় পরিপুজিতা।" সাধকের এই সমদর্শিতার আচরণে মুগ্ধ হয়ে চুঁচুঁড়ার য়ুরোপীয় ধর্ম্মযাজক ডব্লিউ, ব্রুক্স সাহেব ভুলুয়া বাবাকে একখানি ইংরাজি ধর্ম্মপুস্তক উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। আর একবার উত্তর-পুর্ব্ব ভারতের কুকীর অঞ্চল পরিভ্রমণ করে অবধূতজী রঘুনন্দন পর্ব্বতশ্রেণীর সানুদেশে উপস্থিত হন। পরিচয় পেয়ে সেখানকার জমিদার নবাব আলি আমজাদ সাহেব সসম্মানে ভুলুয়া বাবাকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করেন। এই সমদর্শিতার আচরণ লক্ষ্য করে স্বভাবতই মনে হয় অবধূত ভুলুয়া বাবা অবধূত যাদবানন্দের সুযোগ্য উত্তর সাধক ছিলেন। যাদবানন্দ সম্বন্ধে গোরাচাঁদ গোস্বামীর 'সংকীর্ত্তন বন্দনায়' আছে,—

"শাক্ত কি বৈষ্ণব, তাহা নারিল জানিতে।
গৃহস্থ কি সন্ন্যাসী তা নারিল বুঝিতে।
সংসারী হইল, কিন্তু সংসার না করে।
অন্তরে বৈষ্ণব, শাক্তের পরিচ্ছদ পরে।
কিবা তত্ত্ব-জ্ঞান!—শাক্ত, বৈষ্ণব, অজন।
যে যায় সম্মুখে, মুখে গায় কৃষ্ণগুণ॥
মামুদী ফকির আইল, সেহ বলে হরি।
দেবা কি মানবা ঠাকুর বুঝিতে না পারি॥
কালীমন্দিরে করে বাস, গায় কৃষ্ণনাম
ভুষণার অঞ্চল হইল তীর্থধাম॥"

বৈষ্ণবাচারী শাক্ত অবধূত ভুলুয়া বাবার গৃহেও কালীপুজায় বলি ছিল না। তিনি প্রয়োজনানুসারে আমিষ ও নিরামিষ উভয়বিধ আহারেই অভ্যস্ত ছিলেন। আবশ্যকমতে স্ব-পক্ক আহার্য্য গ্রহণ করতেন। গলায় এককালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রুদ্রাক্ষ এবং তুলসী ধারণ করতেন। এমন বিপরীত দুই আদর্শকে একই হৃদয়ে সুসমঞ্জস করে নিতে পারার মূলে ছিল তাঁর পিতৃপুরুষ সাধক যাদবানন্দের সাধনাদর্শের ধারা এবং সর্ব্বমূলে ছিল যে সূত্রটি, সেটি হল, শিশুকাল থেকেই ভুলুয়া বাবা অনন্ত ভাষায় অনন্ত নামে পরিপূজিত পরাৎপর পরমেশ্বরকে শিশুর মত নিরভিমান হৃদয়ে ঘরের মায়ের মত ভাবতে, ডাকতে ও নির্ভর করতে শিখেছিলেন। একবার 'মা' বলে ডাক দিয়ে উঠে দাঁড়ালে তাঁর গায়ে ধুলোর মত জড়িয়ে-ওঠা সকল সাংসারিক আপদ নিমেষে দূর হয়ে যেত। তিনি অন্তরে ভূমাসুখ অনুভব করতেন। তখন তাঁর মানসলোকের সমস্তটা জুড়ে বিরাজ করতেন একমাত্র "কালী করুণাময়ী, কালী কলুষ-হরা, কাল-হৃদয়াসীনা কালী।"

কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এই বীর সাধক সর্ব্বাধিক বেদনা বোধ করলেন এক হিন্দুজাতির মধ্যে অগণ্য সম্প্রদায় ও তাদের মধ্যে ধর্ম্ম নিয়ে মল্লযুদ্ধ দেখে। ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুর ধর্ম্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের নামে দুর্নীতি এবং কুসংস্কার লক্ষ্য করে এই সত্যের সাধক কতবার কত কথা বলেছেন। এক জায়গায় উদাত্ত-গম্ভীর-কণ্ঠে এই মহাসাধক বলে উঠেছেন, —"হিন্দুর মধ্যে সকল ভেদ এবং অস্পৃশ্যতা দূর করতে হলে যদি সমগ্র জাতিকে বৈষ্ণব হতে হয় তবে তাই হোক্। চূর্ণীকৃত শিলাখণ্ড একত্রিত হোক্, আবার কঠিন প্রস্তরে পরিণত হোক্। বলীয়ান হোক্। হিন্দুর মধ্যে ঐক্য সখ্যের বন্ধন সুদৃঢ় হোক্।"
আবার বললেন,—

"এখনো যদি উঠবি তোরা শক্তি পূজা ধর।
শক্তিতত্ত্ব অবলম্বি, অবতারের পূজা কর॥
শক্তি পূজতে শক্তিমানের পূজা পরচার,
লোকাতীত শক্তি হলে তার নাম অবতার।
কেন শক্তি ছাড়ি, ব্যক্তি ধরি, লড়াই করিস পরস্পর॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতর তর্ক রাম বড় কি বড় হনুমান
যিনি রুদ্রাবতার হনু, তিনিই প্রভু রাম।
তোরা, হিংসা-নিন্দা ভুলি, এখন, এক পথে হ অগ্রসর।"

এ সম্পর্কে সাধকের সিদ্ধান্তটি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে আর এক জায়গায়,—

"বৃক্ষ এক চিরিয়া অনেক তক্তা করি,
তক্তা দিয়া খাটিয়া, সিন্দুক, বাক্স গড়ি।
ভিন্ন ভিন্ন কার্য-হেতু নাম ভিন্ন ভিন্ন।
মূল বৃক্ষ বিয়োগিলে, কারো নাহি চিহ্ন।
সে প্রকার রাম, কৃষ্ণ, যত দেখ আর,
মাত্র শক্তি-তনু হতে উৎপত্তি সবার।
বাষ্প ঘনীভূত জল তুষার যেমন,
শক্তি ঘনীভূত, তথা স্থাবর জঙ্গম।
শক্তি যাহা লোকাতীত তাহা অবতার,
অবলম্বি অবতার, অর্চ্চনা তাঁহার॥"

তখনকার দিনে ভারতের মূর্ত্তিপুজা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের কটু-কাটব্যে সংক্ষুব্ধ সাধক-কবি তীব্র ভাষায় তার উত্তর দিয়েছেন,—

"শালগ্রাম-চক্র যদি দোকানীয়া পায়,
ক্রয় বিক্রয়ার্থ করে বাটকারা তাঁহায়।
প্রাপ্ত হলে হোটেলিয়া, লঙ্কা তাহে বাটে।
প্রাপ্ত হলে সাধকে অর্চ্চনে তুলি টাটে।
রাধাকৃষ্ণ নির্ব্বিষয়ী বৈরাগীর প্রাণ,
বিস্ময় কি, নিন্দে যদি ভোগান্দ খৃষ্টান।"

এদিকে শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী গ্রন্থ পড়ে ভক্ত সমাজ সাধক-কবি ভুলুয়া বাবাকে শাক্ত জগতের এক শক্তিমান সাধক বলে মনে করতে সুরু করেছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন সময়ে প্রকাশিত হল তাঁর পদাবলী শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বৈষ্ণব সমাজে এক আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। সুবিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্য (মথুরা, পাবনা) শ্রীশ্রীব্রজমাধুরীর "কাহে এত চঞ্চলা হওবি শ্রীরাজনন্দিনী' পদটি শ্রবণ করে বলেন, সমগ্র মহাজন পদাবলীর মধ্যে স্বাধীন-ভাবে তুলনা করলে এ রকম পদ অল্পই পাওয়া যায়। পদাবলী শ্রবণে মুগ্ধ ভাগবত শ্মশানদাস বাবাজী ও স্বামী আভীরানন্দ ভুলুয়া বাবাকে কোলে করে চুম্বন করে বলেছিলেন, 'এ মুখ নয়, এ শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণকমলের পবিত্র রজ। সে রজ না হলে কি এ হতে এমন ললিতমধুর লীলাকীর্ত্তন অঙ্কুরিত হতে পারে?" আশ্চর্য্যের বিষয় এই সময় তাঁর আকৃতিতেও শ্রীশ্রীরাধারাণীর এক আশ্চর্য্য কৃপাবিভূতি লক্ষিত হয়। শ্রীবৃন্দাবন থেকে ফিরে সাধক-কবি তখন তাঁর "মৌরীর মা" র (মৌরীগ্রামের কুণ্ডুবাবুদের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান মহা-শয়ের সহধর্ম্মিণী, ভুলুয়া বাবাকে 'গোপাল' বলে ডাকতেন। বাৎসল্যভাবে আজীবন সাধক-কবির সেবা করেছিলেন) গৃহে অবস্থান করছেন। তখন সাধক-কবির মুণ্ডিত মস্তকের উপর ব্রহ্মতালুটি ঠিক মন্দিরের চূড়ার আকারে উপরের দিকে সবে ঠেলে উঠতে সুরু করেছে। সেখানে তখন একদিন বিশ্বরূপ গোস্বামী মহাশয় ভুলুয়া বাবাকে দর্শন করতে এসে বলছেন, "এইবারই আপনাকে ঠিক বৈষ্ণব বাবাজীদের মত দেখতে হয়েছে।"

১৩০৫ সালে কুমিল্লার থিওসফিক্যাল সোসাইটি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ভুলুয়া বাবা মহারাজা রামকৃষ্ণের সাধনভূমি ভবানীপুরে (রাজসাহী) উপস্থিত হন। এখানে তিনি ভবানীপুরের ইতিহাস, শ্রীশ্রীভবানীঠাকুর ও প্রসিদ্ধ সাধক স্বামী হরানন্দ সরস্বতীর ইচ্ছামৃত্যু লিপিবদ্ধ করেন। স্বামী হরানন্দজী ১৩০৭ সালে (১৯০০খৃঃ) আশ্বিন মাসে একপাশে আপন ভৈরবীকে ও অন্য পাশে ভুলুয়া বাবাকে বসিয়ে সহস্র লোকের সম্মুখে সমাধিযোগে শরীর ছেড়ে দিয়ে সাধনোচিত ধামে গমন করেন।

১৩২১ সালে (ইং ১৯১৪ খৃঃ) বৈশাখ মাসে অবধূতজী ঠাকুর হরিদাসের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম সাধনাসন বেনাপোলে উপস্থিত হন। এখানকার পরম ভাগবত ভোলানাথ গোঁসাই (শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়) অবধূতজীর প্রতিভাপূর্ণ মূর্ত্তি দর্শন করে বিমুগ্ধ হন। উভয়ে অকৃত্রিম বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন এবং উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় বেনাপোলের পাটবাড়ীতে ঠাকুর হরিদাসের মন্দির নির্ম্মাণ ও শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। অবধূতজী পাঁচ বৎসরকাল বেনাপোলের উন্নতিকল্পে পরিশ্রম করেছিলেন। এই সময় ভুলুয়া বাবা বৈষ্ণবজগতের মুকুটমণি ঠাকুর হরিদাসের গবেষণামূলক জীবনী রচনা করেন।

১৩২১ সালে (ইং ১৯১৪ খৃঃ) ভাদ্রমাসে সাধক কমলাকান্তের জীবনী সংগ্রহের উদ্দেশে অবধূত ভুলুয়া বাবা বর্দ্ধমানে উপস্থিত হন। পরিচয় পেয়ে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর সসম্মানে একমাসকাল তাঁকে নিজের উইল বাড়ীতে রাখলেন ও সাধক কমলাকান্তের জীবনী সংগ্রহের সমস্ত সুব্যবস্থা করে দিলেন। জীবনী সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হল। লেখা শেষ হলে মহাসমাদরে বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মেলনে তা পঠিত হয়।

১৩২৬ সালে (ইং ১৯১৯ খৃঃ) ভুলুয়া বাবা একজন সাধারণ নিঃসম্বল তীর্থযাত্রীর মত শ্রীশ্রীপশুপতিনাথ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করেন। বাবা পশুপতিনাথের কৃপায় সেখানে ছিলেন তাঁরই পূর্ব্বপরিচিত ও স্নেহভাজন শ্রীশরৎচন্দ্র বসু। শরৎবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন ডাঃ সরলরঞ্জন দাশগুপ্তের সাথে। এই সরলরঞ্জনের মধ্যস্থতায় অবিলম্বে ভুলুয়া বাবা নেপালের প্রধান সেনাপতি রুদ্র সামসের জঙ্গ বাহাদুরের দরবারে নিমন্ত্রিত হলেন। সেনাপতি এক ঘণ্টাকাল বাগ্মীবীর ভুলুয়া বাবার মুখে শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী-তত্ত্ব শুনলেন এবং তারই ফলে নেপালরাজের সম্মানিত অতিথি হিসাবে ভুলুয়া বাবা সমগ্র নেপাল ঘুরে দেখবার জন্য প্রায় একমাস কাল নেপালে অবস্থান করেন। এখানে থেকে পুণ্যভূমি নেপালের ইতিহাস এবং শ্রীশ্রীপশুপতিনাথ প্রভৃতি ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখলেন অবধূতজী। তারপর একদিন রাজ-অতিথিরূপে তাঞ্জামে চড়ে সেই পথ দিয়েই ফিরে এলেন, যে পথে মাত্র এক মাস পূর্ব্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষুৎপিপাসা-কাতর নিঃসম্বল তীর্থযাত্রীর মত বাবা পশুপতিনাথ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তিনি ছুটেছিলেন।

কিন্তু ভুলুয়া বাবা জীবনের বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে রাজসম্মান নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন সত্যের আলোকবর্ত্তিকা-হাতে ধর্ম্মের নামে সমাজে দুর্নীতি ও গোঁড়ামির অন্ধনিকেতনের শেষ অন্ধকার কোণাটিতে পৌছাতে। তাই বৃহত্তর জাতীয় ফাটল অনুসরণ করতে করতে তিনি সামাজিক, পারিবারিক সমস্যার ভিতর দিয়ে এসে পৌছালেন একেবারে ব্যক্তিগত চিত্তক্ষেত্রের অন্ধ-অচলায়তনে। কারণ ব্যক্তি নিয়েই ত সমষ্টি, সমাজ. জাতি। প্রতিটি মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে নীতিবোধ। প্রাথমিক নীতি-সাধনের পরীক্ষা পাশ না করতে পারলে সাধনভজনের দুরূহ দায়িত্ব সে পালন করতেই পারবে না। আগে মানুষ হতে হবে, তারপর সাধু হবার প্রশ্ন। এখানে দাঁড়িয়ে সাধক সোজা সোজা নীতিকথাগুলো প্রাণস্পর্শী করে বলতে লাগলেন,—

'শত্রুর পাদুকা বহি কার ভাই যায় ?
যার ভাই ভাই ছাড়ে পরপ্রত্যাশায়।
বিনা দণ্ডে কোন প্রাণী দংশে ধরাতলে ?
পর-কর্ণে যাহারা পরের কথা বলে।
কোন্ স্নেহময় পিতা শত্রুসম হয় ?
সন্তান-সুশিক্ষা তরে উদ্যোগী যে নয়।
এ সংসারে সুযোগের দস্যু কোন জন ?
বিবাহে শ্বশুর-গৃহ যে করে লুণ্ঠন।
কোন প্রাণী দেহে বর্ত্তে দুই মলদ্বার ?
এক মুখে দুই কথা অভ্যাস যাহার।"

(শ্রীশ্রীকালীকুণ্ডলিনী হইতে)

বাইরের কর্ম্মক্ষেত্রে সাধক যখন এমনভাবে নিযুক্ত, তখন তাঁর পারিবারিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনের চিত্রটি একবার দেখা যাক। সুদূর পল্লীগ্রামে ঘোষপুরে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে দ্বিতীয়া পত্নী কিরণময়ী দেবী অন্যান্য পরিজনদের সাথে এক খড়ো চালায় বাস করছেন। বিদেশস্থ পরিব্রাজক স্বামীর সংবাদ কিরণময়ীর কাছে ডাকযোগে কখন এসে পৌছায় কখন পৌছায় না। শেষে ছমাস ছমাস পর নিতান্ত দু-চার দিনের জন্য এসে উপস্থিত হন স্বামী। কিরণময়ীর অন্তরে তখন যুগপৎ জেগে ওঠে সাধারণ আর পাঁচজনের মত নিজের স্বামীকে কাছে না পাওয়ার জন্য দুর্জ্জয় অভিমান আর সাক্ষাৎ শিবের মত দুর্লভ পতির পত্নী হতে পারার অতুলনীয় আনন্দ। স্বগৃহে এই কয়েকটা দিন সাধক-কবি কাটাতেন একজন সুনিপুণ নিরলস গৃহস্থের মত। এক বিন্দু বিশ্রাম নেই,—ডোবাপুকুরের ঘাট বাঁধেন, গরুর জাবনা কাটেন, বাগান কুপিয়ে শস্যাদির বীজ ছড়ান আর অনলস লেখনীতে অক্লান্তভাবে লিখে চলেন ব্রহ্মময়ী মায়ের লীলাতত্ত্ব। কাজের ফাঁকে বিশ্রাম নিতে গিয়ে বসেন বাগানে আম-কাঁঠালের ছায়ায় একখানা জলচৌকি পেতে। বসে গান ধরেন,—

"ঐ দুখ মনে রল গো মা।
মহাবিদ্যা মা থাকিতে অবিদ্যা আমার গেল না।
মুক্তিরূপা হও মা তুমি, আমি সই বন্ধন যাতনা।
কেন হাতের খড়্গে বন্ধন কাটি আমায় মুক্ত করিলে না॥

গান শুনে কৌতূহলের বশে রাস্তার অচেনা পথিক এগিয়ে এসে দাঁড়ায়। এগিয়ে আসে মাঠের রাখাল ছেলেরা। গান শুনে তারা বুঝতে পারে তাদের "সন্ন্যেসীঠাকুর" বিদেশ থেকে বাড়ী ফিরেছেন। মাঝে মাঝে চলে যান মাইলখানেক দূরে বাজারখোলা ধোবাঘাটায়। সেখানে সাহাড়িদের মাতিয়ে তোলেন হরিসংকীর্ত্তনে। তাদের নিয়ে রাজপথের উপর দিয়ে স্বয়ং উদ্দাম নাচ নেচে গৌরাঙ্গসঙ্গীত কীর্ত্তন করেন; শেষে তাদের নিয়ে মহোৎসব করে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এমনি অবস্থার মধ্যেই এই গৃহস্থ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কের কাছে এসে পৌছায় সুদূরের আহ্বান। অমনি সাধক নিজের মুণ্ডিত-মস্তকে জড়িয়ে ফেলেন পাগড়ী, গায়ে পরলেন গৈরিক আলখেল্লাটি, পায়ে—ক্যাম্বিসের জুতাজোড়াটি; আর কাঁধে ফেললেন একটি বা দুটি পাণ্ডা-থলে,-তার মধ্যে থাকে এক জোড়া করতাল, পরিধেয় বস্ত্রাদি, লেখাপড়া ও স্ব-পাকে রান্নার সরঞ্জাম। হাতে একখানি লাঠি। 'জয় মা করুণাময়ী' বলে যাত্রা করলেন হয়ত সুদূর অমরনাথ, কি বৈদ্যনাথে,নয়ত কোন ধর্ম্মসভায়, কিংবা কোন বিপন্ন ভক্তের আকুল আহ্বানে। আর, বেরিয়ে যখন একবার পড়তেন তখন আর পিছন ফিরে তাকাতেন না। ত্রিরাত্রি বাস করে তীর্থযাত্রী যেমন ধর্ম্মশালাকে পিছনে ফেলে চলে যায়, মোহের সংসারের সাথে সারাটা জীবন ভুলুয়া বাবার সম্পর্কটিও ছিল ঠিক তেমনি। গৃহস্থ হয়েও সন্ন্যাসীর মত ভ্রমণশীল স্বামীকে নিয়ে নিঃসন্তান সরোজিনীর মত কিরণময়ীর মনেও বড় কম দুঃখ ছিল না, তবে কিরণময়ীর ক্ষেত্রে এ ক্লেশ তবু সহনীয় হয়েছিল তাঁর তিনটি শিশুপুত্রের মুখ চেয়ে।

উপার্জ্জনশীল ভ্রাতা ভুবনমোহনের অকালমৃত্যুতে বৃহৎ সংসার প্রতিপালনের দায়িত্ব এসে পড়ল সাধক-কবির উপর। কিন্তু অর্থচেষ্টায় ইষ্টের পথ পরিত্যাগ করে দাসত্বের পদ বরণ করা এখন আর তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অবসন্ন অন্তরে সাধক গাইলেন,—

"আমার বল তুমি মা, ভরসা তুমি মা, তোমা বই আর কিছু জানিনে।
তোমা ভিন্ন ভবে কবে কি সম্ভবে জেনে তাই আর অন্য ভাবিনে॥"

শরণাগত ভক্তের আর্ত্তি ভগবান সহ্য করেন না। এই সময় এক ঘটনা ঘটে। সাধক-কবির একখণ্ড শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী পাবনার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীচুনীলাল মুখোপাধ্যায়ের হাতে পড়ে। তিনি বইখানি পড়ে এতদূর অভিভূত হন যে, অবিলম্বে তিনি ভুলুয়া বাবার সুদূর পল্লী আবাসে তাঁর পারিবারিক জীবন ও আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান করতে ছদ্মবেশে এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিলেন। ঘোষপুরে তৃণকুটীরে কিরণময়ী তখন তিনটি অপোগণ্ড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিশুকে নিয়ে কালযাপন করছেন। সাধক-কবির পৈত্রিক সামান্য জমিজমা থেকে অতি কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। ছদ্মবেশী দূতের মুখে সমস্ত শুনে অচিরে চুনীবাবু সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয়ে সাধক-কবির পল্লী-গৃহ উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করে দিলেন এবং সেই সঙ্গে সপরিবারে ভুলুয়া বাবাকে আরামবাগে নিজের সরকারী বাংলোয় এনে মাসাধিককাল রেখে সেবা করে পরিতৃপ্ত হন। এর কিছুদিন পর ১৩৩৮ সালে (ইং ১৯৩১ খৃঃ) ২০শে আশ্বিন বুধবার একাদশী তিথিতে বেলা দুটো কুড়ি মিনিটের সময় কিরণময়ী দেবী চুঁচুড়ানিবাসী ভক্ত শ্রীভগবতীচরণ পালের গৃহে পরলোকগমন করেন। মহাযাত্রার পূর্ব্বে তিনি সজ্ঞানে স্বাভাবিক অবস্থায় নিজ হাতে চুল বেঁধে সিঁদুর পরিধান করেন।

সহধর্ম্মিণী ও একে একে সবগুলি সহোদর হারিয়ে বৃদ্ধ বয়সে সাধক-কবি সংসার-সাগরের এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আবর্ত্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলেন। বিধবা ভ্রাতৃবধূগণ ও অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি পরিবৃত বৃহৎ সংসারের ব্যয় প্রচুর অথচ সামান্য পৈত্রিক জমিজমা ও শিষ্যভক্তের অনিশ্চিত প্রণামীর টাকা ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট আয় কিছু নাই। এদিকে গৃহস্থ-সাধক তিনি,গার্হস্থ্যের দাবী অস্বীকার করে ত কোনদিনই তাঁর সাধনা নয়। তাঁর ধ্যানের দৃষ্টিতে সংসার, সন্তান-সন্ততি যে মায়েরই মঙ্গলারতির মঙ্গল-যন্ত্র। তাই ত তিনি বাড়ীর ছেলেদের নাম রেখেছেন শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, মৃদঙ্গ। কিন্তু গৃহস্থের সঞ্চয় ত তাঁর কিছু নেই। তার সঞ্চয়ের ঝুলিতে আছে একমাত্র মাতৃ-শরণাগতি। বোধকরি এই জন্যই কালীর কৃপাও কালিদাসের সঙ্গে সঙ্গেই ছিল চিরদিন। শরণাগত সন্তানের উপর মা কালী দায়িত্বের বোঝাও যেমন চাপিয়েছেন, বোঝার বাহকও পাঠিয়ে দিয়েছেন।

চারিপাশে শুধু বৃহৎ পরিবারের নিরন্তর 'চাই-'চাই' 'দাও-দাও' রব। সাধক পূর্ব্বের মতই মায়ের পানে তাকিয়ে আছেন। অভাবের চরম মুহূর্ত্তে একদিন সহসা স্বপ্নাদেশে অনুপ্রাণিত হয়ে সম্ভ্রান্তবংশীয়া সঙ্গতিপন্না এক মহিলাভক্ত এসে আশ্রয় চাইলেন সাধক-কবির কাছে। তিনি হোমাগ্নি স্পর্শ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে অবধূতজীর কাছে "সমাধান যোগ" গ্রহণ করেন ও চিরসেবিকার অধিকার প্রার্থনা করেন। সুদীর্ঘ জীবনে সাধক-কবির সঙ্কট-সময়ে বহুবার, বহু বিস্ময়কর বিভূতি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সাধকের জীবন-সন্ধ্যায় এ-হেন বিপন্ন অবস্থায় বিশ্বজননীর অভয় হস্তের প্রতীকতুল্য এই মহিলাভক্তের আবির্ভাবে ভক্ত সমাজের অনেকেই বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়েন। কেউ কেউ এই মহিলাভক্তটির সহসা এরূপ সেবাধিকার-লাভে কিছু সঙ্কুচিতও হয়ে পড়েন। কিন্তু অচিরেই সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব রাত্রির কুয়াশার মত অন্তর্হিত হয়ে যায়। দিনে-দিনে এই মহিলাভক্তটির অতুলনীয় ত্যাগ, সেবা, দীনতা ও আত্মাহুতির মহিমা দর্শন করে অনেকেই উচ্ছ্বসিত ভাষায় মহাত্মাকে বলতে সুরু করেন, সারাজীবন 'মা-মা' করেছেন তাই আজ মা নিজেই এসেছেন বৃদ্ধ সন্তানের সেবা করতে। এঁ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছিল যেদিন এই মহিয়সী মহিলা মহাপুরুষের শেষ শয্যায় আপন অঞ্জলি ভরে সাধকের মলমূত্র পরিষ্কারে নিযুক্তা ছিলেন। কিন্তু ভক্ত কখন বিভূতি বলে স্বীকার করেন না, বলেন, মায়ের কৃপা। তাই সাধক-কবিও এই শক্তিমতী মহিলাভক্তটিকে মা কালীর প্রেরিত কৃপা-কিঙ্করী বলে বুঝতে পেরে তাকে যথোচিত সম্মানদান করেছিলেন। বলা বাহুল্য এঁরই অর্থানুকূল্যে সাধক জীবনের শেষ দুই বৎসর বৃহৎ পরিবারের ব্যয়-নির্ব্বাহের দুশ্চিন্তায় মুক্ত ছিলেন।

অবধূত ভুলুয়া বাবার মন্ত্রশিষ্যের সংখ্যা অল্পই। ভক্তের সংখ্যাই ছিল বেশী। অন্য গুরুর কাছে দীক্ষিত ব্যক্তিও হৃদয়গ্রাহী শিক্ষালাভের আশায় তাঁর আসনের চারপাশে এসে ভিড় করেছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অবধূত ভুলুয়া বাবা ছিলেন- লোক-শিক্ষক, শিক্ষা-গুরু। সাধনার অনুকূল করে মানুষের চিত্তচরিত্র গঠনের কাজটিকেই তিনি সর্ব্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। দীক্ষা ত বীজবপন মাত্র। জমি উর্ব্বরা হলে মাটিতে পড়ামাত্র বীজ লকলকিয়ে বেড়ে উঠে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হবে। তাই মানুষের চিত্তভূমিকে উর্ব্বরা করে তোলাই সুকঠিন এবং সর্ব্বপ্রধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজ। এইদিকে অবধূত ভুলুয়া বাবার বিশাল ব্যক্তিত্ব ও সাধন—মহিমার প্রভাব অপরিসীম। ধর্ম্মান্ধ এবং ধর্ম্মবিমুখ এই উভয়বিধ সত্যবঞ্চিত মানুষকে তিনি বার বার সতর্ক করেছেন, একান্ত স্নেহে এক পরিবারভুক্ত মানুষের মত হাত ধরে এগিয়ে নিয়েছেন শিবম্-সুন্দরম্-এর পথে। অনেকক্ষেত্রে ভক্তের সাথে পিতা-পুত্র সম্পর্কের পরিবর্ত্তে দাদা-ভাই সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছেন। এক সাত্ত্বিক পরিবেশের মধ্যে হাস-পরিহাসে, গানে-গল্পে বশীভূত করে ফেলেছেন তার বিষয়-দুষ্ট মনকে এবং এমনি এক অবিচ্ছেদ আনন্দের মধ্য দিয়েই তার অন্তরে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন তার শাশ্বত শান্তিলাভের সুপ্ত বাসনাটিকে। পরকে ঘর করে সেখানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করার এক আশ্চর্য্য শক্তি ছিল এই মহাত্মার। অথচ বিস্ময়ের কথা দীর্ঘদিন পরে স্ব-গ্রামে ফিরে তিনি একটিবারের জন্যও পাড়া-বেড়াতে যান নি। জ্ঞাতি-প্রতিবেশীর সাথে বসে কখনও গ্রাম্যালাপ করতে দেখা যায় নি। তাঁর সমুদ্র-গম্ভীর ব্যক্তিত্ব এবং অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে গ্রাম্যালাপী পরচর্চ্চাপ্রিয় বিষয়ী লোক হেঁটে যেতেও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ত। একবার এরূপ সঙ্কোচবশতঃ তাঁরই গ্রামবাসী এক যুবক ঘরের পিছনের ভাঙ্গা জানলা গলিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়, তবু অবধূতজীর স্থিরধীর উপবিষ্ট মূর্ত্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে সে রাজি হয়নি।

একবার সাধক-কবি কলকাতা আছেন। একদিন এক দুর্বিনীত বাচাল যুবা নিছক কৌতুহলের বসে সাধককে প্রশ্ন করে বসল, 'আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?' ভুলুয়া বাবা তখন প্রাচীন হয়েছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অতি বিনীত মধুর-কণ্ঠে তাকে উত্তর দিলেন, "এবার মা আমায় যেমন থাকতে আদেশ করেছেন, তেমনি আছি বাবা।" বলা বাহুল্য যেন শিক্ষা দেবার উদ্দেশেই সাধকের উত্তর যুবকটির উদ্ধত-দাম্ভিক প্রশ্নের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে নম্র শিষ্টভাবে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ফলে সাধকের বিনীত-মধুর ব্যবহারের মুখোমুখি হ'য়ে বসে থাকা যুবাটির পক্ষে অসম্ভব হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠল এবং তদ্দণ্ডেই সে কতকটা লজ্জিত ও হতবুদ্ধি হয়ে অবধূতজীর সম্মুখ থেকে সরে পড়ল।

কিন্তু ধীর মনে ভেবে দেখলে একটি বিষয় কম বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। অবধূতজীর আসনের চারপাশে লুব্ধ মধুকরের মত সারাজীবন ভক্তেরা শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাঁকে সেবা করেছেন, তাঁর অন্তর্দ্ধানে ভক্তদের আনন্দের হাট ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু এই মহাত্মার জীবদ্দশায় বৈধী সাধন থেকে স্বতন্ত্র তাঁর এই রাগাশ্রয়ী সহজিয়া সাধন ও তার সার্থক পরিণতিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবার অবকাশ ভক্তদের কারো হল না—যেন মুগ্ধ মধুপেরা ফুলের মধু খেয়েই মাতোয়ারা, তাদের আর কোনদিনই সময় হল না ফুলকে প্রশ্ন করবার যে, হে সুন্দর ফুল, তুমি কে, কি তোমার পরিচয় ?

অপরপক্ষে অবধূত ভুলুয়া বাবার দীর্ঘ জীবনে ভক্তজনের মনে এ সব প্রশ্ন না-ওঠার মাঝেই রয়েছে তাঁর সাধন জীবনের অপার মহিমা। সে মহিমা অর্থে, তাঁর বিশ্বজোড়া অকৃত্রিম মন-ভোলান প্রাণ-মাতান ভালবাসার আলিঙ্গন। যাঁদেরই এই গৈরিকবাস পরিহিত বিশালদেহ সন্ন্যাসীর আলিঙ্গনের মধ্যে ধরা পড়ে জীবনে একটিবারও তাঁর বিশাল বুকের তলাকার হৃদ-স্পন্দন স্ব-হৃদয়ে অনুভব করবার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরাই বিশেষভাবে জানেন এই ভালবাসার আলিঙ্গনের কি স্নিগ্ধতাই না ছিল! অবধূত ভুলুয়া বাবার জীবনী সঙ্কলিত হচ্ছে শুনে তাঁর পরিচিত এক ব্যক্তি আমায় বলেছিলেন, 'তাঁর আর কিছু বুঝবার শক্তি আমার নেই, শুধু বুঝি তাঁর ভালবাসা। জীবন্ত ভালবাসা দিয়ে গড়া ছিলেন তিনি।" আশ্রিতের প্রতি তাঁর এই ভালবাসার দায়িত্ববোধ যে কতখানি ছিল, তার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায় তাঁর "মন রে, গুরু হওয়া মুখের কথা নয়" গানটিতে।

বস্তুতঃ এই ভজন-নিষ্ঠ গৃহস্থ-সাধক কোথাও নিজ ঈশ্বরানুভূতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন নাই। তবু রাগভক্তিতে কানায় কানায় ভরা সন্তানের সাথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপনে গোপনে জগজ্জননীর অসংখ্য লীলাখেলার একটু-আধটু তাঁর ডায়রীর পাতায় কোথাও কোথাও উপচে পড়ার মত পড়েছে।

১২৯৩ সালের (ইং ১৮৮৬ খৃঃ) ফাল্গুন মাসের ঘটনা। কালিদাস গেছেন কামাখ্যায়। সঙ্গে সতীশ নামে আর এক বন্ধু। পাণ্ডা হয়েছেন দুজন—যোগেশ্বর এবং রজতচন্দ্র। সৌভাগ্যকুণ্ডের কিছু উপরে রজতচন্দ্রের বাড়ীর নীচে একখানা নির্জ্জন খড়ের ঘরে দুজনে থাকেন। নির্জ্জনে বসে কালিদাস খুব গান করেন আর সতীশ শোনেন। গানের মধ্যে কোন সুর নাই, কোন তাল নাই, এমন কি কোন নির্দ্দিষ্ট পদও নাই। মাত্র একই ভাবের গান,—'মা, একবার দেখা দাও, দেখা দাও।' এর পরবর্ত্তী ঘটনা সাধকের স্ব-হস্তে লেখা ডায়রীর পাতা থেকে উদ্ধৃত করলাম।

"একদিন দুপুরে আহারাদির পর দুজনে ঘরের মধ্যে শুয়ে গড়াগড়ি করছি। চোখে কারো ঘুম নাই। সহসা চৌদ্দ পনের বছরের একটি পরমাসুন্দরী কুলবধূ এল। ময়লা একখানা লালপেড়ে শাড়ী পরা। কিন্তু যখন এল আমাদের ঘরখানা যেন একটা আলোকে উদ্ভাসিত হল। আমি তার আধা-বগুণ্ঠনে আধা-ঢাকা মুখের দিকে বিস্ময়ে চেয়ে থাকলাম। সতীশ তাতে সঙ্কোচ-বোধ করতে লাগল। সে যদিও মুখ অন্যদিকে ঘুরাল, তবুও ফিরে ফিরে দু-একবার দেখতে লাগল, এবং আমাকে ইসারায় বউটির দিকে তাকাতে নিষেধ করতে লাগল। আমার কোন সঙ্কোচ নাই। সতীশ দূরে, আমি তার নিকটে। আমি বললাম, "কি মা? বউটি অধরে একটু মধুর হাসি দিয়ে বলল, 'একখানা কাপড় দাও।'

'আমি—মা, আজ ত কাপড় নেই, কাল এসো, কাপড় দেব। কি অপরূপ রূপ! কি তার মাথার চুল!—আর কি তার গঠন! মনে হল যে, মা দুর্গা দশ হাতের আটখানা ফেলে দিয়ে, দু হাত নিয়ে একটি বালিকা বেশে সম্মুখে দাঁড়ানো। যেন সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার ফেলে দিয়ে, তার মণিমাণিক্যখচিত রাঙ্কব বসন ত্যাগ করে একখানা ময়লা বসন পরে সম্মুখে উপস্থিত। যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর অসুর-সিংহে স্থাপিত পা দুখানি মাটির উপরে। মনে হল মাকে একবার মাথায় তুলি। আমি হাত বাড়ালাম। মা অমনি আমার কোলের মধ্যে এসে পড়ল। হতবুদ্ধি হলাম। বললাম, 'মা, কাল এসো কাপড় দেবো। মা চলে গেল।

"আমরা সেই দিনই যোগেশ্বরকে একখানা ভাল গরদের শাড়ী ও একটা রূপার কৌটার জন্য, একখান সিন্দুরের জন্য কুড়ি টাকা দিলাম। পরদিন প্রাতে কাপড় এল। আমরা আহারাদি নামতঃ শেষ করে মার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। মা ঠিক দুটোর সময় অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে আমাদের গৃহে উপস্থিত হল। মাকে কাপড় দিলাম, পরতে বললাম। মা বলল, পরিয়ে দেও। আমি নিজে কাপড় পরিয়ে দিলাম। সতীশ লজ্জায় চক্ষু মুদ্রিত করে শুয়ে থাকল। মার রূপে আমাদের ক্ষুদ্রগৃহ উদ্ভাসিত হল। কাপড় পরে মা চলে গেল। পুরাতন কাপড়খানা ফেলে যাচ্ছিল, আমি তুলে দিলাম। মা বগলে করে নিয়ে গেল।

"তখন পদ্ধতি ছিল, যজমানেরা যত কাপড় দিত, সব বাক্সে আবদ্ধ থাকত, মাস কাবারে ভাগ হত। কিন্তু আমাদের দেওয়া কাপড় কে নিল তার খোঁজ নাই। রজত পাণ্ডা যোগেশ্বর পাণ্ডার মধ্যে প্রথমে কলহ বাধল। কার বাড়ীর মেয়ে কাপড় নিল? তারপরে অন্যান্য পাণ্ডাদের মধ্যে সে কলহ উত্থিত হল। কলহের অন্তে ঠিক হল, আর কাপড় জমা রাখার প্রয়োজন নাই। বাক্সে যে সব কাপড় আছে, খুলে ভাগ করে লওয়া হোক্। বাক্স খোলা হল। খুলতেই দেখা গেল আমাদের দেওয়া কাপড় বাক্সের সমস্ত কাপড়ের উপরে আছে। তখন সকলের বিস্ময়ের অবধি থাকল না। আমরাও হতবুদ্ধি হলাম। যদি আগে কিছু বুঝতে পারতাম তা হলে, তার পা দুখানি বুকে ধরে কৃতার্থ হতাম। আর বলতাম, মা, কাপড়ের কাঙ্গালিনী মা,—থাক, এই দীনহীন তোমাকে মাথায় করে রাখবে,—আর যত কাপড় চাও, দেবে। মা একবার দেখা দিল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধন্য কালিদাস! মাতৃহারা হয়ে ওঙ্কারনাথ মণ্ডলীর সন্ন্যাসিগণের সাথে তিনি মাত্র আঠার বৎসর বয়সে জীবনে প্রথম এই শক্তিতীর্থ কামাখ্যাতেই এসে পৌঁছেছিলেন। এখানেই তিনি 'কালী কে' এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সর্ব্বপ্রথম নিজ আচার্য্য-জীবনের উদ্বোধন করেছিলেন আর আজ মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে সেই কামাখ্যাতেই তিনি তাঁর আরাধ্যা "কামাখ্যা বরদা দেবী নীল পর্ব্বতবাসিনী"র বরে সেই শ্রীঅঙ্গে স্বহস্তে গরদের বস্ত্র পরিয়ে দিলেন।

সাধকের বর্ণনা থেকে অনুমান করি, এই বোধ হয় প্রথম তাঁর মাতৃ-সান্নিধ্যলাভ। পরবর্ত্তী কালের আর একটী দর্শনের রোমাঞ্চকর চিত্রের সন্ধান পাই সাধক-কবির রচিত শ্রীশ্রীব্রজমাধুরীর 'রসানুভব' পর্ব্বে। ঋতুরাজ বসন্তকাল। প্রাতঃস্নানান্তে উপাসনা সাজ পরে সাধক প্রবেশ করেছেন কালী-মন্দিরে। তার পরের অংশ সাধকের শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী থেকেই উদ্ধৃত করছি,—

"জননী-মন্দিরে প্রবেশি দেখিনু
কহিতে না মানি বাধা।
শ্যামা হল শ্যাম, চরণের শিব
উঠিয়া হইল রাধা।
রূপের ঠমকে, মণ্ডপ ঝলকে,
চমকে সরব অঙ্গ।
সহিতে না পারি, কি বলি, কি করি,
কাহাকে দেখাব রঙ্গ।
কর জোড় করি কহিনু, 'শঙ্করি!
অধম সন্তান আমি;
কোন্ অপরাধে, ছলনা করিতে
এরূপ ধরিলে তুমি?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কহিল শঙ্করী হাসি,—

"ভাবুক ভকতে রসে ডুবাইতে,
এইরূপে আমি আসি।"

মা তাঁর আনন্দ-চিন্ময় রসের আরো নানা তত্ত্ব 'সন্তান'কে বুঝিয়ে দিয়ে পরে বললেন,—

"মোর রসময়, যুগল মূরতি
রসে নিমগহ তুমি।"
ভুলুয়া নিবেদে, "কি কহ না বুঝি,
দুধের ছাওয়াল আমি।"
মা ফিরে কহিল আমারে,
"আমি সে বরজ— যুবক-যুবতী
বিপুল গোকুল মাঝারে।
আমি সে কিশোর, আমি সে কিশোরী,
আমি সে পিরীতি-সার।
আমি সে মিলন আমি সে বিরহ
মানের কলহ আর;
"আমিই নবীন নটবর গোরা
নদীয়া হইতে উঠি,
বরজ-মাধুরী— করি পরকাশ,
প্রেমের প্রবাহে ছুটি।"

এমনি করে নানাভাবে মহারাসের বর্ণনা দিয়ে শেষে শঙ্করী বলছেন,—

"রসের মন্দিরে আনন্দ অন্তরে
পরবেশ কর তুমি!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুলুয়া ভনয়ে, "যা বল, তা বল,
মা বিনা মানি না আমি।"

"মাধব-মূরতিধারিণী তারিণী" কিন্তু ছাড়লেন না 'সন্তান' কে।

"মাধব-মূরতি— ধারিণী তারিণী
আবার কহিল হাসিয়া,—
"মাতৃভাবে যার তন্ময় চিত
কামাদি যায় সে ভুলিয়া।
এমনি স্বভাব পায়,
কামিনী দেখিলে জননী ভাবিয়া,
নতশির হয় পায়।
(শেষে) চিত্ত করিয়া স্থির,
রসিক প্রেমিক হইয়া সে বসে
ইন্দ্রিয়জয়ী বীর।
মহারাস-রস— ময়ী আমি হই,
সেই দেখে আঁখি মুদিয়া,
দেখিয়া সে রসে ডুবু ডুবু হয়,
বোধ বচন ভুলিয়া।"

এ সম্পর্কে শঙ্করীর আরও অনেক কথা আছে। সর্ব্বশেষে মা সাধক সন্তানকে বললেন,—

"রসের নয়ন এই দিনু তোরে,
অনুভব দিনু হৃদয়ে,
দুধের ছাওয়ালে রাস বরণয়ে,
মহীয়ানে বসি শুনয়ে।
বলিয়ে বুঝায়ে তারিণী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংবরি রূপ, হেরিল ভুলুয়া,
হইল যেমন তেমনি ॥"

এ ঘটনা কবে কোন কালী-মন্দিরে ঘটেছিল গ্রন্থের মধ্যে তার উল্লেখ নেই বটে তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শ্রীশ্রীরাধারাণীর এই বর ও আশীর্ব্বাদ লাভের পরই "ভক্তকবিচূড়ামণি" ভুলুয়া বাবা শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী রচনায় উদ্বুদ্ধ হন ও রচনা সমাধা করে বৈষ্ণব জগতের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন হন। মায়ের দর্শনালাভের এ জাতীয় উল্লেখ তাঁর রচনাবলীর মধ্যে আর কোথাও নেই। সে সকল বিষয় যে তিনি সাবধানে বরাবর গোপন করে গেছেন এবং ইষ্ট দর্শন সম্বন্ধে সাধক-কবির এই 'গোপন' যে কি ব্যাপার তার নিদর্শন তাঁরই রচিত একটা গানের মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যথা,—

"অন্তরে যা গোপন আছে তা তুমি জান আর আমি জানি,
আর জানেন শিব দেবাদিদেব যাঁর পদে রেখেছ তুমি।
অভাবপূর্ণ এ সংসারে, অর্থের আশায় সবাই ঘোরে
আমি পেয়েছি এক পরশ পাথর গোপনে রেখেছি আনি ॥
এখন ধনীর মত বেড়াই নেচে, লোকে ভাবে কি পেয়েছে,
কেহ ভেবে কুল না পেয়ে, কেবল করে কানাকানি ॥
মোহমুক্ত মানুষ যারা, কিছু ঠিক পেয়েছে তারা,
তাই ত আমার ঘরের কথা, করি বেড়ায় শুনাশুনি ॥
ভুলুয়া গোপনে বলে, কাজ কি যেয়ে কোলাহলে,
পেয়ছ ধন রেখো গোপন, শ্যামা মায়ের পা দুখানি ॥"

অবধূত ভুলুয়া বাবার চরিত্রে শাক্তোচিত বীরভাব ও বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ও মহানুভবতার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে,স্থানাভাবে এখানে মাত্র দু-একটির উল্লেখ করে এই নিবন্ধের উপসংহারে হাত দেব। পরিভ্রমণ-পথে ভুলুয়া বাবা একবার এক মন্দিরে অতিথি। রাজোচিত অভ্যর্থনা জানিয়ে সাধককে ঘিরে ফেলেছেন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। এদিকে মন্দিরে এক বড় সাধু এসেছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনে স্থানীয় এক দরিদ্র ব্যক্তি তার ক্ষেতের একখণ্ড চুপড়ি আলু সাধু সেবার জন্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সাধু তখন প্রাতঃস্নানে গেছেন। উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ দরিদ্রের হাতে চুপড়ি আলু দেখে একটু অবজ্ঞার ভাবে বললেন, সাধু ওসব খাবেন না। দুঃখিত মনে পথ দিয়ে ফিরে চললেন লোকটী। ভুলুয়া বাবাও সেই পথে প্রাতঃস্নান সেরে কমণ্ডলু হাতে ফিরছেন। সুযোগ বুঝে সাধুকে লোকটি আপন অভিলাষ নিবেদন করলেন। তৎক্ষণাৎ ভুলুয়া বাবা সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে চুপড়ি আলু নিলেন, বললেন, "বাঃ খাসা জিনিষ এনেছ বাবা, কতকাল এ জিনিষ খাইনে, এস এস।' সাধুর এ দৈন্য দেখে গণ্যমান্যেরা ত অবাক। তাঁরা তখন হাত জোড় করে বললেন, 'বাবা, আমাদের কি দোষ, সাধু-মহাত্মাদের সাথে আমাদের ঐখানেই ত পার্থক্য!'

বিদেশে রাজাধিরাজের দরবারে প্রচুর সম্মান লাভ করে ভুলুয়া বাবা স্বগ্রামে ফিরেছেন। প্রতিবেশী দরিদ্র কৃষক ছমদু মিঞা 'সালাম' জানিয়ে সম্মুখে দাঁড়াল। তৎক্ষণাৎ আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে মুসলমান চাষীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন দিয়ে মহাত্মা ভরে দিলেন দরিদ্রের হৃদয়।

একবার ভ্রমণ-পথে সন্ধ্যা হয়-হয়। আশ্রয়ের সন্ধানে ভুলুয়া বাবা ঢুকলেন এক গ্রামে। সেদিন সেখানে হাটবার। পুরুষেরা বাইরে থাকায় মেয়েরা অগ্রণী হয়ে আশ্রয় দিতে এল না। সন্ন্যাসী ফিরে চললেন আপন মনে। গ্রামপ্রান্তে এসে দেখলেন এক গৃহস্থ-বধূ এক কুঠার নিয়ে প্রকাণ্ড এক খণ্ড কাঠ চেলাই করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু চেষ্টা যে পরিমাণ সে করছে ফললাভ তদনুপাতে হচ্ছে না। ব্যাপারটি চোখে পড়ামাত্র "কালির বেটা কালিদাস" সেখানেই নামিয়ে রাখলেন কাঁধের ঝোলা, মাথার পাগড়ি। যিনি স্বচক্ষে দর্শন করেছেন,—

"মাটী মোর প্রতি মাটী; প্রতি মা প্রতিমা।
প্রতি মা লইয়া বিশ্ব, বিশ্বই প্রতিমা।"

মাতৃজাতির এ অবমাননার সম্মুখ দিয়ে পরের মত পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর পক্ষে অসাধ্য। তিনি তৎক্ষণাৎ অবগুণ্ঠিতা কুলবধূকে মাতৃসম্বোধনে কুঠার রেখে সরে দাঁড়াতে বললেন, "সরে দাঁড়াও ত মা, দেখ আমি কি করি।" শৈশবাবধি কাঠ-ফাঁড়া, গরুর ঘাস-কাটা, প্রভৃতি গৃহস্থালি কাজকর্ম্মে কালিদাস ছিলেন অতিশয় দক্ষ। তাঁর একটা গান আছে,—

"সে কি ভক্ত হয়!
যে জন হয় না নিজে অনপেক্ষ, সকল কাজে দক্ষ নয়॥
খাওয়ার যাহার আছে প্রয়োজন,
যদি লাঙ্গল নিয়ে মাঠে যেতে না ওঠে তার মন,
তার ঠাকুর সেবার অন্ন কোথায়, অন্নকষ্ট সব সময়।
সে কি ভক্ত হয়।"

আগে হতে হবে উপযুক্ত দৈহিক ও মানসিক বলের অধিকারী, তারপর অনপেক্ষ হয়ে পা বাড়াবে সাধনমার্গে। এই ছিল সাধক-কবির আদর্শ। বলা বাহুল্য প্রকাণ্ড কাঠখানা কয়েক মিনিটের মধ্যে চিরে ফেলে কুড়ুল রেখে দিলেন ভুলুয়া বাবা। তাঁর তপ্তকাঞ্চন শরীর দিয়ে তখন অবিরল ধারে স্বেদ নির্গত হচ্ছে। এমন সময় হাট সেরে একে একে গ্রামের পুরুষেরা ফিরল সেই পথে। ঘটনা দেখে তাদের সকলের চক্ষু স্থির! সে রাত্রে সে গ্রামে ভুলুয়া বাবার আশ্রয়লাভ ত সামান্য কথা, সমাগত ভক্তদের উদ্দেশে প্রাণভরা হাসি হেসে মহাপুরুষ বলেছিলেন, "বুঝলে বাবারা, সে রাত্রে সে গ্রামে একসঙ্গে আমার দশ বাড়ী নেমন্তন্ন।"

একবার ভুলুয়া বাবা সস্ত্রীক দেওঘর আছেন। হঠাৎ পাণ্ডাদের পল্লীতে আগুন লেগে বহু ঘরবাড়ী ভস্মীভূত হল। স্ত্রীপুত্রসহ পাণ্ডাদের সেই দুরবস্থা দেখে এই গৃহস্থ-সাধকের অন্তর কেঁদেউঠল। তিনি পাণ্ডাদের নিয়ে ভিক্ষায় বার হলেন। করণীবাগের আশ্রমে তখন ব্রহ্মচারী বালানন্দজী অবস্থান করছেন। ভুলুয়া বাবা তাঁর পূর্ব্বপরিচিত। দুঃস্থ পাণ্ডাদের অগ্রণী হয়ে ভুলুয়া বাবা ভিক্ষার্থে এই রাজগুরুদ্বারে এসে হাত পাতলেন। অবধূতজীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরভিমান মূর্ত্তি এবং আচরণ দর্শনে বালানন্দজী তৎক্ষণাৎ প্রসন্নচিত্তে পাণ্ডা-দের আশাতিরিক্ত অর্থসাহায্য করলেন। এ ঘটনার পর পাণ্ডামহলে ভুলুয়া বাবার অসাধারণ প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়। আজ পর্য্যন্ত সে-আমলের জীবিত পাণ্ডাদের সামনে ভুলুয়া বাবার প্রসঙ্গ উঠলে তাঁরা কৃতজ্ঞ-নম্রকণ্ঠে বলেন, "ভুলুয়া বাবা বড়ি দয়াল থে।"

প্রধানতঃ শিষ্যভক্তের প্রণামীর টাকাতেই সাধক-কবির ব্যয় নির্ব্বাহ হত। এ অবস্থায় গুরুদেবের কাছে এসে পৌছাল একখানি পত্র। জনৈক শিষ্যের মেয়ের বিয়ে। বিয়েতে তিনি গুরুদেবকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে আশীর্ব্বাদ চেয়েছেন। গুরু বিচার করে দেখলেন শিষ্য বড় গরীব,তার মেয়ের বিয়েতে শুধু আশীর্ব্বচন জানিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। পাথেয়র ঝুলি ঝেড়ে তখনই একশত টাকা মনিঅর্ডার করে দিলেন। ভাবটি এই, যে, তোমার গুরুদেব আছ তাতে কি, আজ তোমার কন্যাদায়, তুমি আমার কাছে নাও, কাল যখন আমার থাকবে না তুমি আমায় দিও। বলা বাহুল্য গুরু-শিষ্যের মধ্যে আর্থিক দেনা-পাওনার ব্যাপারে এ জাতীয় বাস্তব-দৃষ্টি সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

এ সংসারে এমন শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমনি করে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েই তিনি বিশ্বজননীর অপার করুণার অধিকারী হয়েছিলেন এবং মাতৃপুজায় রাগভক্তির সর্ব্বোত্তম পুরস্কার লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন।

বহুমুখী প্রতিভার আধার অবধূত ভুলুয়া বাবার জীবন আলোচনা করতে করতে একটা কথা বার বার আমার মনে হয়েছে। যদি এই শক্তিমান সাধকের জীবন থেকে ঈশ্বরানুভূতির দিক বাদ দেওয়া যায়, তাহলেও শুধু তাঁর রচনাবলীর জন্যই তিনি বাঙ্গলার সাহিত্য জগতে মহাকবি বলে পুজিত হতে পারতেন। যদি তাঁর কাব্য প্রতিভাকেও তাঁর জীবন থেকে বাদ দেওয়া যায়, সেক্ষেত্রেও তিনি তাঁর-জনকল্যাণকর প্রচেষ্টার জন্য একজন সুবক্তা-সমাজসংস্কারক বলে খ্যাতি-লাভ করতে পারতেন। কিন্তু এই সব খ্যাতি, যশ, মান, শ্যামাপদে নিঃশেষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জলাঞ্জলি দিয়ে জীবন-প্রভাতেই তিনি বিশ্বজননীর দরবারে নিজের নাম লিখিয়ে দিয়েছিলেন 'সন্তান' বলে। তাই একান্ত শরণাগত ভক্তের একমাত্র মায়ের কোল ছাড়া মায়ের কাছে আর কিছুর জন্যই দাবী ছিল না।

গানের খাতায় সাধক-কবি একটি নূতন গান লিখলেন,—

'দিন ত ফুরায়ে গেল তারা
সান্ধ্য গগনে দেখা দিল সান্ধ্য তারা।

প্রভাত ও মধ্যাহ্ন আকাশ স্বমহিমায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করে সাধকের জীবন-সূর্য্য এবার অস্তাচলের পথে এসে দাঁড়াল। জীবনব্যাপী মাতৃ-বন্দনার এখন সায়ংকালীন সন্ধ্যারতি। কোলের ছেলে আবার মায়ের কোলে ফিরে যাবেন।

একটি ভক্ত প্রশ্ন তুললেন. বাবা, আপনার একখানা জীবনী লিখলে বেশ হয়। ভুলুয়া বাবা উত্তর দিলেন, আমার জীবনী কে পড়বে বাবা, শোন তবে আমার গোটাকত গপ্প। বলে, সুরু করে দিলেন তার নিরম্বু উপবাস করে কাঁঠাল ভোজনের গল্প, বাজারে পুজার সন্দেশ কিনতে গিয়ে এক মাইল রাস্তা সে সন্দেশ, সংখ্যায় না কমতে দিয়ে, লেহন করতে করতে বাড়ী ফিরে মায়ের কাছে তিরস্কার,রান্না-করা মাছের মুড়ো পকেটে পুরে দৌড় দিয়ে ঠাকুমার কাছে ধরা পড়ার গল্প ইত্যাদি বাল্যকাল থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত আত্মক্রটির কত কাহিনী বলে গেলেন। বিশ্বজননীর কোলে বসে অকপট-হৃদয়ে আত্মদোষ ব্যাখ্যায় যে কি অপরূপ সুষমা, কি অনুপম মাধুর্য্য, মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঘরময় ভক্তেরা সবাই তা দেখলেন আর সসম্ভ্রমে খুব খানিক প্রাণখোলা হাসি হেসে প্রাণ জুড়ালেন। বলা বাহুল্য এর দ্বারা সে সময় ভক্তেরা নিজ নিজ আত্মানুসন্ধানের একটা প্রেরণাই লাভ করলেন শুধু, জীবনী লেখার কথাটা সেদিন এমনি করেই চাপা পড়ে গেল। বাল্যাবধি সরল অকপট হৃদয়ে মা-ভাবের উপাসনায় তিনি এমন এক সহজ সন্তান ভাবের অধিকারী হয়েছিলেন যে, তাঁর কর্ম্মময় জীবনের ছোট বড় সকল কাজের মধ্যে, গম্ভীর ব্যক্তিত্ব ও বীরোচিত তেজস্বিতার মধ্যেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদাসর্ব্বদা পরিস্ফুট হয়ে উঠত এক আত্মভোলা চঞ্চল শিশুসত্ত্বা। সে সময় অনুভবীর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যেত সাধক-কবির সাধনা ও সিদ্ধির এক সামগ্রিক রূপ। বিশ্বজননীর কোলে বিরাট শিশুর বিচিত্র খেলাধূলো। এই শিশুভাবের আচরণ প্রত্যক্ষ করে বৈধীমার্গের সমর্থকদেরও স্বীকার না করে উপায় ছিল না যে, বিশ্বজননীর দরবারে এ মানুষের সাত খুন মাপ। বলা বাহুল্য এই আপন-ভোলা শিশুভাবের জন্যই বয়সে অনেক কনিষ্ঠা 'মৌরীর মা' তাঁকে আজীবন 'গোপাল' ভাবে সেবা করেছিলেন।

কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিতে এই শিশু-স্বভাব বার্দ্ধক্যে প্রায়ই সাধক-কবির স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে একান্ত অনুপযোগী হয়ে উঠতে লাগল। এখন তিনি বিশ্বজোড়া মায়ের কোলে কায়েম হয়ে বসেছেন। বাংলার ঘরে ঘরে তাঁর কত মা। আর, মা-দের কাছে তাঁর আবদারই বা কত। আহার-বিষয়ে এখনও সদা-সর্ব্বদা শিশুর মত অসতর্ক। আর সেই ছিদ্রপথেই সাধকের ইস্পাতের মত অটুট শরীরে প্রবেশ করল পীড়া। পেটের পীড়ায় মাঝে মাঝেই অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন। মহাপুরুষের পীড়ার জন্য সকলেরই ভাবনা, সুস্থ হয়ে উঠতে মহাপুরুষেরও যেন কতই ইচ্ছা! এদিকে সকলের নিষেধ সত্ত্বেও স্বাধীনভাবে লঘু-গুরু যথেচ্ছ আহার্য্য-গ্রহণে শিশুর মতই তিনি নির্বিকার। এমন অবস্থায় সাধকের পাকস্থলী অচল হয়ে পড়ল। লাঠি-হাতে নিত্যকার প্রাতর্ভ্রমণ বন্ধ হল। অসুস্থ হয়ে শয্যাগ্রহণ করলেন মহাপুরুষ। এই সময় তিনি তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন ভক্তদের অন্যতম শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের (মৌরীর মায়ের পুত্র)কলকাতার বাসায় অবস্থান করছিলেন। সাধক-কবির শেষের অনেকগুলি দিন সস্ত্রীক এই ভক্ত অবিচ্ছেদে মহাত্মার সেবা করেছিলেন।

এই সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ইন্দুবাবুর স্ত্রী বনমালা দেবী তখন তাঁদের কলকাতার বাসায় আসন্ন-প্রসবা। এ অবস্থায় কলকাতার বাসা-বাড়ী নিরাপদ নয় বিবেচনা করে তাঁর শ্বশুরগৃহে আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে গিয়ে থাকবার জন্য শ্বশুর শ্বাশুড়ী এমন কি অবধূতজী স্বয়ং পর্য্যন্ত পরামর্শ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলেন, কিন্তু স্বহস্তে গুরুসেবা (অবধূত ভুলুয়া বাবাকে) করতে করতে বনমালা তখন বললেন, "আমি বিশ্বনাথের কোলে বসে আছি,আমার আবার ভয় কি !" শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশে বনমালার এ বিশ্বাসবাক্যের ফল অচিরেই ফলে গেল। সেই বৎসরে ১৯৩৭ খৃঃ শিবরাত্রিতে ইন্দুবাবুর বাসায় আপন আসনে বসে অবধূত ভুলুয়া বাবা যখন শিবারাধনা করছিলেন ঠিক সেই সময় কক্ষান্তরে বনমালা দেবী নির্ব্বিঘ্নে অষ্টমগর্ভে এক সন্তান প্রসব করেন। জন্ম-মাত্রে আঁতুড় ঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে শিশুর প্রতি সস্নেহে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন শ্রীগুরুদেব। নাম রাখলেন 'শিবঠাকুর'। কিন্তু কে এই শিব-ঠাকুর ! দুই তিন বৎসরের বালক কিন্তু গৈরিকবাস-পরিহিত অবধূতজীর প্রতি তার বিস্ময়কর আকর্ষণ। সহজে সে মহাপুরুষের সঙ্গ ছাড়া হয় না। বসার সময় মহাপুরুষের মত বুক টান করে বসবে। খেলবে কিন্তু গায়ে একটু ধূলো লাগবে না। খর্ব্বাকৃতি শিবঠাকুর রাস্তায় চলবে তাও ঐ বিরাট দেহী মহাপুরুষের হাতটি ধরে। অবধূতজী মাঝে মাঝে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, শিবঠাকুর আমার সাথে বাল্যক্রীড়া করতে এসেছেন। কিন্তু মহাপুরুষ-উক্ত এই 'বাল্যক্রীড়া'র অর্থ ও রহস্য সাধারণভাবে বোধগম্য নয়। ১৯৪১ সালে সাধক-কবির দেহান্তের অতি অল্পকাল পূর্ব্বে এই শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অবধূতজী আদর করে 'শিবঠাকুর'-কে স্বরচিত শিবস্তোত্র শিখিয়েছিলেন,—

"জয় শিব শঙ্কর, বম্ বম্ হর হর, ব্যোমকেশ, মনোজারি।
গঙ্গাধর, গুণসিন্ধু মহেশ্বর, ভকত-চিত-ভয়হারী ॥"

মৃত্যুসময়ে উচ্চৈঃস্বরে সেই শেখানো স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতেই বালক মহানিদ্রার কোলে অচেতন হয়ে পড়ল। এই বালকের মৃত্যুতে সন্তপ্ত হয়ে ভুলুয়া বাবা সেদিন মহাপ্রভুর এই কথাটি সকলকে বলেছিলেন,—

"কৃষ্ণ মিলাইল সঙ্গী—লইল কাড়িয়া।"

অসুস্থ হয়ে শয্যাগ্রহণ করেছেন সাধক-কবি। জীবনে যিনি বহুবার পরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রোগ সারিয়ে দিয়ে নিজে জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, শুধুমাত্র হাত বা জপের মালা গায়ে বুলিয়ে দিয়ে যিনি বহুবার মুমূর্ষু রোগীর মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটিয়ে তুলেছেন, যাঁর এ জাতীয় কৃপার উল্লেখ করতে গিয়ে সুদীর্ঘকাল পরেও তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় (ভুলুয়া বাবাকে প্রথম মৌরী গ্রামে নিয়ে আসেন, আমি জীবনী সংগ্রহের উদ্দেশে, এঁর সাথে সাক্ষাৎ করি) ঝর ঝর করে চোখের জল ফেলতে লাগলেন, আজ তিনি নিজের রোগশয্যায় নিরুপায়ভাবে শান্ত-সুবোধ শিশুর মতই শুয়ে রইলেন। ডাক্তারের কড়া ব্যবস্থাপত্র অনুসারে অতি লঘুপথ্য গ্রহণ ভিন্ন আর কোন উপায় রইল না। কয়েক সপ্তাহ এইভাবে চলল। তারপরেই সাধকের শিয়রে এসে দাঁড়াল মহাকালের কিঙ্কর।

১৩৪৭ সাল (ইং ১৯৪১ খৃঃ মার্চ্চ) চৈত্র মাস। সাধক-কবির উন আশী বৎসর পূর্ণ হল। রোগের অবস্থার অবনতি ঘটায় টেলিগ্রাম করা হয়েছে কোন কোন ভক্তকে। তাঁরা সবাই এসে পৌছাননি তখনো। রোগক্লিষ্ট-কণ্ঠে সাধক জানতে চাইলেন, কি তিথি। জানান হল চতুর্দ্দশী চলছে, অমাবস্যা তখনো লাগে নি।

সাধক চোখ বুজে চুপ করে রইলেন। কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। আবার চোখ খুলে ইসারায় জানতে চাইলেন তিথি। জানানো হল অমাবস্যা তখনো লাগে নি। আবারো চোখ বুঁজে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঘরের মধ্যে গভীর নিঃস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। সবাই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে মাতৃসাধকের আর এক সাধন-বিভূতি। স্পষ্ট বোধ হতে লাগল, শিয়রে শমন হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শরীর ধরে রাখতেও মহাত্মার বড়ই কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তখনো শরীর ছাড়ার মনঃপুত লগ্নটি এসে পৌছায় নাই। অমাবস্যা লাগতে তখনো বাকী। বিস্মিত ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যাপারটি লক্ষ্য করে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন,—শিয়রে শেষ পর্যন্ত শমনকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন সাধক !!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন না-হবে কেন ? সাধক-কবি জীবনভর গান গেয়েছেন,—

"শ্যামা মা যার সঙ্গের সাথী সে কি শমন ডরায় তোরে।
সে কালী নামের ডঙ্কা মেরে নাচে রে আনন্দ ভরে।"

অবশেষে সাধকের শরীর ছাড়ার সেই আকাঙ্ক্ষিত লগ্নটি এসে পৌছাল। ১৩৪৭ সাল (ইং ১৯৪১ খৃঃ ২৭ মার্চ্চ) ১৩ই চৈত্র, সকাল ৭-২০ মিনিট। অমাবস্যা পড়েছে। টেলিগ্রাম পেয়ে আত্মীয়-স্বজন, ভক্ত-শিষ্য যাঁদের আসবার কথা তাঁরা সবাই এসে পৌছেচেন। নিকটে বসে অবধূতজীর কৃপা-ভাজন সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ভৈরবীরাগে অবধূতজীরই রচিত একখানি গান গাইতে লাগলেন,—

"জগদ্ধাত্রী তুমি যখন জগত যখন তোমার পায়,
দুখ যা দিবে সইতেই হবে দুখ বলি আর কি দুখ তায়।
যতক্ষণ বল আছে বুকে, ততক্ষণই সইব দুখে,
দুখের ভারে মরব যখন তখন দুখ আর দিবি কায়।"

প্রিয় গানের সুর কানে পৌছাবামাত্র সাধক-কবির নিমীলিত চোখের দুপাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল দু ফোঁটা অশ্রু। কালীপদ-নীলকমলে-অর্পিত প্রাণ ভক্তের রাগভক্তির শেষ উপহারের মতই চোখের কোণে চিক চিক করতে লাগল ওই দু ফোঁটা অশ্রু।

গান শেষ হল ; নাম-দেওয়া সুরু হ'ল। কালীনাম, কৃষ্ণনাম, শিবনাম। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই জোরে জোরে তিনবার নাভিশ্বাস উঠে স্থির হয়ে গেল সাধকের পঞ্চভৌতিক দেহ। তিনি শ্যামাপদ-নীলকমলে চিরবিশ্রাম লাভ করতে চলে গেলেন।

ঘরময় লোকের কারো চোখেই মায়িক শোকের উচ্ছ্বাস নেই। সেও যেন তিনি সযত্নে নিঃশেষে মুছে দিয়ে গেছেন। সুদীর্ঘকাল ধরে বহু বাঙ্গালীর ঘরে বিরাজমান সেই রসময়, প্রেমময়, আনন্দময়, সঙ্গীতময় শিশু-ভোলানাথ এই-মাত্র আমারই চোখের সামনে অপ্রকট হলেন,—প্রত্যেকের চোখে লেগে আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমনি একটা চমক। সবাই যেন ভাবছে হে বিরাট, তোমার থাকায় আমাদের কি ছিল, তোমার যাওয়ায় আমাদের কতখানি গেল, সে পরে ভেবে দেখার অনেক সময় পাব, কিন্তু আজ এই চরম মুহূর্ত্তগুলিতে শেষবারের মত চোখ ভরে তোমায় দেখে নেই, প্রাণের সমস্ত স্পন্দন দিয়ে অনুভব করে নেই দেহী তোমাকে—সেই ত আমায় জোগাবে ভবিষ্যতে বিদেহী তোমাকে ধ্যান করবার অশ্রু-পুত প্রেরণা।

নির্ম্মল নীল আকাশের নীচে সমাগত শেষ দর্শনার্থীদের দৃষ্টির সম্মুখে (৯১ নং বীডন ষ্ট্রীট) নিকটস্থ নিমতলার মহাশ্মশানে নীত হবার অপেক্ষায় পুষ্পাচ্ছাদিত পালঙ্ক-শবাধারে রক্ষিত হয়েছে সাধক-কবির নিষ্প্রাণ পঞ্চ-ভৌতিক দেহ। সে দেহ ঘিরে এক ধ্যানমৌন স্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে সকলে নিঃশব্দে বসে রইলেন। ঝির ঝিরে বসন্ত বাতাস মহাসমাধির অন্তরালে শায়িত সাধন-শরীরের উপর সহস্র হাতে অবিরাম হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

মহালয়া, ১৩৬৬ সাল।
দমদম, ২৪ পরগণা।

শ্রীহরিদাস ঘোষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীআনন্দময়ী আশ্রম

মন্দাকিনী

স্তোত্রামৃত।

শ্রীশ্রীগুরুদেব-স্তোত্র।

নম নম শ্রীগুরুদেব হামারি।
সঙ্কট-সায়রে মেরা তারণ-তরি,
চরণ-কমল তোহারি।
তু মেরা বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রজাপতি,
তু মেরা দেও ত্রিপুরারি।
তু মেরা রাম শ্রীজানকী-নাথ,
তু মেরা কৃষ্ণ শ্রীহরি।
তু মেরা নাথ, নাথ জগন্নাথ,
সংসার-সাগর-তারী।
তু মেরা প্রাণ, মান, ধন, সম্পদ,
শীতল-শান্তি-বিথারী।
তুয়া পদ-পল্লব এক পলক দেহি,
তরইতে ইহ ভববারি।
অন্ত কালে তুঁহু এ দীন ভুলুয়াক,
কাল-করাল-ভয়-হারী।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীশিব-স্তোত্র

জয় শিব, শঙ্কর, বম্ বম্, হর, হর, ব্যোমকেশ, মনোজারি।
গঙ্গাধর, গুণসিন্ধু মহেশ্বর, ভকত-চিত-ভয়হারী ॥১
আধচন্দ্র-ভাল, ইন্দ্ররুদ্র-মাল, বাঘছাল-বাসধারী।
জটা-মুকুটে ফণীবর-মণি উজ্জ্বলে, লাখ চাঁদ-উজিয়ারি ॥২
অভ্রধবল গিরিবর জিনি কলেবরে, ধরি গিরিরাজকুমারী।
যেন, দিবাকর-মণ্ডলে, হেমকমল ফুটি,আত্মহারাই নেহারি ॥৩
জয় জয় পার্ব্বতী-হৃদয়-বল্লভ, ভীম ভবার্ণব-তারী।
জয় মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যু-ভয়হর, কাল-ত্রিশূল-কর-ধারী ॥৪
জয় চরণাশ্রিত-পালক, ত্র্যম্বক, আশুতোষ ক্ষমাকারী।
জয় যোগি-হৃদয়ে জ্যোতি সুনির্ম্মল, বিদ্যুৎ-নৃত্যে বিহারী ॥৫
জয় ভাস্কর-কর-রঞ্জিত-কলেবর, উচ্চ হিমগিরি-চারী।
জয় পশুপতি, সিতিকণ্ঠ, বিশ্বনাথ, মুক্তপুরুষ-মনোহারী ॥৬
লোকেশ, শেষ-বলয়, প্রমথেশ্বর, কাল-ভাবনা-অপসারী।
পরেশ, পরমেশ্বর, পরমাশ্রয়, পাপনাশী, ত্রিপুরারি ॥৭
সিন্ধুনাথ, জয়, ভদ্র, জগন্নাথ, জগদীশ্বর, হর-হরি।
বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বর, শর্ব্ব, জয় মহাকাল-শরীরী ॥৮
ভুলুয়াক লোক-নাথ, শিব, সন্তাপে শীতল-শান্তি-বিথারী।
লাখ লাখ কোটী, পরণাম তব পদে, এ তনু দেব তোমারি ॥৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীঅম্বিকা-স্তোত্র।

জয় নিস্তারকারিণী নির্ব্বিশেষা,
জয় স্বর্গাপবর্গদা, শান্তিরূপা,
জয় বিশ্ব-বিষস্বাদ-সংহারিকা,
লোক-পালিকা অম্বিকা, অম্বালিকা ॥
জয় দীনজনাশ্রয়, দুঃখহরা,
জীবমণ্ডল-মঙ্গল-সংসাধিকা,
জয় শঙ্করী শর্ব্বাণী সিদ্ধিপ্রদা,
লোক-পালিকা অম্বিকা, অম্বালিকা।
জয় রাজরাজেশ্বরী মিথ্যাপহা,
জয় দুর্জ্জনে দণ্ডিতে দৈবরূপা।
চরণাশ্রিতে উৎসাহ উত্তমাশা,
লোক-পালিকা অম্বিকা, অম্বালিকা ॥
পরাভক্তি-প্রদায়িনী সত্ত্বপ্রিয়া,
জয় নির্ম্মল হৃদয়োল্লাস-প্রদা,
জয় সজ্জন-সংসার-বিঘ্নহরা,
লোক-পালিকা অম্বিকা, অম্বালিকা ॥
করি নিত্য নমস্কার নিত্যা তোমা,
হর, ভুলুয়া অন্তরানর্থ হর।
তুমি সর্ব্বদা মঙ্গলদাত্রী তারা
লোক-পালিকা অম্বিকা, অম্বালিকা ॥

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীবিশ্ব-জননী স্তোত্র।

তুমি করুণাময়ী, তুমি কলুষ-হরা,
কাল-হৃদয়াসীনা তুমি।
কাল-স্রোতে জীবে উদ্ধার-কারিণী,
সঙ্কটে ভরসা মা তুমি ॥১

আতপন শশধর ক্ষুদ্র ধুলিকা-কণা-
অবস্থিতি-হেতু তুমি।
শক্তি রূপ গুণ, বিশ্বে যা অবিরত
দৃশ্য, তাহাও সব তুমি ॥২

দীন-দয়াময়ী, দীনার্ত্তি-হারিণী,
সুদিন-প্রদায়িনী তুমি।
বিস্তর দুখময় দুস্তর-সংসার-
সাগর-তারিণী তুমি ॥৩

বিপত্তি-ভঞ্জিনী, বিপন্ন-সঙ্গিনী,
ভয়াতুর-রক্ষিকা তুমি।
জন্ম-মৃত্যু-জরা- রোগ-ভোগ-করে,
মুক্তি-দায়িনী একা তুমি ॥৪

তব চরণাশ্রিত, হীন মন্দমতি,
দীন অভাজন আমি।
সঙ্কট-সায়রে মগ্ন-তরণী হাম,
রক্ষ রক্ষ মোরে তুমি ॥৫

সর্ব্ব-গ্রাস-কার- করাল-গ্রাসিনী,
ঘোর ঘন-বরণা মা তুমি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরাভয়-দায়িনী, বরদেশ-বাসিনী,
শ্মশান-শাসিনী তুমি ॥৬
যুগপৎ বিপরীত চরিত্রময়ী, পরা-
প্রকৃতি চতুর্ভুজা তুমি।
অন্তরালে রহি অভিনয়-রঙ্গিনী,
বুদ্ধি-বচনাতীতা তুমি ॥৭
শক্তি সঞ্জীবনী, জীব-শরীরে রহি
কর্ম্মাধিকারদা তুমি।
কর্ম্মানুসারে, দুঃখ-সুখ-বিধায়িণী
নিয়তি-লোকেশ্বরী তুমি ॥৮
শঙ্কর হরউর- বিচরণ-কারিণী,
কিঙ্কর-পালিনী তুমি।
কৃপাণ-শালিনী, নর-শির-মালিনী,
দুর্জ্জন-দলনী মা তুমি ॥৯
সাধু-সন্ত-হৃদে, সন্তোষ-রূপিণী,
শান্তি-নিকেতন তুমি।
নাস্তিক অভাজন- অন্তরালঙ্কার,
ভ্রান্তি, অহঙ্কার তুমি ॥১০
মায়ায় মোহিত করি, ক্রীড়া-কৌতুকময়ী,
সুচতুর চূড়ামণি তুমি।
লজ্জারূপিণী, তবু সর্ব্বদা বিবসনা,
বৃদ্ধা বালিকা একা তুমি ॥১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, শুদ্ধি, সাধনা, ধ্যান,
শিক্ষক গুরুদেব তুমি।
আত্ম-প্রসন্নতা শৌচাদি জপতপ,
ধর্ম্ম, সত্য, ন্যায়, তুমি ॥১২
আধার-কমলাসনে, স্বয়ম্ভূ-শায়িনী,
অমৃত-পায়িনী তুমি।
বিচিত্র-বরণা- চিত্রাণী-প্রবাহিনী,
নাদ-চন্দ্র-শিরে তুমি ॥১৩
দশ ভুজ-ধারিণী, মৃগেন্দ্র-বাহিনী,
মহিষ-মর্দ্দিনী তুমি।
দুর্ব্বার দেব- দৈত্য-ঘোর-সংগ্রামে
শ্রীরণ-রঙ্গিনী তুমি।১৪
মীন, কূর্ম্ম, নর- সিংহ, বরাহ দেব,
বামন, ভৃগুপতি, তুমি।
জানকী-নাথ রাম, দেব হলধর,
শঙ্কর, বুদ্ধ, মা তুমি ॥১৫
প্রেমভক্তি-তনু গৌড়-গগন-চাঁদ,
গৌর-কিশোর মোর তুমি।
গোপী-প্রেমোন্মাদ, ধীর-সমীর-প্রিয়;
রাসেশ্বর হরি তুমি ॥১৬
বিশ্ব-প্রকাশক, ভাস্কর তিমিরারি,
দেব দিবাকর তুমি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিশান্ধ-নাশক, তারকা-বেষ্টিত,
স্নিগ্ধ সুধাকর তুমি ॥১৭
জাহ্নবী, যমুনা, নর্ম্মদা, গোদাবরী,
ব্রহ্মাণী, সরযূ, মা তুমি।
ক্ষেত্র চতুষ্টয়, বৈষ্ণবে চারি ধাম,
তীর্থ সকল একা তুমি ॥১৮
কূলহীন জল- নিধি, গিরি, প্রান্তর,
দেশ, মহাদেশ, তুমি।
উচ্চ শাল-তাল আরম্ভি, তরু, লতা,
তুচ্ছ গুল্ম-তৃণ তুমি ॥১৯
দেব, দৈত্য, নর, খেচর, বনচর,
কীট, পতঙ্গম, তুমি।
পুণ্য জন্মভূমি, শূন্য, জল, স্থল,
বাহ্যান্তর সবই তুমি ॥২০
বিশ্ব-মূর্ত্তি-ভব- সুন্দরী শঙ্করী,
বিশ্ব-প্রসবিনী তুমি।
ঘরে ঘরে মাতৃ- মূর্ত্তি ধরি বিরাজিতা,
সন্তান-স্নেহাধীনা তুমি ॥২১
জননী, জন্মদাতা, সহোদর, সহোদরা,
পুত্র-কন্যারূপে তুমি।
আত্মীয়, উদাসীন, অধিপতি, অনুগত,
শত্রু, মিত্র, সবই তুমি ॥২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব- শিরোপরি সমাসীনা,
পরম পুরুষ-কোলে তুমি।
ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু বহ্নি-বরুণ-যমে
নিত্য সমর্চ্চিতা তুমি ॥২৩
বিপন্ন রঘুকুল- গৌরব সীতাপতি
ঈন্দীবরার্চ্চিতা তুমি।
অকূল সিন্ধু- তটোজ্জ্বল-কারিণী,
দুর্গা দুঃখ-হরা তুমি ॥২৪
গোকুল-বল্লভ কৃষ্ণ-সমর্চ্চিতা
যোগমায়েশ্বরী তুমি।
দক্ষিণ ভারতে গৌর-সমর্চ্চিতা,
দেবী অষ্টভূজা তুমি ॥২৫
কৃষ্ণগত-প্রাণা রুক্মিণী অর্চ্চিতা,
অম্বিকা বরদা মা তুমি।
গোবিন্দে তন্ময়া গোপী-সমর্চ্চিতা,
দেবী কাত্যায়নী তুমি ॥২৬
গোপ লোকাশ্রয়, গোপেশ্বর-তনু,
গোপ-সমর্চ্চিতা তুমি।
অন্নপূর্ণা কাশী- ধাম-সমুজ্জ্বলা,
রাজরাজেশ্বরী তুমি ॥২৭
শাক্ত শৈব আর বৈষ্ণব সৌরাদি,
উপাসনা-তত্ত্ব মা তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৌল-হৃদয়-ধন, ভাগবত-জন-মন-
হ্লাদিনী বিনোদিনী তুমি ॥২৮
খৃষ্ট-মহম্মদ- মণ্ডলে বন্দিতা,
ভিন্ন ভিন্ন নামে তুমি।
উপাস্য, উপাসক, বিশ্বে বিরাজে যত,
সকলই মহেশ্বরী তুমি ॥২৯
সম্মুখে পশ্চাতে বিদ্যমানা রহি,
বিজ্ঞাতা সকলই মা তুমি।
কি ঘোর সঙ্কটে বিপন্ন ভুলুয়া,
রক্ষ রক্ষ তারে তুমি ॥৩০
লক্ষ লক্ষ কোটী পরণাম তব পদে
রক্ষ রক্ষ তারে তুমি ॥

—০—

প্রার্থনা

তন্ত্র মন্ত্র নাহি জানি গো জননি,
অর্চ্চনা-বিধি নাহি জানি।
তুষ্টা করিতে তোমা সাধন-ভজন-
হীন-অভাজন আমি ॥
কিন্তু মা জানি, এ সন্তানে স্নেহময়ী,
তুল্য তোমার কেহ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাক্ষী তাহার কত, লাখ লাখ ভবে,
সর্ব্বদা দর্শিতে পাই॥
মত্ত কু-মোহে, কুপুত্র যত সব,
গ্রাহ্য না করে মা তোমায়।
দূরে দূরে তারা বিহরয়ে তোমা ভুলি,
তবু তুমি রক্ষ সবায়॥
মর্ম্ম তাহার ইহা, কুপুত্র হইলেও,
মাতা কভু কু নাহি হয়।
বিশ্ব-জননি! এই বিশ্ব ভরিয়া তার
পরমাণ ঘরে ঘরে রয়॥
বিশ্ব-জননি, তুমি, বিশ্ব পালন কর,
হীন মোকে তেয়াগিলে,
ধর্ম্ম কি জননীর রক্ষিত হবে তায়,
গৌরব রবে কি ভূতলে॥
নিঃস্ব নিরাশ্রয়, দুর্গত আজনম,
আশ্রিত আছি তব পায়।
বিন্দু করুণা দানে, বঞ্চিত নাহি ক'র
এ দীন দুঃখী আমায়॥
লক্ষ লক্ষ কোটী পরণাম তব পদে,
প্রার্থনা, জননি, তোমায়,
বিন্দু করুণা দানে বঞ্চিত নাহি ক'র,
দীন দুঃখী ভুলুয়ায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীসূর্য্য-স্তোত্র

হে দেব দিবাকর! দিব্য-জ্যোতি, শ্রীমন্ত,
জাম্বনদোজ্জ্বল-হেমকান্তি-কলেবর।
হে ভাস্কর! জগজ্জড়ত্ব-নাশন, রৌদ্র,
লাখ লাখ কোটী পরণাম তব পাদপদ্মে ॥১

হে বিশ্ব-প্রকাশ! দেব দেব তিমিরারে!
আরাধ্যাদিত্য, হে লোকনাথ মহেন্দ্র!
হে জীব-জীবন! পাবন, হে দীনবন্ধো!
লাখ লাখ কোটী পরণাম তব পাদপদ্মে ॥২

হে বিশ্ব-ভাবন! বিশ্ব কর্ম্মা, সৃজকেশ,
হিরণ্যরেতা, পাতা, পরমাশ্রয়, হিরণ্য-গর্ভ।
হে পদ্ম-প্রবোধ! ভবোদ্ভব, ভানুদেব,
লাখ লাখ কোটী পরণাম তব পাদপদ্মে ॥৩

হে বহ্নিগর্ভ! ব্যোমনাথ, খগ, সূর্য্য,
শঙ্খাতপী, ঘনবৃষ্টি, হে জয়-ভদ্র!
ঋষ্টিহর, শ্রীশিশির, সবিতা, শ্রীত্বষ্টা,
লাখ লাখ কোটী পরণাম তব পাদ পদ্মে ॥৪

হে সপ্তসপ্তে! বীর, প্লবঙ্গম, মৃত্যু,
হে সহস্রার্চ্চে! মণ্ডলী, পিঙ্গল, উগ্র।
হে অংশুমন্! স্বয়ম্ভু, ভাস্বান্, বিশ্ব,
লাখ লাখ কোটী পরণাম তব পাদপদ্মে ॥৫

অহস্কর, জয়, তমোঘ্ন, হিমঘ্ন বহ্নি,
মরীচিমান্, রুচি, রবি, কবি, তপন, সারঙ্গ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে দ্বাদশাত্মন্! সর্ব্বদ্রষ্টা, লোক-সাক্ষী,
লাখ লাখ কোটী পরণাম তব পাদপদ্মে ॥৬
হে মার্ত্তণ্ড! মরুৎ, মনু, ধনদ, হর্য্যশ্ব,
বরদেশ্বর, বায়ু, সোম, যম, ঋতুকর্ত্তা।
হে ভবপাবন! প্রাণ, প্রভাকর, প্রজা, গ্রহকান্ত,
লাখ লাখ কোটী পরণাম তব পাদপদ্মে ॥৭
চরণাশ্রিত-পালক, দীননাথ, মহেশ,
তাপত্রয়করে রক্ষক, হে পরমেশ!
ভুলুয়াক বক্ষ-ভরসা, তুমি দীনহীনেশ,
লাখ লাখ কোটী পরণাম তব পাদপদ্মে ॥
জীবন সঙ্কট-রোগে হে পালকেশ্বর রক্ষ।
সংসার-দাবাগ্নি মধ্যে, হে দেব শিশির! রক্ষ।
দারিদ্র্য-দুঃখ দহনে, হে দ্বাদশাত্মন্! রক্ষ।
করাল-কৃতান্ত-হস্তে, হে জগদীশ্বর! রক্ষ॥

—০—

শ্রীশ্রীতুলসী স্তোত্র

অর্চ্চনি তোমা, তুলসী রাণি! মাধব-পদ-শায়িনী!
মাধব-পদ-প্রার্থী-ভক্তে, পরমাশ্রয়-দায়িনী ॥
বৃন্দারণ্যে, বৃন্দারাণী, কাম্যবন-বাসিনী।
নির্ম্মলতমা ভক্তি-মূর্ত্তি, কাম্যকর্ম্ম-নাশিনী ॥
মাধব-পদে, ভক্ত্যার্পিত-ভোগরাগ-শোভিনী।
পর্শনে তব, কূপ-উদক, গঙ্গা জ্ঞানে গ্রহণি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্য রোগ-বিঘ্ন-কবলে, কত বিপন্নে তারিণী।
বৃন্দারণ্যে রাধাকৃষ্ণ-লীলা মধুর-কারিণী॥
তত্ত্বদর্শী, ভক্ত-সাধু-বৈষ্ণব-মন-তোষিণী।
অর্চ্চনা তব যে স্থানে, তথা, নারায়ণ আপনি।
চন্দন-সহ. জনার্দ্দন-চরণ-পদ্ম-রঞ্জিনী।
দীন সেবক ভুলুয়া-গৃহে, দৈবাপদ-ভঞ্জিনী॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র

জয় শ্যামসুন্দর নন্দ-দুলাল।
গোপেশ্বর-প্রিয়, গোপ-ভূপাল।
বৃন্দাবন-বন-দেবতা-বন্দ্য,
গোকুল-গগন-চন্দ গোবিন্দ॥১
চন্দনে অলকা ভালে-কপোলে,
উড্ডীন বলাকা নীরদ-কোলে!
বদ্ধ চূড়া রাজমুকুট-নিন্দ্য!
গোকুল-গগন-চন্দ গোবিন্দ॥২
নীল ঈন্দীবর নিন্দিয়া রূপ,
নির্ম্মোহ-নিস্পৃহ-মানস-ভূপ।
চিন্তয়ে অন্তরে সাধকবৃন্দ,
গোকুল-গগন-চন্দ গোবিন্দ॥৩
বরজ-ভয়ার্ত্তিহ গিরিবর-ধারী,
বংশীবট-ধীর-সমীর-চারী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভানুকুলেশ্বরী-হৃদয়ানন্দ,
গোকুল-গগন-চন্দ্র গোবিন্দ ॥৪

বিম্ব-বিনিন্দিত অধরে বংশী
সর্ব্বতঃ সংসার-স্বপন-ধ্বংসী।
ঈশ্বর পরম সচ্চিদানন্দ,
গোকুল-গগন-চন্দ্র গোবিন্দ ॥৫

তাপত্রয়ে চিত শীতল-জন্য,
আশ্রয় করি যোগ-ভক্তি অনন্য,
আরাধয়ে ঋষি-মহাঋষিবৃন্দ,
গোকুল-গগন-চন্দ্র গোবিন্দ ॥৬

বিশ্ব-বিমোহন, বিশ্ব-নিবাসী
নিজ নিজ ভাষায় নির্জ্জনে বসি,
কীর্ত্তনে যাঁক শ্রীপাদারবিন্দ,
গোকুল-গগন-চন্দ্র গোবিন্দ ॥৭

চাও যদি এ ভব-বন্ধন-নাশ,
চিন্ত রে ভুলুয়া, সে পীত-বাস।
বৃন্দাবনেশ্বর, ভুবন-বন্দ্য,
গোকুল-গগন-চন্দ্র গোবিন্দ ॥৮

—(০)—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-প্রণাম

গোবিন্দং গোকুলানন্দং নন্দানন্দবর্দ্ধকং
গোপালকং গোপপ্রিয়ং গোপীপ্রাণবল্লভং।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোদ্বিজদেবরক্ষকং দীনবন্ধুং দীনেশং
দীনার্ত্তিভয়ভঞ্জকং শ্রীকৃষ্ণং তং নমামি ॥
উদ্ধর্ম্মশার্ব্বরহরং বিঘ্নান্তকং বিশ্বেশং
বিশ্বনাথং নিঃস্বাত্মকং নির্জ্জরানামারাধ্যং ।
বৃন্দারন্যেশ্বরং হরিং নিত্যং জগন্মঙ্গলং
শ্যামলং শান্তদর্শনং শ্রীকৃষ্ণং তং নমামি ॥
জনার্দ্দনং জনপ্রিয়ং জগন্নাথং যজ্ঞেশং
যোগেশ্বরেশ্বরং সত্যং সত্যাত্মকং ত্রিসত্যং ।
সত্যালয়ং সত্যযোনিং সত্যাশ্রয়ং শান্তিদং
সন্তনাথং নারায়ণং শ্রীকৃষ্ণং তং নমামি ॥
ভক্তিপ্রিয়ং ভক্তনাথং ভক্তলোকবর্দ্ধকং
ভক্তানাং পরমাশ্রয়ং শ্রীবিগ্রহস্বরূপং ।
শরণাগতপালকং অধোক্ষজং অধ্যক্ষং
ভুলুয়াহ্লাদবর্দ্ধকং শ্রীকৃষ্ণং তং নমামি ॥

সার্ব্বভৌম স্তোত্র ।

তুমি দুস্তরে নিস্তার-কারক হে ।
তুমি সন্তাপে শান্তিদ, সন্তনাথ ।
জগদীশ্বর, ধীশ্বর, বিশ্বেশ, হে,
হর, সংসার-সঙ্কট-বিঘ্ন হর । ১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমেশ্বর, হে পরানন্দময় !
পর-বিজ্ঞান-ভূষিত-বিজ্ঞ-প্রিয়,
পরব্রহ্ম তুমি, পরা প্রকৃতি, হে,
হর, সংসার-সঙ্কট-বিঘ্ন হর ॥২

তুমি কাতর কিঙ্কর-শঙ্কাহারী।
তুমি ভক্ত-পদাশ্রিতে অঙ্কে ধারী।
তুমি নীচ-নিরাশ্রয়ে আশ্রয়, হে,
হর সংসার-সঙ্কট-বিঘ্ন হর ॥৩

তুমি সর্ব্বলোকেশ্বর, সর্ব্ব-ব্যাপী।
তুমি অন্তর-বাহির-দর্শক, হে,
পরমাত্মা, পরাৎপর, পুণ্যময়,
হর, সংসার-সঙ্কট-বিঘ্ন হর ॥৪

তুমি পাবক, ভাবুক-হৃদয়েশ,
তুমি পালক, তারক, ত্রিলোকেশ।
তুমি হীনেশ, দীনেশ, নিঃস্বেশ, হে,
হর, সংসার-সঙ্কট-বিঘ্ন হর ॥৫

চরণাশ্রিত ভুলুয়া মগ্ন মোহে,
তনু ভগ্ন, রহে সদা রুগ্ন দেহে।
প্রলয়াগ্নিজালে পরিবেষ্টিত হে,
লোক-রক্ষক হে, কর, রক্ষা কর ॥৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীনাম-মাহাত্ম্য

হরিনাম কি এতই মধুময়।
নামের তুলনা মিলিবার নয়॥
নামের অক্ষরে অক্ষরে যেন অমৃতের তরঙ্গ বয়।
হয় বল নাম মনে মনে, না হয় উচ্চ উচ্চারণে,
যেমন ইচ্ছা বল, এ নাম নিষ্ফলে যাইবার নয়॥
সুখে বল, দুঃখে বল, সম্পদে বিপদে বল,
সর্ব্বত্র সমান শান্তি, নামে সদা বিতরয়॥
নামে রুচি জন্মে যাহার, এ বিশ্ব হয় মিত্র তাহার,
ভুলুয়া গায়, নামের জোরে, করে নরে মৃত্যু জয়॥

—০—

গাও, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
গাও হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥
এই, তারকব্রহ্ম নাম যে করে আশ্রয়,
বিঘ্ন-ব্যাধি-বিপদ-আপদ তার কি রয়?
এ, নাম গৃহস্থের গৃহে, মহা স্বস্ত্যয়ন
দৈব রিষ্টি সব নাশ করে॥
প্রভু নিতাই-গৌর দুয়ারে আসিয়া,
অতি উচ্চস্বরে গিয়াছেন বলিয়া,
এ নাম মুখে যার, তাহার কর্ণধার
হবেন দুভাই কাল-সাগরে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাপত্রয়ে দগ্ধ হলেও সংসার,
নামাশ্রয়ীর কাছে আনন্দের আগার,
অক্ষয় অমর নামাশ্রয়ী নর,
মরণ-ময় ভবনগরে ॥

নামে যে জন পারে রহিতে তন্ময়,
জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি সহজে তার হয়।
বন্ধন এ সংসারে আঁটিতে তায় নারে,
সর্ব্বদা সে মুক্ত অন্তরে ॥

ভুলুয়া রে যদি জুড়াবি যন্ত্রণা,
যত্ন করি কেন এ মন্ত্র সাধ না!
বাঁধ না কি হেতু এখনো অন্তর
হরিনাম-মহামন্ত্র-ডোরে ॥

—০—

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, রাম।
হরে রাম, হরে রাম, রাম, হরে রাম।
নামাশ্রয় সঙ্গতি যদি তাপত্রয় তরণে,
কীর্ত্তন কর, নাম সতত, সংযত মনে সঘনে।
নাম ভরসা, নাম সহায়, নাম শান্তি ধাম।
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, রাম।
বিশ্ব যাঁহার ইচ্ছায় চলে, যিনি এ বিশ্ব-জীবন,
সঙ্কটে পরমাশ্রয় তাঁর নাম মাত্র স্মরণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্জ্জনে ভয় ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনে প্রাণারাম।
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, রাম॥
বিশ্বজীব-জীবন-ধন, মন-প্রাণ-মোহন,
ধীর-সমীর-যমুনাতীর-বংশীবট-শোভন।
নিধু-নিকুঞ্জ-মাধবী-বন-বিহারী ঘনশ্যাম।
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, রাম॥
দুর্লভ নরজন্মে যদিও বহুকরণীয় বর্ত্তমান
সর্ব্ব প্রধান করণীয় করা প্রত্যহ তাঁর নাম গান।
নিশ্চয় জানি রাখ রে ভুলুয়া, তিনিই মাত্র পরিণাম।
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, রাম॥

—০—

হরি বল্, হরি বল্, হরি বল্, হরি বল্।
জীবনে মরণে এবার হরি সহায় হরি বল॥
ভবে যার কেহ নাই, হরি তার মহাবল।
মহাপথে পথিকের, হরিনাম সম্বল॥
দূর হয় হরিনামে, বিপদের আঁখিজল্।
হরিনাম যার মুখে, সেই জানে ফলাফল॥
সংসারের সন্তাপে হবি যদি সুশীতল।
ভুলুয়ারে, বুকে ধর, শ্রীহরির পদতল॥

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাও রাম নারায়ণ হরে।

গোপাল, গোবিন্দ, শ্রীমধু-সূদন, মাধব, শৌরে, মুরারে॥
এ নাম স্মরণে হয়, রোগ-তাপ-দুখলয়, তরে নরে সঙ্কট ঘোরে।

পতিত-পাবন নাম, পরম আনন্দ-ধাম, ভাগবত-জনমন হরে॥
এ নর-জনম সার, পুনঃ কি পাইবে আর, কে জানে কি হবে ইহ-পরে।

রসনা পাইলে যদি, নাম কর নিরবধি, পুলক মাখিয়া কলেবরে।
এ মহামন্ত্র হরি-নামাশ্রয় করি, তরে নরে অপরাধ-করে।
নামে, সঞ্চারে নির্ম্মল প্রেম-ভক্তি হৃদে, সংহারে কামাদি তস্করে॥

পরশ-রতন নাম, 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম', নিতাই বিলায় ঘরে ঘরে।

নামাশ্রয়ী যারা, মুক্ত-বাঁধন তারা, ভ্রান্ত ভুলুয়া পরিহরে।

—০—

সবই তাহার খেলা।

সে জীব সমূহ সৃজন করে, করতে রসের লীলা॥
সে, রসিকেন্দ্র, রসের খেলা খেলাচ্ছে দুবেলা।
বেয়ে বেড়ায় রসের সিন্ধু-মধ্যে তাহার ভেলা॥
নানা দেশে নানা মূর্ত্তি, নানা রকম চলা।
নিত্য নূতন রাস-রচনায় পটু সে একেলা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মজা পায় বীভৎস রসে, মৃত্যু তাহার চেলা।
তাই মারামারি-কাটাকাটি, সর্ব্বত্র তিন বেলা॥
অনন্ত নাম না থাক্‌লে তার, হয় কি নামের মালা।
ভুলুয়া গায়, নামের মালা, পরলে জুড়ায় জ্বালা॥

—০—

গাও ত মন পরমানন্দে জগদানন্দকারিণী নাম।
পরমানন্দ-স্বরূপ নাম চরমপরম শান্তিধাম।
নাম অমূল পরশরতন, নাম ত্রিবিধ-তাপ-হরণ,
নাম সাধকহৃদয় শক্তি, আশ্বাসবাণী প্রাণারাম॥
মোহিত বিশ্ব যে মায়ামোহে, জীব-জগত যাতনা সহে,
উচ্চারি তাঁর নাম তাহাতে নিষ্কৃতি পাই অবিরাম॥
ভুলুয়া ভণয়ে নাশিতে ক্ষুধা, নামের মতন কি আছে সুধা,
অমর হইতে বাসনা যাহার, যতনে কর এ সুধা পান॥

—০—

গাও রে মন তাঁহারই নাম, যিনি এ বিশ্বপালক।
পালক,—তারক,—সঙ্কট ভয়-বারক॥
শান্তি, শান্তি, বলিয়া সতত উধাও হইয়া চলিছ,
শান্তির থির-নিকেতন যিনি, তাঁহার তত্ত্ব ভুলিছ।
ভুলিয়া অর্চ্চিছ, যাহারা মর্ম্ম-ঘাতক॥
দুর্জ্জন দশ ইন্দ্রিয়-সেবা জনম ভরিয়া করিলে;
তবুও কি মন তাহাদিগে তুমি তৃপ্ত করিতে পারিলে!
তারা নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, ইহপরকাল-নাশক॥
এখনও যদি কর রে ভুলুয়া, মতিগতি পরিবর্ত্তন,
ধর রে পরম মঙ্গলময়, পরমেশ্বর-চরণ।
হবে নিশ্চয়, নিঃশেষ, শান্তি পথের কণ্টক॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারক ব্রহ্ম এই হরিনাম বল্ দেখি রে মন।
এ নাম, দুখীর সহায়, দীনের বন্ধু, দরিদ্রের ভয়-বিনাশন॥
এ নাম পরশ-রতন, তত্ত্ব জানে ভক্তগণ,
লওয়া মাত্র, হয় রে জীবের, যাতনা-খণ্ডন।
আবার, মহাপথের, সম্বল এ নাম, কর সুখে সঙ্কীর্ত্তন॥
মন্ রে এই সংসার, কেবল যন্ত্রণার আগার;
ইথে, হিত বাসনায়, বিপরীত ফল, ঘটে অনিবার।
ভবে, তারাই মর্ম্মে, আঘাত করে, যাদিগে ভাব আপন॥
যদি, শান্তি চাও এবার, সন্ধান বলিতেছি তার,
এই হরিনাম মনে মুখে জপ অনিবার।
ভুলুয়া গায়, নামাশ্রয়ে, জয় করে নরে মরণ॥

—০—

নামাপরাধ

১। নামাশ্রয়ী নিন্দে যদি অন্য সাধু জনে।
২। বিষ্ণু সঙ্গে শিবাদিকে ভিন্ন করি মানে।
৩। গুরু কিংবা গুরুজনে হয় শ্রদ্ধাহীন।
৪। নিন্দে বেদ, কিংবা শাস্ত্র বেদের অধীন।
৫। নামের মাহাত্ম্যে, যদি করে অবিশ্বাস।
৬। নাম ব্রহ্ম,—না মানিয়া, ভিন্ন অর্থে ভাষ।
৭। নামাপেক্ষা যাগ যজ্ঞ, বড় করি মানে।
৮। নাম বলে পাপ করে, ভয় নাহি প্রাণে।
৯। শ্রদ্ধাহীনে দেয় নাম, রটে অপবাদ।
১০। মাহাত্ম্যে অপ্রীতি, দশ নাম-অপরাধ॥

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই সঙ্গীত

ভাঙ্গিয়া ঘুমের ঘোর কে ডাকে কারে !
"হরিবোল হরি" বলি আসি দুয়ারে ॥
এখনো যামিনী আছে হয় নাই পরভাত,
তরুণ অরুণ তরুশিরে নহে প্রতিভাত।
এখনো বিহগকুল, কুলায় ঘুমে আকুল,
ও কেন ব্যাকুল হয়ে ঘুরে আঁধারে ॥
এখনো জগত-জীব মোহ-ঘুমে অচেতন
সে ঘুম ভাঙ্গিতে কেন উহার এত যতন ?
কি দায় পড়েছে ওর, পরের ঘুমের ঘোর,
ভাঙ্গিতে বলিছে "হরি" বারে বারে ॥
মধুর নিঃস্বনে বিশ্বপ্রাণ করি বিমোহিত,
কে রে ও মঙ্গলময় গাইছে মঙ্গলগীত,
উহার করুণ-স্বরে, পরাণ পাগল করে,
শুনি কে ঘুমের ঘোরে রহিতে পারে ॥
হল না ঘুমান আর, রল না মোহের গোল,
সুরে সুর মিশাইয়া চল বলি "হরিবোল",
এ ভবের কারাগারে, আর কেন রহিব রে,
ভুলুয়া ঘুমায়, ডাকি, জাগাও তারে ॥

সুরধুনী তীরে, নদীয়া নগরে, হরি বলে ওকে যায় রে !
ঝঙ্কারে গগন, পরশিয়া খোল-করতাল কে বাজায় রে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামে আত্মহারা, ভাবে মাতোয়ারা, দুনয়নে ধারা ধায় রে।
"হরিবোল" বলি, নাচে বাহু তুলি, করুণ নয়নে চায় রে॥
বলি 'হরি বোল', তায় দেয় কোল, যায় সম্মুখে পায় রে॥
ব্যবহার বটে, কাঙ্গালের মত, আসলে কাঙ্গাল নয় রে॥
প্রেম দিয়া চায়, পাপ প্রতিদান, হেন দাতা কে কোথায় রে!
ভুলুয়া বুঝায়, দাতা-শিরোমণি, নদীয়ার গোরারায় রে॥

—০—

করুণার সিন্ধু নিতাই চৈতন্য আমার রে।
কবে কোথায় ঘটিয়াছে হেন অবতার রে॥
যাচিয়া আসিয়া দোহে, পাতকীর বোঝা বহে,
পতিত পাবন হেন কোথা আছে আর রে॥
নাহি মান অভিমান, নাহি ছোট বড় জ্ঞান,
প্রেমের মূরতি দুটী উজলে সংসার রে॥
জুড়াতে ত্রিতাপ জ্বালা, যে চাহ সে এই বেলা,
বলি নিতাই গৌরহরি জাগ একবার রে॥
এ অপূর্ব্ব অবতারে না তরিল কে কোথা রে,
মোহঘুম ভাঙ্গিল না শুধু ভুলুয়ার রে॥

—০—

জয় জগদেকনাথ দীনজন-জীবন, গৌড়-গগন-বিমলেন্দু।
ভাগবত জন-মন-প্রাণ-তোষণকারী, শ্রীগৌর হরি গুণ-সিন্ধু॥
কলুষ পূরিত কলি-ভয় দূরিত যাঁয়, বিগলিত চিত জীব দুঃখে।
পতিত পাবন অবতীর্ণ প্রেমের পথ, পরদরশন উপলক্ষে॥
নিরমল প্রেম-সুধায় দেশ ভাসাওল, হাসাওল বদন বিষণ্ণ।
অভয় বচনে নিরভয় মনে দাঁড়াওল, ছিল যত ভীত-অবসন্ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিম্ব-বিনিন্দিত অধরে মধুর হাস, বচন বিথারে সুধাসিন্ধু!
রূপ দরশনে তনু মন উনমত হয়, চকোরা নিরখে যেন ইন্দু॥
ভেদ বিচার ভুলি আশপচ ব্রাহ্মণে, হাসে নাচে গায়
প্রেমানন্দে।
গরব-গরল-পান করি তনু জারল, ভুলুয়া হেলিয়া মকরন্দে॥

—০—

নিতাই আমার উপায় কি হবে?
আমার পাপের বোঝা কে লবে॥
নিতাই আমার নাই কেহ আপন,
আমি কর্ম্ম-দোষে হইনু এবার অধম অভাজন।
আবার, দৈব আমার নিত্য প্রতিকূল, দৈব-বিড়ম্বনা,
আমি নিত্য সহি নীরবে॥
মিশে ষড়রিপুর কুসঙ্গে
এবার, দিন গেল হে দীনবন্ধো কুরস-রঙ্গে।
এখন, দুর্ব্বাসনা ভিন্ন নাই মনে, ওহে দয়াল নিতাই,
আমার, উদ্ধার কিসে সম্ভবে॥
হায় রে আমি কি বিষম বাতুল,
যত পরচর্চ্চায় মত্ত হয়ে হারালাম দুকুল।
যত মিথ্যে কাজে করি হুলুস্থুল, ওহে দয়াল নিতাই,
আমি ডুবলাম দুখের অর্ণবে॥
নিতাই অপার করুণা তোমার,
শুনি তুমি পাপের সিন্ধু-পারের কর্ণধার।
কত, জগাই মাধাই পার করেছ হে, ওহে দয়াল নিতাই,
পার কর এই নিরাশ্রয়ে॥

CC0. In Public Domain. Dr Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনি শমন-কিঙ্করের ধূয়া,
বড় ভয়ে প্রভো তোমায় ডাকছে ভুলুয়া।
দিয়ে পদ ছায়া, অভয় দেও দীনে, ওহে দয়াল নিতাই,
হও হে, সহায় শমন-আহবে ॥

কর বা না কর তুমি করুণা।
আমি যা ধরেছি চরণ, আর তাহা ছাড়িব না ॥
যদি না করুণা কর, হে করুণাকর নাথ,
চরণ-শরণাগতে নাহি কর দৃষ্টিপাত,
নিতান্ত সহিতে হয় যাতনা।
সহিব তাহাতে আর, ভয় কি আছে আমার,
কাঙ্গালে দুখের ভয় করেনা ॥
মরিতে যখন হবে কৃষ্ণ বলি মরিব,
শমন ধরিতে এলে চরণ জোরে ধরিব,
দেখিব তখন কি হয় ঘটনা,
তখন, যম জিতিলে পরে, এ বিপুল বিশ্বোপরে,
নামের গৌরব এত রবে না ॥
এবার হয়েছি যা অনুগত অনুগতই রহিব,
আমার ধরম আমি কিছুতে না ছাড়িব,
দেখিব তোমার কি বিবেচনা,
ভুলুয়া ভণয়ে, যারা দীন-বন্ধু বলে, তারা
বিচার করিবে তোমার মহিমা ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অচেনা অদেখা একজন মানুষের খোঁজ পেয়েছি।
সে, কোথায় থাকে, তাও জানিনা, তবু, তার তলাসে চলেছি॥
নাই তার বাড়ী, নাই তার ঘর, নাই তার আপন, নাই তার পর।
আবার, কেউ জানে না, কেমন রূপ তার, তবু তাহায় মজেছি।
শুনেছি সেই মানুষের নাম, নামই তাহার কি প্রাণারাম!
তার, নাম শুনিয়েই মন ভুলেছে, চরণে প্রাণ সঁপেছি॥
ভুলুয়া গায় চিনি তারে, অকূল ভব-পারাবারে,
পার করিয়ে বেড়ায় সদা, আমি, আপন চোখে দেখেছি॥

মনের মানুষ, ভুলে যেও না।
তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে, বধির রয়ো না॥
মানুষ, আমি তোমার চরণে,
বিকায়েছি এ দেহপ্রাণ, হোম পরশনে।
বড় আশা পাব দয়া হে, আমায়, আশায় নিরাশ কর না।
ভুলে যেও না॥
মানুষ আমি মোহান্ধ অজন,
আমার পদস্খলন পথ-ভ্রান্তি ঘটে অনুক্ষণ।
কিন্তু, তুমি আমার পতিত-পাবন হে,
আমার প্রতি কঠিন হয়ো না,
ভুলে যেও না॥
মানুষ তুমি সিন্ধু করুনার,
সিন্ধুর বিন্দু দান কর্‌লে, কী আসে যায় তোমার।
তোমার ভুলুয়ার যে, আসন্ন কাল হে,—
তুমি আর দূরে থাকিও না।
ভুলে যেও না॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন গৌর নাম শুনিয়ে, উঠি শিহরিয়ে,
রোমাঞ্চিত হয় কলেবর,
কে সুহৃদ হবে, কে বলিয়া দিবে, আঁখি কেন ঝরে ঝর ঝর ॥
গৌর কে আমার, আমি কে হই তার,
কেন তায় ভাবি নিরন্তর।
কেন তার গণে, আপন ভাবি মনে,
তাদের, পরশে জুড়ায় এ অন্তর ॥
কি যেন কুহক, এ নামে নিহিত, জগত জনার মনোহর।
তাই যে শুনিল, সেই নিমজিল, না বাছিল কেহ নিজপর ॥
কত পাপীতাপী, সাধক হইল, ছাড়ি দিল পাপ কদাচার।
নামে কি বিরাজে, এতই মহিমা, তুলনা কি এর নাই আর ॥
কেহ বলে গৌর, ভকতাবতার, কেহ বলে সেই সারাৎসার।
ভুলুয়া বলিছে, প্রেমের ঠাকুর, পার করে মোহ-পারাবার ॥

—০—

বহুদিন পরে, জাহ্নবী-তীরে, আসি এক জনে দেখিলাম।
চিনি চিনি করি, চিনিতে না পারি, কতই কি মনে ভাবিলাম॥
বয়সে কিশোর কিশোরী-উজর, শিরোপরি শোভে চিকুর চাচর
যেন রূপ-সিন্ধু শারদেন্দু-শিরে, শোভে ঘন নব ঘন দাম ॥
ঘন কেশ ঘন বিন্যাসিত, আধবন্ধনে আধলম্বিত,
হেম-কমল বক্ষে শ্বেত-যজ্ঞোপবীত লম্বমান ॥
অলকা-তিলকাঙ্কিত কপাল, পরিহিত শ্বেত কুসুম মাল,
জাহ্নবী-তীর উজলিয়া ফিরে, মোহান্ত-লোক-প্রাণারাম ॥
বচনে লোচনে রস-তরঙ্গ, রাধে বলিতে পুলকে অঙ্গ,
ঝরে অপাঙ্গে প্রেম-সলিল, ঝরিত যেমন গোকুলে শ্যাম ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কান্তি রাধিকা-সমান ধীর, গতি শ্যাম সম অতি অধীর,
ভুলুয়া ইশারে নয়ন-ভঙ্গি পরিচয় ওর করিছে দান ॥

—০—

দেখলাম এক শোণ-কুসুমের বরণ মানুষ নদীয়ায়।
সুরধুনীর তীরে তীরে, ধীরে ধীরে নেচে যায় ॥
হরিবোল হরি বলে, সুধার সিন্ধু তায় উথলে,
অদ্বৈত সঙ্গে চলে, নিতাই সুরে সুর মিলায় ॥
সে, নিজেই কাঁদে নিজেই হাসে নিজেই গদ গদ ভাষে,
কত প্রেমের মন্দাকিনী তাহার দুনয়নে ধায় ॥
তাহার উদয়-প্রভা হেরি, উদয়ারুণ লজ্জায় মরি,
উঁকি মেরে লুকাইল, উদয়াচলের গুহায় ॥
তাহার নূতন ভাব দেখিয়ে, পৃথিবীর লোক যাচ্ছে ধেয়ে,
নাই তার ছোট-বড়র বিচার, যাকে পায় কোলে উঠায় ॥
কভু অদ্বৈত অগ্রে চলে, সে ধরে নিতাইএর গলে,
কভু হরিদাসকে করি কোলে, দেয় পা ভুলুয়ার মাথায় ॥

—০—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু,—প্রভু আমার দেহের জীবন।
আমি, সঙ্কটে বিপদে, প্রতি পদে পদে,
পেয়েছি তার কত শত নিদর্শন ॥
(প্রভু আমার দেহের জীবন।)
উত্থান-শক্তি-হীন আসন্ন শয়নে,
করেছি স্মরণ প্রভুর শ্রীচরণে,
গিয়াছে তখনই রোগের বেদন।—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেছে কবিরাজ, নিশ্চয় মরবে আজ,
কিন্তু প্রভুর কৃপায়, ঘটে নাই হে মরণ।
(প্রভু আমার দেহের জীবন।)
যত প্রভুদ্বেষী ষড়যন্ত্র করি, করেছে গৃহের সরবস চুরি,
ভেবেছে না খেয়ে মরবে এখন ;—
কিন্তু কি আশ্চর্য্য প্রভুর করুণায়,
অনাহার ঘটে নাই গো কখন ॥
(প্রভু আমার দেহের জীবন।)
বিনাদোষে নিন্দামন্দ রটাইয়া,
ভেবেছে আমায় দিবে তাড়াইয়া ;—
কিন্তু কি আশ্চর্য্য তারাই বিতাড়িত,
ছিলাম যেমন আমি আছি তেমন ॥
(প্রভু আমার দেহের জীবন।)
জুড়াইতে এই সংসার যাতনা,
বহুরূপে প্রাপ্ত তাঁহার করুণা।
ভুলুয়ার এখন এই নিবেদন ;—
যেন লোকান্তর দিনে, ভক্তিহীন এ দীনে,
কৃতান্তের কবলে রক্ষক তিনি হন।
(প্রভু আমার দেহের জীবন।)

—০—

সেই নদীয়ায় এলি যদি মন, প্রথমেই কেন এলি না ?
প্রথমেই কেন হা গৌর বলে, হরিনাম মুখে নিলি না ?
কত গিরি-বন-সাগর ভ্রমিলি, চাহিলি যা তা ত পেলি না।
ঘরের কোনায় প্রেমের সাগর, তার তীরে কেন গেলি না ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোহের ময়লা মাখা কলেবর, গঙ্গায় কেন ধুলি না ?
শেষে প্রেম-মূরতির চরণের তলে, পড়িয়া কি হেতু রলি না ?
ভুলুয়া কহয়ে যা হওয়ার হল, আর যেন পথ ভুলি না।
আর যেন মহাপ্রভু-পদ ছাড়ি এক পাও আমি চলি না ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সঙ্গীত

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধাম।

জয় জয় পরাৎপর হরি-প্রিয়তম
প্রেম-বিলাস-নিকেতন।
সংসার-বীতরাগ ভাগবত-বাঞ্ছিত
বৃন্দাবন সুশোভন॥
গোপরাজ-নন্দভবনমণিমনোহর
যশোমতী-প্রাণ গোপাল,—
চরণ-কমল-পরশনে পূত-তনু অনু—
ভবে প্রেমধাম বিশাল॥
বহিয়া অমিয়াধারা প্রবাহিনীকুলরানী
যমুনা করায় যাহে স্নান,
যাহা বনতরুলতা নিতি নব কিশলয়ে
মুকুলিত ফুল ফলবান॥
সুরনর মুনিগণে যতমনে রটে যথা
রসনে সঘনে রাধানাম,
ভুলুয়াক জীবনে মরণে সাধ রহি তহি
রাইগুণ গাই অবিরাম॥

—০—

দেব-দেব শ্রীগোবিন্দ।
দীনবন্ধু, চরণাশ্রিত-পালক, শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নন্দ-নয়ন-মণি, নটবর সুন্দর
যশোমতী-সম্মুখে, বাল-নটন-পর।
সঙ্কট-সায়রে তারণ-তরণী যাঁক শ্রীচরণারবিন্দ॥
বরজ-ভক্তি-প্রিয়, ব্রজভয়-হারী,
অর্চ্চনে তন্ময়, ব্রজনর-নারী,
গোকুল-বল্লভ, গোপেশ্বর-প্রিয়,
গোপাল গুরু-কুল-বন্দ্য।
কংস-বিমর্দ্দন, দেবকী-নন্দন,
দেব বাসুদেব, বৃষ্ণি-বিবর্দ্ধন,
নন্দ-লোকেন্দু, করুণার সিন্ধু,
শ্রীহরি সচ্চিদানন্দ॥
যমুনাক তীরে, ধীর-সমীরে,
মোহন মুরলী বাজাইয়া ফিরে,
রাধে রাধে বলি, তন্ময় বনমালী,
কুটিলাক নিকটে বিনিন্দ্য॥
ভব-রাস-রস-প্রিয় রসিক লাল,
ভুলুয়াক ভরসা নন্দ-দুলাল,
অর্চ্চে কৃতাঞ্জলি, উদ্ধব-নারদ,
শুক-সনকাদি মুনিবৃন্দ॥

—০—

জয় বৃষভানু-ভবনমণি-মন্দির-হেম-প্রতিমা।
পরম পুরুষ শ্যাম-প্রাণাধিকা রাধিকা প্রকৃতিপরমা॥
নিধু-মাধবী-উদ্ভাসিনী, মাধব মনপ্রাণ-তোষিণী,
মাধব প্রেম-রতন-ভূষণা রাসরস-নিধি অসীমা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাধবাধরামৃত-লোলুপা, নির্ম্মল মহাভাব-স্বরূপা,
নির্ম্মল রাগানুগাবিভোর- ভাবুক-ভাব-গরিমা ॥
বরোজ সরোজ যুবতিমণি, নির্ম্মলরূপ রসের খনি,
অমল-কনক-কমল-বয়না, গোকুল-বন-চন্দ্রিমা ॥
বিস্তৃত যশামৃত সৌরভ, কালিন্দী-কূলবাসী-গৌরব,
উজ্জ্বল রসতীর্থ শ্রীব্রজমণ্ডল-মাধুরিমা ॥
মনি বিজড়িত বেণী-চূলানী, ত্রিলোক-মোহন-মনভুলানী,
দাস ভুলুয়া আশ সতত, গায়েত পদ-মহিমা ॥

—০—

জয় জয় রাধা-বিনোদ বন-বিনোদীয়া, বৃন্দাপ্রমোদ বনমালী।
প্রেম-মূরতি রাধা-নাম বদনে সদা, বংশী বাদনে সুধা ঢালি ॥
বৃন্দাবন-বন-বিটপী-তল-প্রিয়, গোপ ললনা-সহ মেলি।
নিতি নিতি নব নব রাসরচন-পটু, খেলত নব নব কেলি।
প্রানাধিকা-রাধিকা-প্রেম-মাতোয়ারা, অঙ্গে অঙ্গ রহু হেলি।
যেন নব নীরদ-কোল আলোকিয়া, লম্বিতা থিরা বিজলী ॥
ভুলুয়া ভনয়ে, তাহা নহি নহি, নির্ম্মল, নীল কমল কেহ তুলি,
ইন্দু-সিন্ধু-মথা রত্ন জ্যোতির্ম্ময়, থাপল যত্নে আগুলি ॥

—০—

জয় জয় বৃষভানু-নন্দিনী রাধারানী, জয় জয় নন্দ-কুমার।
জয় জয় কেলী-কদমদামে শোভিত, মনোরম যমুনা-কিনার ॥
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ-প্রিয় নিকেতন, শ্রীবৃন্দাবন ধাম।
সুরনর-মুনিগণে মুখরিত অবিরাম, যাহা রাধা--মাধব নাম ॥
জয় জয় মাধবী-নিকুঞ্জ-নিধুবন, রাস-বিলাস-নিকেতন।
জয় জয় শাল-তাল-বন সুশোভিত ভাণ্ডী-বাবল মনোরম ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয় জয় বংশীবট, তট-সুশোভন, জয় জয় ধীর সমীর।
শ্রীনারায়ণ-তনু গোবর্দ্ধন জয়, জয় রাধা কুণ্ডকি নীর॥
জয় শ্যাম-কুণ্ড, নন্দগ্রাম, বর্ষাণ, ভানু-কুণ্ড সুশোভিত।
জয় জয় কাম্যবন, বন-গৌরব, বৃন্দারাণী-মনোনীত॥
জয় যমুনার ঘাট, জয় সুবিশাল মাঠ, জয় গোপ নন্দ-গোপাল।
জয় জয় হলধর, দেব শ্রীবলদেব, আর যত গোকুল রাখাল॥
জয় জয় যোগমায়া,নিজ তনু আবরিয়া,মূল হেতু মাধব-লীলার।
জয় জয় বৃন্দা, বৃন্দাবন-মাধুরিমা, মণি-শিরোমণি প্রেমদার॥
জয় জয় সখিগণ, ললিতা-বিশাখা আদি, শ্রীরাধা-মাধবে
একপ্রাণ।
নিজ সুখ পাসরিয়া, তনুমন সমপিয়া, সেবা-পরায়ণা
অবিরাম॥
জয় যশোমতী মাই, শ্রীনন্দ মহারাজ, জয় শ্রীগোকুল মহাবন।
জয় জয় ব্রজবাসী, ভাগবত বৈষ্ণব, পরভাতে ভুলুয়া স্মরণ॥

সে যে বড় কঠিন সাধনা!
যে সাধনায় কৃষ্ণ মিলে দ্বন্দ্ব সন্দ থাকে না॥
আমি কর্ত্তা আমি হর্ত্তা এই যাহার বচন,
কৃষ্ণ-পদে হয় কি রে তার আত্মসমর্পণ?
অহঙ্কারে মত্ত হৃদয় নির্ভর-করা মানে না॥
লোকের মন যোগাতে সদা যে মানুষ ফিরে,
গোবিন্দের মন যোগাইতে সে কি রে পারে?
ধরায় দৃষ্টি যাহার, সে ত আকাশের চাঁদ দেখে না॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মলিন মনে নির্মল হরির সাধন যে করে,
সে, কাপড়ের নায় পার হতে চায়, অকূল সাগরে।
সাজের সাধু সোনার কুঠার, শালের গোড়া কাটে না॥
কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় তোমায় বলি শুন মন,
সর্ব্ব অগ্রে কর সত্যের চরিত্র গঠন।
তারপরে নিঃসঙ্গ হয়ে কর নামের সাধনা॥
"লোকের কথায় কি আসে যায়, পাই যদি তারে,"
এই বলে যে পাগল হয়ে লজ্জা ভয় ছাড়ে,
কৃষ্ণ, তারই মেলে যে অনলে ঝাঁপ দিতে ভয় করে না।
("হা কৃষ্ণ যা কর" বলে)
সে আপনি কাঁদে, আপনি হাসে, আপনি নাচে গায়,
আর জগৎ ছাড়া মানুষ হয়ে জগতে বেড়ায়।
ভুলুয়া গায় নির্ব্বাসনায় সেই জনার উপাসনা।

তব নাম নিয়া যদি, নয়নে না বহে নীর,
হৃদয়ে না জাগে প্রেমানন্দ।
পুলকে পূরিত যদি, নাহি হয় কলেবর,
রসনা না পিয়ে মকরন্দ॥
তব কৃপা পদে পদে, হেরি যদি এ হৃদয়,
গলিয়া না রবে সদানন্দ।
তুমি যে আমার প্রভু, তার শত পরমাণ,
পাইয়াও নাহি যায় সন্দ॥
তোমারি জগৎ, তুমি, যেমন রাখিবে রবে,
আঁধারের তুমি রবি চন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমারি বিধানে যত, ঘটনাঘটন ঘটে,
জানিয়াও রহে মনে দ্বন্দ্ব ॥
তবে এ জীবনে আর, কাজ কি এখন আছে,
মন্দ জীবন চিরনিন্দ্য।
ব্যর্থ-জীবন অপদার্থ ভুলুয়াকে, সরাইয়া দেও হে গোবিন্দ ॥

চঞ্চল মন, অনুদিন মনে চিন্তহ, গোপী-মন-মোহন শ্যাম।
রসনা রসহ, অনুখণ উচ্চারণ, করি রসময় হরিনাম ॥
কর চলহ হরি-মন্দির মার্জ্জনে, কুসুম তুলসী তুলি আনি,
চন্দনে চর্চ্চিয়া অঞ্জলি দেহ হরি-চরণে জোড় করি পাণি ॥
অনুভবি প্রতি জীব-তনু, হরি-মন্দির, রাস-বিলাস নিকেতন।
শত সাবধানে অতি সম্মান সহিত, কর জীব সেবা অনুখণ ॥
নয়ন রহহ থির হরিপদ-কমলে, শ্রবণ শুনহ হরিনাম।
ভুলুয়া এ তনুমন, অরপণ করি ভজ, হরি থির সুখময় ধাম॥

জয় জয় দেব গোপাল।
দেব গোপাল, জয় ব্রহ্মগোপাল।
জয় জয় যশোমতী-নয়নানন্দ, অঙ্কে দুলায়ত হরষিত নন্দ,
বিহীন-মন্দ, সচ্চিদানন্দ, গোকুল-চন্দ, নন্দ-দুলাল ॥
বালক-সুলভ-চৌর-শ্রীমন্ত, ক্ষীর-সর-নবনী-লালসবন্ত,
যশোমতী-বেত্র-ভয়ে ভীত-নেত্র, বিচিত্র-বদন, কুঞ্চিত-ভাল ॥
বরজে বিরাজে গোপরাজ-তনয়, গোপ-তনয় বটে গোপ ও ত
নয় ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবরাজ-বাজ, লাঞ্ছিত-সাজ, লাঞ্ছিত প্রজাপতি-মুকুট-মাল
বালক-ঘাতিনী পুতনা-প্রাণান্ত, তরু যমলার্জ্জুন-শাপ ভোগান্ত
কালীয়-গর্ব্ব পদভরে খর্ব্ব, রক্ষিত সর্ব্ব বরজ-রাখাল ॥
বৃন্দাবন প্রিয় বৃন্দা-প্রমোদ, প্রেমময়ী-রাধিকা-চিত্ত-বিনোদ
প্রাণদ, মানদ, রাস-বিশারদ, গোকুল-সম্পদ রসিকলাল ॥
উদুখল-বন্ধন-প্রিয় ভাঙ্গে ভাণ্ড নিরখয়ে যশোমতী বদনে
ব্রহ্মাণ্ড,
ভাবি রস-পণ্ডিত, ভাবোদ্ভাসিত, খণ্ডিত ভুলুয়া-সংসার-জাল ॥

ঐ দেখা যায় যমুনা-পুলিন।
এখনো সে মাধুরিমা কালবশে নয় মলিন।
এখনো শ্রীগোপী-সঙ্গে, মধুময় রসরঙ্গে
রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি রঙ্গময় নিশিদিন ॥
এখনো যমুনা-জলে, আনন্দের তরঙ্গ চলে,
এখনো কদম্বতলে, বিরাজমান ভক্তাধীন ॥
এখনো সেই নৌকাবিলাস, মহাভাবের সেই মহারাস,
এখনো ধেয়ানে দেখেন, যারা ভাবুক সুপ্রবীণ।
ভুলুয়া রে দেখবি যদি, পুলিনে দুই নয়ন মুদি।
"জয় রাধে গোবিন্দ" বলে, হও না ধ্যানে সমাসীন ॥

বৃন্দাবন-চন্দ্র-শ্রীপদে, অর্পিত মন যার,
নিঃস্ব হলেও ধরনী-পৃষ্ঠে ধন্য জনম তার ॥
সে, হিংসা-নিন্দা-বিবর্জ্জিত, তার, চিত্ত সত্যে সুসজ্জিত,
তার, বক্ষে শোভিত, বিবেক-ভক্তি-কাঞ্চনে গড়া হার ॥
ধন্য জনম তার ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখ পূর্ণ এ সংসারে, শান্তি তাহারই সঙ্গে ফিরে,
দর্শনে তার রয় না আর্ত্তি, ত্রিতাপ যন্ত্রণার ॥
ধন্য জনম তার ॥

করুণা-সিন্ধু-নামাশ্রয়ে, উত্তীর্ণ সে নিঃসংশয়ে,
দুস্তর-মহা-উর্ম্মী-পূরিত, সংসার পারাবার ॥
ধন্য জনম তার ॥

জটিলা-কুটিলা-পূর্ণ প্রদেশে, ক্ষণতরে তার মন না পশে,
আহ্লাদিনী-চিন্তায় তার, নয়নে পুলক-ধার ॥
ধন্য জনম তার ॥

পরমানন্দে সদা সে মগ্ন, অনুকূল তার গ্রহের লগ্ন,
বিঘ্ন-বিপদে কৃষ্ণ কৃপায়, মুক্ত সে অনিবার ॥
ধন্য জনম তার ॥

রসনা তাহার উচ্চে ফুকারে, "রাম, কৃষ্ণ, হরে, মুরারে,"
ভুলুয়া বর্ণে, সে নীল বর্ণ, বহয়ে তাহার ভার।
ধন্য জনম তার ॥

কৃষ্ণ নাম রস ধাম অমৃতের সিন্ধু রে।
কৃষ্ণনাম দীন হীন কাঙ্গালের বন্ধু রে।
কৃষ্ণ নামে করে নরে পরম পবিত্র।
কৃষ্ণ প্রেমে সমুজ্জ্বল মানব চরিত্র ॥
কৃষ্ণ নামাশ্রয়ে দূর হয় মায়াভ্রান্তি।
কৃষ্ণ নামে উপজয়ে অবিরাম শান্তি।
কৃষ্ণ নাম নিলে জন্মে সুনির্গুণ ভক্তি।
কৃষ্ণ নামে ভবের বন্ধনে পায় মুক্তি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্ব যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ।
কৃষ্ণ নাম যার মুখে সে বটে গরীষ্ঠ॥
কৃষ্ণ নামে বিরাজে সকল মহাতীর্থ।
কৃষ্ণ নাম পরম চরম পুরুষার্থ।
কৃষ্ণ নাম ইহ পর কালের সম্বল।
কৃষ্ণ নাম দান করে পরম মঙ্গল।
কৃষ্ণ নাম জপে ঘটে থির চিত্তশুদ্ধি।
কৃষ্ণ নাম যার মুখে তার থির বুদ্ধি।
কৃষ্ণ নাম হুতাশনে পাপ তাপ দহে।
কৃষ্ণ নামে তাপত্রয়ে মুক্ত সদা রহে।
বিপদে সম্পদে যবে যে ভাবেই থাক।
ভুলুয়া হা কৃষ্ণ বলি সর্ব্বদাই ডাক॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীশিব-সঙ্গীত

দেব-দেব মহাদেব অনাদিনাথ মহেশ্বর।
বিশ্ববন্দ্য, বিশ্বনাথ, বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর ॥
চন্দ্রভাল, মদন-কাল, ত্রিশূল-পাণি ভূজগমাল,
লোকনাথ কাঙ্গালবন্ধু, অনাথনাথ গৌরী-বর ॥
ব্যোমকেশ বৃষভযান, কাশীপুরবাসি-প্রাণ,
প্রমথনাথ নন্দিকেশ, গণেশ-পাল গঙ্গাধর ॥
নীলকণ্ঠ, পঞ্চবদন, নিঃস্ব-নাথ, ভস্ম-ভূষণ,
ধূর্জ্জটি, পশুপতিনাথ চন্দ্রনাথ, বিঘনহর ॥
ত্রিপুর-নাম দৈত্য-বৈরী, ত্রিদিবকান্ত ত্রিতাপহারী,
ত্র্যম্বক, শিঙ্গা-ডুমুর-ধারী, শঙ্কর, হর, দিক্-অম্বর ॥
আশুতোষ দীনবন্ধু বিশ্ব-পালক করুণা-সিন্ধু
ভুলুয়া ভয়-পারাবার-পার-তরণী-কর্ণধার ॥

—০—

ইন্দ্রিয়-সুখ-বাসনা-তন্দ্রা নয়ন ছাড়িয়া যায় না।
সুরমুনীন্দ্র-মোহন তোমা তাই ত দেখিতে পায়না।
তুমিই আমার করুণাসিন্ধু
তুমিই আমার সুহৃদ, বন্ধু,
ক্ষুধার অন্ন তোমা বই কেহ কখনো আনিয়া দেয় না।
—তবু তোমাকে দেখিতে পায় না ॥
ভবনে, বা বনে, প্রান্তরে থাকি,
দেব-দেব তোমায় ডাকি, বা না ডাকি,
তোমার করুণা ভিন্ন কোথাও, এক পলও কুলায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—তবু তোমাকে দেখিতে পায় না ॥
আমি, এতই দুরাশা-মোহ-পীড়িত,
এতই ভ্রান্তি-জালে জড়িত,
ছাড়িয়া মিথ্যা, ধরিতে সত্য, কিছুতেই মন চায়না।
—তাই তোমাকে দেখিতে পায়না ॥
পাইনা যে কিছু তুমি না দিলে,
যাইনা যে কোথাও তুমি না নিলে,
ভুলুয়া সে কথা ভুলিয়াও কভু, স্মরণ করিতে চায়না।
—তাই তোমাকে দেখিতে পায়না,—
কারণ, ইন্দ্রিয়-সুখ-বাসনা-তন্দ্রা নয়ন ছাড়িয়া যায় না ॥

—০—

কার কাছে যাব, কোথায় দাঁড়াব, তুমি দিলে দূর করিয়া।
স্নেহ-সিন্ধু পিতা অনাদরে যায়, আদরে কে তায় ধরিয়া ?
তনয়ের দোষ পদে পদে থাকে, অনুশাসন করে জননী-জনকে,
কিন্তু কে তাড়ায় জনমের মত, স্নেহের বাঁধন ছিঁড়িয়া ॥
সন্তান যদি বিদেশে আসিয়া, সঙ্কটে পড়ে বিপন্ন হইয়া,
সংবাদ শুনি, জনক-জননী, উদ্ধারে তায় ধাইয়া।
আমিও এবার সংসার-বিদেশে, বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছি এসে,
তাই আর্ত্তস্বরে, ডাকি বারবার, বাবা বিশ্বনাথ বলিয়া ॥
ইচ্ছা হয় রাখ পিতার গৌরব,
তোমারই ত হাতে রাখা মারা সব,
না রাখ, তোমার অকরুণার কথা, মাকে বলে দেবে ভুলুয়া ॥

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি এ হৃদয় বল্লভ পরমেশ্বর এস হৃদয়ে।
তারকেশ্বর, তাপত্রয়-যন্ত্রণা দেহ জুড়ায়ে।
মোহ-বিমূঢ় অজ্ঞান আমি, করুণা-মূর্ত্তি জ্ঞানময় তুমি,
ভ্রান্তিবশতঃ, করিয়াছি যত, স্বগুণে সকল ক্ষমিয়ে।
—পরমেশ্বর এস হৃদয়ে॥
মত্ত ভোগাশা-কুহক-মদে, ধরি কোদণ্ড স্বখাদ হ্রদে,
মগ্ন-তরণী, মরণোন্মুখে, উদ্ধর আজ ধরিয়ে।
—পরমেশ্বর এস হৃদয়ে॥
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় তুমি, নিঃসম্বল কাঙ্গাল আমি,
আজ, কাতরকণ্ঠে, তোমাকে ডাকি আর না দূরে রহিয়ে॥
—পরমেশ্বর এস হৃদয়ে॥
ও পাদপদ্মে ভুলুয়ার আশ, জনমে জনমে রহি পদ-দাস
মুদ্রিত যেন করি এ নয়ন, কীর্ত্তন তব করিয়ে,
—পরমেশ্বর এস হৃদয়ে॥

—০—

যার কেহ নাই তারই তুমি হও, দেখি তোমার এই ব্যবহার,
দীনবন্ধু, কৃপা-সিন্ধু মহেশ্বর, বলি অর্চ্চে তোমায় ত্রিসংসার॥
কাল ভুজঙ্গমে হিংস্র খল বলি, যে দেখে সে করে পরহার।
দেখি তায় তুমি অতি নিরাশ্রয়, করেছ অঙ্গের অলঙ্কার॥
তুচ্ছ জ্ঞানে লোকে ভস্মে পরিহরে, উপেক্ষিত তাহা সবাকার।
তার চিত্ত-ক্ষোভ, বিনাশিতে প্রভো, অঙ্গে মাখ তুমি অনিবার।
তাই বলি, যত অগণ্য জঘন্য নিঃস্ব নিরাশ্রয় এ ধরার,
হে বৈদ্যনাথ নিত্যইত দেখি, মাত্র তুমি সহায় তা-সবার॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্ব দোষে দুষ্ট, সর্ব্বজনঘৃণ্য আমার মত বিশ্বে নাহি আর,
বঞ্চিত কি আমি রব করুণায়, এই প্রশ্ন এখন ভুলুয়ার ॥

—০—

ভবে সেই ত আমার প্রাণ।
যে আমায় শুনাতে পারে, বিশ্বনাথের গান॥
যার মুখে নাই বিষয়ালাপ, করে না যে দুখে বিলাপ,
বিশ্বনাথে নির্ভরি যার, সুখ-দুখ সমান॥
সেইত আমার সুহৃদ সহায়, আত্মীয় প্রধান এ ধরায়,
সম্মান-ভাজন তাহার মত, নাই আর আমার আন॥
ভুলুয়া গায় তারই সঙ্গ, তারই মুখের পরসঙ্গ,—
ত্রিতাপ-তপ্ত এ হৃদয়ে, করে শান্তি দান॥

—০—

জয়, শিব, শঙ্কর, ভব-ভয়-হর হে বিশ্বনাথ।
নিঃস্ব-দীন-হীন-ভরসা, বিশ্ব-জীবন, জগন্নাথ।
হে চরণাশ্রিত পালক, দুর্ব্বিপাকে তারক,
আজ, চরণাশ্রিত শরণাগতে কর করুণা-দৃষ্টিপাত॥
তুমি আশুতোষ, পশুপতি, পরমাশ্রয়, পরমগতি,
উৎকট ভব রোগ-কবলে, মুক্তিদায়ক বৈদ্যনাথ॥
অচ্চিতে তোমা না আছে শক্তি,
করি নাই তোমা জীবনে ভক্তি,
রক্ষ স্বগুণে যদি ভুলুয়ায় এড়ায় সে কালদণ্ডাঘাত॥

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুলুয়া বাবা

(পরিব্রাজকরূপে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনাদির আদি তুমিই জগতনাথ হে জগদীশ্বর।
তুমি, দীনবন্ধু দীন-জীবন, দীনে নিদানে উদ্ধর।
তুমি সর্ব্বতঃ অসীমানন্ত, অথচ অন্তর-বাহির-শূন্য,
একেলাই তুমি ব্যাপিয়া বিশ্ব, সলিল, অনিল, অম্বর॥
তুমিই শক্তি, সূর্য্য, গণেশ, তুমিই রাম, কৃষ্ণ, মহেশ,
তুমিই বিশ্ব জুড়ি উপাস্য, বিশ্বেশ পরাৎপর॥
বিশ্ব তোমারি রঙ্গমঞ্চ, বিস্তারি মায়া মানবে বঞ্চ,
প্রার্থে ভুলুয়া, বঞ্চ না আর, যাহারা তোমার কিঙ্কর॥

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গীত—মনের প্রতি

সুখ-বাসনা যদি অন্তরে ছিল তোর,
সংসারে কেন তবে পশিলি।
সুখময় হরি পরি— হরি কেন অসুখের
অরসিকে ডাকি ভালবাসিলি॥
অমর হইতে যদি অন্তরে ছিল আশ,
অবহেলি সুধার কলস কেন আসিলি॥
গরত খুঁড়িয়া কেন ধরি খর বিষধর
গরল খাইতে তুই বসিলি॥
চাঁদের শীতল সুধা ছাড়ি খর দিবাকর
বহ্নিবরষ করে থাকিলি।
ভুলুয়া ভণয়ে মোহে চন্দন অবহেলি,
বিষবংশ গায় মাখিলি॥

আপনার সুখে, আপনি ত ছিলি,
কেন হলি যেচে পরের মুটে ?
নাই কোন দায়, পরের বোঝা টেনে,
এখন মারা যাস্ গরম ছুটে॥
ভোজন-শয়ন, সময়ে ঘটে না,
যায় দিনরাত সমান খেটে।
মজুরী চাহিলে মনিব যারা তোর,
ঠেঙ্গা নিয়ে তোয় মারতে ওঠে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটু যদি তুই, জিড়াতে চাহিস
ধমকায় তারা সকলে জুঠে।
নজরবন্দী তোয়, করেছে এমন,
সাধ্য নাই যে আর পালাবি ছুটে ॥
ভাবলি হবে হিত, হল বিপরীত,
কাহার কপালে এমন ঘটে!
ভুলুয়া কহয়ে মোট টানে যারা,
মায়া-মোহ-মহানদীর তটে ॥

এ সংসার আনন্দ-ধামে নিরানন্দে রও কেন মন ?
আনন্দময়ী মা আমার, তাঁর আনন্দে রহ মগন ॥
"হল না, পেলাম না" বলে, কর না আর অনুতাপ,
অবিরত আক্ষেপে রত, ইহাই বড় বিষম পাপ
বিধাতৃর বিধান যাহা, কার সাধ্য খণ্ডাবে তাহা,
লাভালাভ তার তেমন ঘটে, যার যেমন সাধন ভজন ॥
জরাব্যাধি--মৃত্যুর অধীন যখন রে এই কলেবর,
তখন মাত্র দেহের সুখে কেন এত যত্নপর !
যখন যাহা না হলে নয়, তা হলেই ত যথেষ্ট হয়।
শিরে মরণ চিন্তা করি, স্মর মার অভয়-চরণ ॥
যতই আশা পূর্ণ হয় রে, ততই বাড়ে নূতন আশ,
আশায় তৃপ্তি নাহি ঘটে, আশায় ঘটায় সর্ব্বনাশ।
ভোগে ভোগের আগুন বাড়ে, জ্বালায় জীবে হাড়ে-হাড়ে
রহ যথালাভে তুষ্ট, ভাব ইষ্ট অনুক্ষণ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুরাশায় উন্মত্ত হয়ে, যতই ছুটোছুটি কর,
হয় না আশা পূর্ণ তাহে, মনাগুনে পুড়ে মর।
প্রবৃত্তির সম্বন্ধ ছাড়ি, চল মন নিবৃত্তির বাড়ী,
নশ্বরত্ব চিন্তা করি, কর আত্ম-সম্বরণ ॥
এই ধরণীর সবই অস্থির, পদ্মপত্রে যেমন নীর,
ধন জন কি সঙ্গে যাবে, ভেবে কেন হওনা ধীর।
ভুসি, আমার-আমার বুলি, মায়া মোহের চুলোচুলি,
"জয় মা" বলি, ভুলুয়ারে, কর আত্মসম্বরণ ॥

ভবে কর্ত্তা নাই সেই একজন ছাড়া।
সে যা হুকুম করবে, তাহার নড়বে না ক একটি কড়া ॥
তুমি আমি যে যা করি, সেই সকলের গোড়া।
এই কলের জগৎ তেমনি চলে, যেমনি দেয় সে কলে মোড়া ॥
কত কষ্টে জুঠলাম টাকা, করি কড়া কড়া।
সোনার বালা গড়ব, আশা, গড়লাম শেষে লোহার কড়া ॥
মনের সুখে চড়ব বলে, কিনে আনলাম ঘোড়া।
রাত পোহালে যেয়ে দেখি, সে বাত হয়ে হয়েছে খোঁড়া ॥
কত আশায় রং-বিরঙে দালান-কোঠা গড়া ॥
(সুখে বাস করব বলে)
এবার, এক মড়কে সব মরেছে, এখন, জঙ্গলে হয়েছে জোড়া ॥
মশল্লা পিশিবার আশে, কিনে আনলাম নোড়া।
ভুলুয়া গায় সেই নোড়াই ত, ভেঙ্গেছে তোর দাঁতের গোড়া ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন করনা ছুটোছুটি ।
যোগে ভাগ্যে যাহা আছে, আপনি তাহা যাবে জুটি ॥
কর্ম্মরজ্জুবদ্ধ তুমি মন, শ্যামা মার হাতে সে রজ্জুর গুটি ।
সে যখন বসায় তখন বসি, যখন উঠায় তখন উঠি ॥
সে যেমন বলায় তেমনি বলি, যেমন হাঁটায় তেমনি হাঁটি ।
খাব খাব বল্লে কি হয়, তারই হাতে সরাকাঠী ॥
সে না দিলে যায় না পাওয়া, মিথ্যে আশায় হলে মাটী ।
ঐ যে, কেউ মারে, কেউ রক্ষা করে, তাও তার ইচ্ছা যেন খাঁটি ॥
কাহার সাধ্য আছে ভবে, তাহার বিধান যায় উলটি ।
এখন, ছুটোছুটি ত্যাগ করি মন, ধর মায়ের চরণ দুটি ॥
কতই ধরলে, কতই ছাড়লে, তাই পেলে সে দিল যেটী ।
ভুলুয়ার ভুল আগাগোড়া, বুঝলনা সার মোটামুটী ॥

———

কাহে এত চঞ্চল, রহবি দিন-যামিনী ।
কাহে এত দুর্ভাবনা ঘোর !
ভাবনা-ভয়-হারিণী বর-অভয়-দায়িনী,
তারিণী জননী যদি তোর ॥
যদি কহবি কাল অতি, কুটিল-গতি বহমান,
কালগতি রোধ সুদুষ্কর,
সো কাল জননী কালী-- চরণ তলে বিগলিত,
অতি ললিত ভাবে বিভোর ॥
(তা কি চেয়ে দেখিস্ নারে ? কাল কালীর চরণ-তলে,
আমায় দয়া কর বলে ।-অতি ললিত ভাবে বিভোর ।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রবি, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, বহ্নি, বায়ু, বরুণ, যম,
—শাসিত যাঁর শাসনে নিরন্তর।
ভুলুয়া ভণে, সোহি মহা-- মহিয়সী জননী যদি,
তোকে, অঙ্কে রাখি কহয়ে "মোর মোর॥"

——

মন যতক্ষণ ভবে থাক।
"জয় কালী জয় কালী" বলে অন্তরে বাহিরে ডাক॥
গা তুল জয় কালী বলে, কালী বলে শুয়ে থেক।
যেখানে যাও যাহাই কর, জয় কালী নাম ভুলনাক॥
আগে কালী, পাছে কালী, কালীরূপে নজর রেখ।
এবার নজরবন্দি করলে মাকে, ভবের বন্ধন থাকবে নাক॥
(নজরবন্দি করি মাকে, এক ধেয়ানে রূপ নিরখ॥)
মনে কালী, মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে মন কালী আঁক।
ভুলুয়া গায় "কালী" বলে ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটোই ঢাক॥

——

তাঁর নাম কেন লাগবে ভাল, নামে তোর কি অধিকার!
বিষের কৃমি বিষেই বাঁচে সুধায় পলে মরণ তার।
সদাই তোর কলহ দ্বন্দ্ব, সদাই তোর অন্তরে সন্দ,
আনন্দময় প্রেমের দেশে, যেতে তুই কি পারিস আর?
কামোপভোগের মোহ, অন্তরে তোর অহরহ,
প্যাঁচার চোখে সয় কি আলো, ভালো লাগে অন্ধকার॥
ভুলুয়া গায় দুখের কথা, বলার মানুষ পাব কোথা,
মর্কটে চায় মটর দানা, চায় না কোহীনূরের হার॥

——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন কি বলে ডাকিস মাকে।
আজ যদি মা এসে দাঁড়ায়, বল কোথা বসাবি তাকে॥
একখানি ঘর পুঁজি মন তোর, বাজে জিনিস লাখে লাখে।
ঘরের, চাল সমান করেছিস বোঝাই, ঠেসে ঠুসে
থাক বেথাকে॥
ঘরে দুর্গন্ধময় পচা ময়লা রেখেছিস্ যা কেউ না রাখে।
আবার দুয়োর জুড়ে বসায়েছিস্ মল-ঘাটা সেই
কাম বেটাকে॥
তোর ঘরের মধ্যে মোহের আঁধার, এমন ঘরে বল কে
ঢোকে।
আঁধার ঘরে চোরের বাসা, সমঝিয়ে দে ভুলুয়াকে॥

তাতে ক্ষোভের কারণ নাই,
তালের গাছে তালাস করে, আম যদি না পাই॥
অমানুষের বাড়ী যেয়ে মনুষত্ব চাই।
শেষে যদি পিঠে দুটো লাঠির বাড়ি খাই॥
নীচ স্বার্থপরের কাছে প্রত্যুপকার চাই।
সে যদি মন বিদায় করে, দিয়ে আখার ছাই॥
চোর ডাকাতের বাড়ী যেয়ে ভাগবত শুনাই।
তারা, ভাগবত খান কেড়ে নিয়ে দেয় যদি তাড়াই॥
পারের আশায় ঘাট ছেড়ে মন অঘাটে দাঁড়াই।
ভুলুয়া গায় হাজার ডাকে নাও যদি না পাই॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন যাহাকে খুঁজে মর।
সে যে অন্তরে বাহিরে তোমার, ধরা দিলেও ধরতে নার॥
বিশ্বভরা মূর্তি তাঁহার, স্বপ্রকাশ সে নিরন্তর।
সেই ত সঞ্জীবনীরূপে, দেহীর শোভা মনোহর॥
সেই ত হাসায়, সেই ত হাসে, তারার সঙ্গে সুধাকর।
আবার সেই ত অরুণ পরভাতে, মধ্যাহ্নে হয় খরতর॥
সে, যেমন নাচায় তেমনি নাচ, যে বোল ধরায় তাহাই ধর।
তারই, কোলের মধ্যে বসে, বল্‌ছ আমায় কোলে কর॥
ভুলুয়া গায়, তাই যদি হয়, আর কেন মন মুলুক ঘোর?
নয়ন মুদে হৃদে দেখ, হৃদ-বিহারী নটবর।

——

হৃদয়ে রেখ। (যতনে তারিণী-পদ)
আর, "তার মা তারিণি", বলে, বদনে সঘনে ডেক॥
সাগরের তরঙ্গের মত, সংসারের বিপত্তি যত,
দুখে হয়ে আত্মহারা, মা-নাম ভুলে থেক নাক॥
জরা-মরণ ব্যাধির কোলে, বসতি এই ধরাতলে,
দৈব তাহে প্রতিকূলে, কেন না দেখ॥
প্রতিকূল পাঁচ ভূতের ঘরে, ভুলুয়া বসতি করে,
কখন কি ঘটে কপালে, সতত সাবধানে থেক॥

——

দ্বন্দ্ব পরিহর, বন্দ মন অন্তরে,
তারিণী-চরণারবিন্দ রে।
ভঙ্গ কর খেলা, কুরঙ্গ-রস যত,
তরিতে হবে ভব-সিন্ধু রে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিন্দি পর জনে, ব্যঙ্গ করিছ কত,
হেরিতে নিজ দোষ অন্ধ রে।
আপনা পাসরিহ, পর কুতুসা কহ,
করছি পরিণাম মন্দ রে॥
খর্ব্ব কর এবে, গর্ব্ব অভিমান,
সর্ব্বরূপ মতি মন্দ রে।
সময় থাকিতে স্মর তারিণী-পদ,
হইবে কাল ভয় বন্ধ রে॥
কাল কু বায়ুসহ নাসায় প্রবেশিল,
জরামরণ-কটু গন্ধ রে।
ভুলুয়া কহে কাল বাহির হইয়াছে
তাহাতে নাহি কোন সন্দ রে।

——

মন রে যে সুখে পরমায়ু-ক্ষয় পরম মঙ্গল ঘটেনা।
সে সুখের তরে, এ উচ্চ জনমে, প্রয়াস কভুও খাটেনা॥
চাইনা তবুও দুখ যেমন আসি দিয়া যায় কত যাতনা।
তথা সুখভোগ ঘটার যখন, স্বভাবেই হয় ঘটনা॥
তার তরে পুনঃ প্রয়াসী যে হয়, উচ্চে দৃষ্টি তার উঠেনা।
সর্ব্বদা চঞ্চল, অন্তর তাহার, নিত্যানন্দ তায় ফুটেনা॥
ভোগাপেক্ষা-ত্যাগ নিত্যানন্দ-ধাম, ভুলুয়া সে পথে
হাটেনা।
সুখের আশায় দুঃখ-হাটে যায়, তার কর্ম্মভোগ কাটেনা॥

——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন রে ছাড় জ্ঞানের অহঙ্কার,
উহা জ্ঞান নহে মায়ার বিকার ॥
মিথ্যে ক্ষুদ্র জ্ঞানের অভিমান,
ভক্তি ভিন্ন হন না কভু সদয় ভগবান।
তোমার ঘটপটাদির বিচার মিথ্যে রে, একবার ভেবে দেখ,—
তাহা, ব্যাপার মাত্র কল্পনার ॥
তুমি জগৎ মিথ্যে বলছ যে মুখে,
সেই মুখে প্রার্থনা করছ জাগতিক সুখে
তোমার কথার সঙ্গে কার্য্য মেলে না--নিজেই ভেবে দেখ,—
কেবল বৃথা বাক্ বিতণ্ডা সার ॥
মুক্তি লক্ষ্য নয় উপাসনার,
মুক্তির পরে ভক্তি ঘটে, জানিও এই সার।
সেই ভক্তিতে মিলে ভগবান, নিত্যানন্দ-ধাম,
যার, উপরে নাই প্রাপ্য আর ॥
ভক্ত-সঙ্গের মহিমা অপার,
ভক্ত-সঙ্গে যায় রে মনের দম্ভ-অহঙ্কার।
ইথে, চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয় লৌহ, সাক্ষী শত শত,
ভক্ত, জীবন-মুক্ত নির্ব্বিকার ॥
বন্ধনের বাসনা যে সকল,
পরশিতে নারে তারা ভক্তের চরণ তল।
ভক্ত সাধুর সঙ্গে দিন যাবে, নিত্য সদালাপে,
মাত্র, প্রার্থনা এই ভুলুয়ার ॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার একি বিষম ভুল !
তুমি, আপন ভুলে, পরের কথা, তুলে বাধাও হুলুস্থুল ॥
লোকের কর্ম্মের ভাল মন্দ ফলাফল যত,
লোকে তাহা সইবে, তাতে তোমার কি এত ?
তুমি, আপন তরি আপনি বেয়ে, আপনি ধর আপন কূল ॥
এক কালো রঙের চশমা এবার চোখে পরেছ,
তাই সবুজ সাদা সকলই এক কালোই দেখিছ।
কত, তারার মত হীরে ধরে, বলিছ তামাকের গুল ॥
ঘর জোঠে না, গাছ তলায় তাই কর বসতি,
কিন্তু মহারাজার রঙমহলের কর অখ্যাতি,
তোমার এ দর্প আর থাক্‌বে কদিন, ফুটেছে ঐ ঝিঙের
ফুল ॥

ভুলুয়া গায় হাঁড়ী-মারা কুকুর আমার মন,
প্রহারে প্রাণান্ত, তবু যেমন সে তেমন।
ছাঁটলে কাটলে লাভ কিছু নাই, স্বভাব আমার কেশের
মূল ॥

—০—

মন আমার বেহায়া বিশে।
সে, জাগাঘরে চুরি করে, পেটন খেয়ে হারায় দিশে ॥
চুরির সময় করে চুরি ছটা চোরের সঙ্গে মিশে।
চোরা মালের মালিক তারা, ও দেয় শুধু ধরা এসে ॥
কত দুর্নাম রটেছে ওর, জেল খেটেছে দেশ-বিদেশে।
তবু ব্যাটার জ্ঞান হল না, দায়মালী আসামী শেষে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় যাবে ও দ্বীপান্তরে, না হয় এবার ঝুলবে ফাঁসে।
ভুলুয়া গায়, এখনো বাঁচে, দাঁড়ায় যদি মায়ের পাশে ॥
(জয় কালী জয় কালী বলে)

—০—

তোমার ঐ ত রোগের গোড়া।
তোমায় কিনতে বল্লাম মিহিদানা, কিনে আনলে মেটে ঘোড়া ॥
ভাল বললে মন্দ বোঝ, বেদকে বল কবির ছড়া।
যত ঘসী খেয়ে হেসে বল, এবার খেলাম ছানাবড়া ॥
এমনি মোহ, অহরহ, ভাবলে কেবল টাকার তোড়া।
আর, গেঁয়ে কথায় গোল পাকিয়ে, রসনাকে রাখলে জোড়া ॥
চেটেছ মন তালের আঁঠী, তার ঢেকুরে বদন ভরা।
উঠে কি চন্দনের গন্ধ, ঘষলে কেবল পাটানোড়া ॥
ধর্ম্মের দোহাই, সে কি শুনে, ছয়টা ভূত যার ঘাড়ে-চড়া।
কালের হুকুম চিরকালই, তাহার উপর চড়া-চড়া ॥
ধরলনা সুপথ ভুলুয়া, সাত জনমের কপালপোড়া।
সে, গাঁয় মানে না আপনি মোড়ল, পেতে বসি উল্টো মোড়া।

—০—

উল্টো বুঝলি মন।
তাই, আঙ্গার খাওয়া স্বভাব করি, আঙ্গুর করলি অযতন ॥
পরের কথা শুনে এবার, চিনলিনে তোর কে আপন।
তাই, তালের আঁঠি পূজতে বসলি, দূরে ফেলি নারায়ণ ॥
ছিল বৃন্দাবনে যাওয়ার কথা, চললি এখন বাদাবন।
জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘের, জ্বালায় হবি জ্বালাতন ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘৃণা-লজ্জায় মরিস্, শুনি, পুণ্য প্রেমের আলাপন।
কিন্তু মিথ্যা পরনিন্দা শুনি, আনন্দে হস নিমগন॥
মুক্তিক্ষেত্র কাশী-বাসে বাঞ্ছা, বলতি আজনম।
এখন, ঢাকের সঙ্গে বাজাস কাশী, উপহাসে সর্ব্বজন॥
তোর ঘরে মা দয়াময়ী, সে দিকে তোর নাই নয়ন।
ভুলুয়া গায় আপন দোষে, ঘটালি আপন মরণ॥

—০—

মন ভুলেছ কাজের গোড়া।
আম পাড়িতে জামের গাছে, উঠে দিচ্ছ ডালে ঝাড়া॥
রোগ সারাতে ওষুধ বেঁটে, ক্ষয় করিছ পাটা-নোড়া।
কিন্তু, সর্ব্বরোগহর মা-নাম, খেলে না তার একটি মোড়া॥
সুখের আশায় সেই পথে যাও যে পথে দুখ আকাশ-জোড়া।
আবার, চোর ছজনায় সুহৃদ ভাব, মন, তোমার কি কপাল-পোড়া॥
বাটপাড়ের চূড়ান্ত যে লোভ, তায় দিয়েছ চাবির ছড়া।
তোমার টাকা-মোহর দূরের কথা, থাকবে না এক ক্রান্তি কড়া॥
বিল ঘাঁটিলে লাভ কি হবে, রতন রয়না সিন্ধু ছাড়া।
তুমি, সিন্ধু পারের জাহাজ কিনতে, আর যেওনা জোলাপাড়া॥
সতের সঙ্গ সুধার খনি, বিষয়-সঙ্গ বিষে-মোড়া।
ভুলুয়ার ভুল ভাঙ্গবে কিসে, এক গণে সে গাধা-ঘোড়া॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ মর মহীতে, মাকে মা বলিতে, মন রে যে জন শিখেছে,
সে কি পাপ চোখে, দেখে কামিনীকে, মাতৃভাবে মন তার
মজেছে ॥
কামিনীর মূর্ত্তি দেখে সে যখন, মার মূর্ত্তি তার হয় রে স্মরণ,
মার তত্ত্ব মনে করে আলোচন, পাপ-চিন্তা তাহার গিয়েছে ॥
বিশ্বপ্রসবিনী প্রতি ঘরে ঘরে, নারীমূর্ত্তি ধরি বিশ্ব প্রসব করে,
জাগ্রত এ তত্ত্ব যাহার অন্তরে, তার মহাভাব ঘটেছে ॥
কে বলে কামিনী মায়াবিনী বামা, সে দেখে ও মার জীবন্ত
প্রতিমা,
স্নেহময়ী ভবে কে উহার সমা, উহার উপমা কে আছে ॥
যাহার শোণিতে এ দেহ গঠন, শোণিতের স্রাবে লভেছি জনম,
বুকের শোণিতে বেঁচেছে জীবন, সে বিনে ঈশ্বরী কে আছে ॥
জননী প্রতিমা নিরখি যে জন, মনে মনে করে পাপ আলোচন,
(সম্মানের চক্ষে না করে দর্শন)
মানুষ হইয়া সংসারে আসিয়া, ভুলুয়া রে, সে পথ ভুলেছে ॥

মার সাধনা মুখের কথা নয়।
তাতে, উৎসাহ-নির্ভর-ভক্তি, অনেক কিছু করার রয় ॥
রসনায় লাগায়ে দড়ি, বাজাতে হয় দমের ঘড়ি,
আবার, ঘড়ি ঘড়ি ভাবিতে হয়, কেমন ভাবে যায় সময় ॥
যায়না মনের চঞ্চলতা, আসে না তায় ব্যাকুলতা,
মুখে বলি ভজব মাকে, ভজি যত কু-বিষয় ॥
মমতা মোর দেহের প্রতি, দেহের সুখে তন্ময় অতি,
যোগানন্দে আগ্রহ নাই, ভোগানন্দে সুতন্ময় ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন হৃদে মার সাধনা ?—বালির ক্ষেতে হয় না সোনা,
ভুলুয়ার সাধ গরল খেয়ে, একেবারে অমর হয়॥

মন তোমার এ কিরূপ রীতি !
কাজের কথায় নাই মনোযোগ, বাজে কথায় খুবই প্রীতি।
ধর্ম্ম নিয়ে দোকানদারী, বলিহারি এই প্রকৃতি।
কোন দিন হবে দফাসারা, খেয়ে পাষাণ পায়ের লাথি॥
ভক্তির পুণ্যধাম কাছে নয়, যাওয়া যায় না রাতারাতি।
এঁকে বেঁকে আর না ঘুরে সোজাপথে কর গতি॥
ভোগাশার কুহক ছেড়ে, মার চরণে রাখ মতি !
আর, জেনেশুনে বিষ খেও না এ ভুলুয়ার এই মিনতি॥

চঞ্চল মনটাকে ঠিক কর্।
যাতে, আরো দুদিন বাঁচতে পারিস্
সেই পথ এখন ধর্॥
কেয়া ফুলে রয় না মধু, মন-ভুলানো গন্ধ শুধু,
পিপাসার জল দেয় না কভু, লবনের সাগর॥
কেন রে এত ভোগের আশা, ভোগেই যত রোগের বাসা,
পশুর মত স্বভাব হল, মোহ নিরন্তর॥
নাই আর কোন উচ্চাসক্তি, নাই আর জ্ঞান, নাই আর ভক্তি,
সত্যের উক্তি বিরক্তিকর, অঙ্গে সদা জ্বর॥
"হল না, পেলাম না" বলে, আর না ভাসি নয়ন-জলে,
ভুলুয়া রে, একবার মুখে বল্ 'হা মহেশ্বর'॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রে মন স্বভাব বদল কর্।
রসনা সংযত করি, নির্জ্জনে পাত ঘর ॥
ভুলে যা তুই এ সংসারের, মিথ্যে আপন-পর।
দিবানিশি ভাব্‌রে বসি, পরম সহায় পরাৎপর ॥
ভোগ-বাসনার চেষ্টা ছাড়ি, যোগে হ তৎপর।
লাঞ্ছনা আর সইবি কত, শান্তির সুপথ ধর ॥
ভুলুয়া গায় ভোগের মোহে মত্ত যে অন্তর,
সুপথ সে ধরে না হলেও প্রহারে জর্জ্জর ॥

আর, ভাবের ঘরে চুরি কর না।
একাদশী করলে যদি ডুব দিয়ে জল খেও না ॥
ভাবের মানুষ আছে এক জনা,
সে, ভাবের ঘরের চোরকে কভু ক্ষমা করে না।
করে লঘু পাপে গুরু দণ্ড, যতনে দেয় যাতনা ॥
নিজের, ওজন বুঝে কথা বল না,
বেওজনে বললে কথা, ঘটবে লাঞ্ছনা।
আর, বেওজনে ভোজন করে কাপড় নষ্ট কর না ॥
মুখে সাধু মনে গণ্ডগোল,
আর যতন করি মিশাওনা পরমান্নে ঘোল।
তুমি ধর্ম্মের মুখোস পরি, পরের বাগান কেড়ে নিও না ॥
মন রে এখন এই সুবুদ্ধি লও,
চুরিই যখন ছাড়লে, কেন বোচকা আর সরাও ?
ভুলুয়া গায় কাঁঠাল কাঁচা, কিলাইলে পাক্‌বে না ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাকে হরি-ভক্তি বলে না।
যাতে, তোমায় সকল দিলাম বলে, ঘরে লই ষোল আনা।
সেজেগুজে হরি-ভক্ত হই,
চরণ বিনে আর কোন ধন চাইনে কত কই।
কিন্তু তফিলে হাত দিতে হলেই, জ্ঞানের নাড়ী টন্‌টনা॥
ষোল আনা হিসেব ঠিক আছে,
কেবল, ঠাকুর-সেবা জন্য ব্যাকুল দশজনের কাছে।
ঠাকুর সেবার দৌলতে মোর গিন্নীর গায়ে গহনা॥
মুখে বলি মন-বুদ্ধি গোবিন্দে অর্পণ,
করিলে হয় প্রাপ্তির উপায় আত্ম-নিবেদন।
কিন্তু দারাপুত্রে মন নিযুক্ত, মুখস্থ উপাসনা॥
প্রেম হলে জল আপনি আস্‌বে,
নইলে, সাদা চোখে তেল দিয়ে আর কত কাল কাঁদ্‌বে?
তোমার, মন কাঁদেনা, লোক দেখাতে, নাকি সুরে সুর
টানা॥
আমটী সারি আমড়াটী দেখাই,
আর, বলি তোমায় সবই দিলাম, মোর আর কিছু নাই।
ভুলুয়া গায়, পাওয়ার বেলায়, আমড়া বই আম আসে না॥

—০—

আর কত কাল র'বি মোহের দাস?
হোটেলের বিছানায় শুয়ে করবি রে এ-পাশ, ও-পাশ?
বচন গেল লোচন গেল, চলাচলের চরণ গেল,
সকল গেল ছাড়বি না কি, তবু মোহের বদ-অভ্যাস॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথায় বাড়ী কোথায় ঘর, কে তোর আপন কে তোর পর ?
না বুঝে মন পরের ঘরে, আর কতকাল করবি বাস ॥
কার কি হল, কার কি হবে, মরলি কেবল তাহাই ভেবে,
তোর কি হল, তোর কি হবে, ভাবার নাই তোর অবকাশ ॥
তোর ঘরে মা দয়াময়ী, তাঁর পূজায় তোর নজরই নাই,
মরলি মোহের কুহকে তুই, কেটে পরের ঘোড়ার ঘাস ॥
ভুলুয়া গায় মদ খেয়েছে, এখন কি আর মানুষ আছে,
ছুটলে নেশা বুঝবে এবার, করল কেমন সর্ব্বনাশ ॥

—০—

চিরদিন এই ভবে, বল কেবা বেঁচে রবে,
বিচারিয়া মনে কেন দেখ না।
দেখিয়া রে মূঢ় মন, সুপথ ধরিয়া চল,
আশার কুহকে আর থেক না॥
এই মনোরম দেহ, ধন-পরিজন-গেহ,
যতই যতনে তুমি রাখ না।
কালের নিঃশ্বাসে হতেছে নিঃশেষ,
কোথাও চিরদিন থাকে না॥
নিশ্চয় একদিন, সকল ছাড়িতে হবে,
সে দিনের ও নাহি কোন ঠিকানা।
সময় থাকিতে ভবে, যিনি বিনা গতি নাই,
তাঁয় কেন একবার ডাক না।
সাধক-সজ্জন, সঙ্গ ধরিয়া এবে,
শিক্ষা করিয়া তাঁর সাধনা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাগ্র অন্তরে কি জন্য ভুলুয়া,
তাঁর পদে তন্ময় রহ না ॥

—০—

কর্ম্মক্ষম এই, সুন্দর কলেবর,
দিন দুই পরে কারো থাকে না।
সম্ভাষণে যারা, সম্পদে প্রভু বলি,
সঙ্কটে তারা কেউ ডাকে না ॥
অক্ষম হলে তনু, আত্মীয়-পরিজন,
শ্রদ্ধা তেমন ঠিক রাখে না।
সুখের কুটুম যারা, দুখময় দুর্দ্দিনে,
নয়ন ফিরায়ে কেহ দেখে না।
সাক্ষী তাহার কত, প্রত্যহ দেখা যায়,
প্রত্যেক গৃহে এই ঘটনা!
দুর্ম্মতি ভুলুয়া, তবু নহে সাবধান,
"আমার, আমার" বুলি ছাড়ে না ॥

এখনে মন আর কেঁদ না।
পরে তারা কেঁদেই থাকে, আগে যারা রোধ মানে না ॥
কুপথে মন হাঁটার সময়, শোন নাই ত কারো মানা।
সাপ ধরি যে গরল খাবে, জুড়াবে কে তার যাতনা ॥
দীপ নিবিলে তেল ঢালিলে, ফিরে তাহা আর জ্বলে না।
সখ করিয়ে নাও ডুবালে চোখের জলে আর ভাসে না ॥
সারাজীবন স্বেচ্ছাচারী, বৃদ্ধকালে উপাসনা।
ভুলুয়া গায়, ডুবো নৌকায়, গুণ বাঁধিয়ে উজান-টানা ॥

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিছ, সুখ-বাসনা, ভাবিছনা, তোমার পাছে কে ও ব'সে ॥
বলে না, কোনও কথা, যাচ্ছ যথা, হচ্ছে তথা নীরবে সে।
বলিয়ে, আমার-আমার. কান্না তোমার, শুনছে সে জন হেসে
হেসে ॥
নাই রে তার, সকাল বিকাল, নাই কালাকাল, কারো মরম
বোঝেনা সে।
সে, এম্‌নি নিদয়, কঠিন হৃদয়, না জিজ্ঞাসি, বাঁধে পাশে ॥
কেড়ে লয়, মায়ের ছেলে, মায় না বলে, শোক-সাগরে সে মা
ভাসে।
কোথাও, কোলের ছেলে, টেনে ফেলে, মায় নিয়ে যায় অচিন
দেশে ॥
মধুময়, প্রেমের বাঁধন, করি ছেদন, সতীর কোলে, পতি নাশে
হয়ে সে, উন্মাদিনী, দিন-যামিনী, দুনয়নের জলে ভাসে।
ভুলুয়া বলে রে ভাই, মন চল যাই, পরম দয়াল হরির পাশে।
যাঁহার, চরণ-তলে, শরণ নিলে, পলাবে সে উর্দ্ধশ্বাসে ॥

মন রে তুমি সদয় হয়ে, আমার এই মিনতি রেখ।
কু-কাজ কর, সু-কাজ কর, সদাই শ্যামাপদে থেক ॥
কু-বুদ্ধিতে হয়ে মত্ত, ভোল যখন আত্মতত্ত্ব,
তখন, ফাঁকের ঘরে উচ্চ স্বরে, এক একবার মা বলে ডেক।
খাঁচার পোষা পাখীর মত, সু-পড়ালাম তোমায় কত,
তুমি, কিছুতেই নিলেনা বুলি, কেবলি কু-বুলি বক ॥
তুমি আমার সাথী হলে, ভয় র'ত না কাল-কবলে,
ত্রিতাপ-জ্বালা যেত চলে, রইত ইহ-পরলোক ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যা হওয়ার তা হয়েছে মন, তোমায় এখন এক নিবেদন,
তুমি, দিনান্তে ভুলুয়ার হৃদয়-পটে, জয় কালীনাম লিখ ॥

—০—

মন রে তোর সাথে কিছুতে যখন
আঁটিতে নারিনু আমি আর,
তখন, তোর মত তুই চল্, মোর মত,
আমিও চলিনু এইবার ॥
কালীনাম মুখে তুই ত নিবি না,
আমি তা লইব বার বার।
তুইত অকূলে ডুবাবি আমায়,
আমি কালী বলি হব পার ॥
তুই ত চলিবি কামাদির সাথে,
আমি কালীনাম করি সার,
নাচিব গাইব, মাকে সব কব,
দেখি জয় পরাজয় কার ॥
তোর তরে মুখ রল না তবুও,
নাহি গেল তোর অহঙ্কার,
ভুলুয়া ভনয়ে মনের প্রভু সেই,
কালী নামের হার বুকে যার ॥

—০—

যদি মা আমার, আমি নই কিসে মার ?
এ অবিচার কেন হবে ?
জীবনে মরণে তাঁহার আশীর্ব্বাদ
কেন এবার আমি, পাব না তবে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হই না আমি মন্দ, তাতে কিসের ভয় ?
মন্দ ছেলে কি আর রয় না ভবে ?
যদি, মন্দ ছেলে হলে, জননী দেয় ফেলে,
তবে, স্নেহময়ী নাম কি গৌরবে ?
আমি যাহার লাগি, হলাম সংসার ত্যাগী,
তাহার ভুলে যাওয়া কি সম্ভবে ?
দণ্ডে, বা দিবসে, মাসে বা বরষে,
একদিন তাঁহার দেখা দিতেই হবে ॥
চিরকাল সে মা, সমান দয়াময়ী,
কে না জানে এই বিপুল ভবে,
নির্ভাবনায় বসি, থাক্ না ভুলুয়া,
আপনি এসে কোলে নিবেই নিবে ॥

———

যার হুকুমে জগৎ চলে, সেই যখন তোমার।
ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা, কেন ভাব [আর !
তোমার ভাল যাহায় হবে, তাহার উপায় সেই করিবে,
তার করুণা হলে, বিপদ ঘটায় সাধ্য কার ?
তাঁর চরণে বুক বাঁধিয়ে, বসে থাক নির্ভয় হয়ে,
তাঁর, নামে বিপদ-সাগরে, হয় নাহি কে পার ?
কর্ত্তা সেই ত রাখা মারার, সেই ত অভাব সেই ত সুসার,
সেই ত তোমার ঘরের আলোক, সেই ত অন্ধকার ॥
সেই ত খোঁড়ার হাতের লাঠি, যাহার জোরে হাটাহাটি,
সেই ত ভব-সিন্ধু-জলে, নৌকা ভুলুয়ার ॥

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন রে, গুরু হওয়া মুখের কথা নয়।
ইহা নৌকায় সাগর পাড়ি দেওয়া, পলে পলে ডোবার ভয়॥
পরের ছাওয়াল শিষ্য হয় এসে,
চায় করুণা চরণ ধরি পারের উদ্দেশে,
আর বিশ্বাস করে ঈশ্বর চেয়েও তার,—
ঐ গুরুদেব পরমাশ্রয়॥
সুখে দুঃখে আপদ বিপদে,
শিষ্য যে, সে, এক মনে রয় গুরুর শ্রীপদে।
আর, জীবনে মরণে ভাবে সে,
তার গুরু সাথী সব সময়॥
শিষ্য যে সে গুরুগত প্রাণ,
গুরুসেবা তাহার সর্ব্ব তপস্যার প্রধান।
গুরু সেবায় সর্ব্বস্ব দিয়ে,—
কত শিষ্য দীনের দুঃখ সয়॥
এই যদি হয় শিষ্যের ব্যবহার,
তবে গুরুর কি কর্ত্তব্য তাহা ভাব রে একবার।
পরের ছেলের শাকান্ন নিলে
তাকে দুধের বাটী দিতে হয়॥
শিশুর জন্য মায়ের প্রাণ যেমন,
শিষ্যের জন্য কাঁদে যদি গুরুর প্রাণ তেমন।
তবে থাকে গুরুত্বের গৌরব,—
গুরু কৃপায় করি জগত জয়॥
গুরু হয়ে ব্যবসাদার যে,
ভুলুয়া গায় গুরুরূপে সভ্য ডাকাত সে।
ভাজা মাছে বিড়াল গুরু যার——
তার কাঁটা শুদ্ধ মুক্ত হয়॥

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি, ডাকিয়া ডাকিয়া, ফল নাহি পায়,
কে পারে মা, কত ডাকিতে ?
কে পারে মা, কত ধৈরয ধরিয়া,
তোমাকে নির্ভর করিতে ॥
পার না যে কিছু, এমনো ত নয়,
সবই পার তুমি করিতে।
তবে, পাষাণের ধারা, পাষাণ-দুহিতে,
ছাড়িয়া না চাহ ছাড়িতে ॥
তুমি, অনুগতে হও, অভয়-দায়িনী,
ইহা যদি হয় শুনিতে।
তবে, অনুগত হয়ে, ভুলুয়া কি হেতু,
চিরদুখী এই মহীতে ॥

জননি, জানিনা কত জনম আমার সনে,
তোমার ছিল কু-মনোবাদ ;
তাই এ ধরায় মোরে মানুষ করিয়া আনি,
এবার সাধিলে মন-সাধ।
সংসার-গারদে ভরি, আর না চাহিলে ফিরে,
ঘিরিল আমাকে পরমাদ ;
না পারি ফেলিতে শ্বাস, বার মাস দুখ সহি,
লইলে কি তাহার সংবাদ !
কি কঠিন হিয়া তব, ভুলুয়া কি আর কব,
দিলে বিষ বলিয়া প্রসাদ।
খাইয়া জ্বলিয়া মরি, কি করি, কাহাকে স্মরি,
সুত সনে এমন বিবাদ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার, নাম নিয়ে এবার, বাহির হয়েছিলাম,
ভেবেছিলাম পাব করুণা।
আরো ভেবেছিলাম, তোমার করুণায়,
র'বে না ত্রিতাপ-যাতনা।
অনেকেই অনেক দিয়েছিলেন আশা,
পেয়েছিলাম শিবের কথায়ও ভরসা,
দেখেওছিলাম বেদ পুরাণে
কৃপায় নও তুমি কৃপণা।
কিন্তু তোমার পায় বেঁধে মা অন্তর,
পেয়েছি এবার আমি যা উত্তর,
বুঝেছি মা তায়, যে ডাকে তোমায়,
তার সীমাহীন লাঞ্ছনা।
ঘটুক লাঞ্ছনা দুখ নাহি তায়,
দুখ এই, কেন দেবদেব তোমায়
দিয়ে অতি মান, হচ্ছেন হতমান,
ভুলুয়াও তাহা বুঝে না॥

আমি তাতে খেদ করিনে।
যদি দুখ দিলে তুই সুখে থাকিস, দুখ দে আমায় নিশিদিনে॥
অপরাধের সাজা দিবি, ওজর করব কোন আইনে?
তবে, মা হয়ে কি করলি ক্ষমা, ঐটি আমায় বুঝালিনে॥
নামে প্রচার নিস্তারিণী, দয়াময়ী দীন-হীনে।
তা, কেমন তারণ, কেমন দয়া, দেখলাম না তা এ জীবনে॥
ভুলুয়া গায় বাজীকরের মেয়ে তোরে যে না জানে,
সেই বলে তোর দয়াময়ী, জলবিন্দু চায় পাষানে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগদ্ধাত্রী তুমি যখন, জগৎ যখন তোমার পায়,
দুখ যা দিবে সইতেই হবে, দুখ বলি আর কি দুখ তায়॥
যতক্ষণ বল আছে বুকে, ততক্ষণই সইব দুখে,
দুখের ভারে মরব যখন, তখন দুখ আর দিবে কায়॥
এনেছ দুখ দেওয়ার লাগি, করেছ তাই দুখের ভাগী,
আমার, জলে-স্থলে সমান দুখ, দুখ ভাসে আকাশের গায়॥
থাকুক তোমার দয়া অপার, তাতে আমার নাই অধিকার,
ভুলুয়া গায় থাকলে কি আর, হতাম এত নিরুপায়॥

কালী নাম নিলে, এত দুখ হয়, আগে যদি কিছু জানিতাম।
তবে, মরিলেও প্রাণে, কিছুতেই কালী নাম মুখে নাহি
আনিতাম॥
সকলেই বলে কালীনাম নিলে, কারো কোনো দুখ থাকে না।
শিবেরও বচনে পরমাণ দেখি, মোরও ছিল সেই ধারণা।
কিন্তু, হায়, এবে কাজের বেলায়, পরখিনু যাহা, মুখে আনা দায়,
জননী হইয়া, মোহে ডুবাইয়া বিনাশে মা কালী, তনয়ের প্রাণ॥
তার, চরণে শরণাগত আজনম, এক মনে আমি রহিলাম।
নিরখে পরখে তিন চোখে তাহা, মিছা নাহি কিছু কহিলাম॥
তবুও সঙ্কটে যত ফেলাইল, তিন লোক নিজ চোখে নিরখিল।
তার নাম মুখে, আর আনিব না, আমিও শপথি কহিলাম॥
রাজাকেও কহি ঢোল পিটাইয়া করুক এখন ঘোষণা,
উচ্চারণ যেন নাহি করে আর, কালীনাম কোন রসনা॥
তবু যদি কালী সে ভুলুয়া বলে, তাহা মাত্র তার কু-অভ্যাসের ফলে,
অভ্যাসের দোষে বলা সত্য নয়, তাহাও কহিয়া রাখিলাম॥

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার কি এতই অভিমান !
অকরুণায়, রাখি আমায়, নিতই কর হতমান !!
শিবের কথা সত্য ভেবে, মা বলেছি তোমায় শিবে,
নইলে কি সহজে এবার, দিতাম পদে মনপ্রাণ ॥
যে আসে সে মা বলিয়ে, পড়ে পদে লুটাইয়ে,
তাইতে তোমার এত গরব, মা হয়ে মার সন্তান ॥
অনুগত হইনু বলে, এত অভিমান দেখালে,
নইলে বাড়ীর সীমান্তেও পেতে না মা তুমি স্থান ॥
চিনেছি মা তোমায় এবার, তুমি যত করুণাধার,
নরমে খুর গরম তুমি, ভুলুয়া তার পরমাণ ॥

—০—

বলি, তুমি ত সেই মেয়ে !
ভ্রান্তি ঘটাও, মোহে মাতাও বেড়াও পথ ভুলায়ে ॥
তুমি ত সেই লজ্জারূপা, ভবে নাই যার অনুরূপা,
অথচ রও সর্ব্বদাই মা, বিবসনা হয়ে,—
আবার, কারো মুণ্ড কাটো, কারো বেড়াও অভয় দিয়ে ॥
ভবে কর্ম্মশূন্য যারা, "তারা, তারা" বলি তারা,
বেড়ায় তোমার, মহিমা খুব গেয়ে,—
তুমি যদি তরাও, নৌকা যায় কেন ডুবিয়ে ?
ভুলুয়া গায় তোমায় চিনি, একাই তুমি নুন আর চিনি,
দুখ-হারিণী-নামের মুখোস, রয়েছ পরিয়ে,—
তুমি নামেই কেবল দয়াময়ী,—
দয়ার লেশ, নাই তোমার হৃদয়ে ॥

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমায় দিস না ঠেলে ফেলে।
হই না কেন যতই দোষী, তবু ত তোর ছেলে ॥
অপরাধ যা করেছি মা এবার এ ভূতলে,
করতাম কি মা, মা তোর মায়ায় তুই না ভুলাইলে ॥
সুখে থাকি দুখে থাকি, অনলে, কি জলে,
এই করিস মা, যেন তোর ঐ নামটি না যাই ভুলে।
ভুলুয়া গায়, ঘরের ছাওয়াল, যায়ই যদি ভুলে ।
স্নেহময়ী আপনি খুঁজে উঠায় তাকে কোলে ॥

—০—

হই না কেন অপরাধী, কোলে নিলে কি দোষ হত।
করুণায় কৃপণা তুমি, সে কলঙ্ক দূরে যেত ॥
শরণাগত পালিনী, কথা কেবল কানেই শুনি,
সারা পৃথিম খুঁজে তাহার প্রমাণ কিছু পেলাম না ত ॥
তোমার উপাসনাও করব, তাপত্রয়ে জ্বলেও মরব,
এমন হলে ভক্তি-সেবার প্রবৃত্তি আর আসে না ত ॥
ভুলুয়া কি বলবে বল, সোনাই যদি পিতল হল,
মিথ্যা এবার সাধন ভজন তাইতে তাহার আক্ষেপ এত ॥

—০—

জানে না যে ছেলের সোহাগ, সে কেন মা হতে আসে?
কেন সে প্রসব করে, পরে যে স্বকরে নাশে ।।
সামর্থ্য থাকিতে যে মা, সন্তানের দুখ হরে না,
দুখহারিনী নাম তাহার, শুনিলে কে বা না হাসে ॥
মা তোমার তনয় হয়ে, নিতই নূতন ব্যথা পেয়ে,
বাসনা আর হয় না এখন, মা বলে দাঁড়াতে পাশে ।।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুলুয়া ত নিতই বলে, বিমাতার মত মা হলে,
সন্তানে যায় রামের মত, চৌদ্দ বছর বনবাসে ॥

—০—

ঐ দুখ মনে র'ল গো মা।
মহাবিদ্যা মা থাকিতে অবিদ্যা আমার গেল না ॥
মুক্তিদাত্রী হও মা তুমি আমি সই বন্ধন-যাতনা।
কেন হাতের খাঁড়ায় বাঁধন কাটি আমায় মুক্ত করিলে না ॥
বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি সকল তুমি ত্রিনয়না।
না দিয়ে তার বিন্দু আমায় দিলে মোহের আবর্জ্জনা ॥
সংসার গারদে রহি কর্ম আমার বোঝা-টানা।
রাজরাজেশ্বরীর তনয় আমি বল্লে তাহা কেউ মানে না ॥
ভুলুয়া কয় টানাও বোঝা তাতেও মনে দুখ ছিল না।
যদি মাঝে মাঝে দেখতে পেতাম মুক্তকেশী দিগ্‌বসনা ॥

—০—

আর কত দুখ দিবি মা ?—হরমনরমা।
এখনো কি মনের মত দুখ-দেওয়া হয় নাই মা ॥
আয়ু ত ফুরায়ে গেল, এ তনু বিকল হল,
এ বিকল কলেবরে, আর ত সহে না যাতনা ॥
করম মন্দ বটে সংসারে এবার আমার,
তাই কি নিঠুরা হয়ে করিবি শুধু প্রহার ?
ক্ষমাময়ী হয়ে কি মা, করিবি না ক্ষমা আর ?
তবে আর কার কাছে দাঁড়াব বল মা শ্যামা ॥
ভাল মন্দ যাহা আমি করিয়াছি এ ধরায়,
করিয়াছি স্মরণ করিয়া মাগো তোর পায় ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরণাগত-পালিনী, তুই যদি নিস্তারিণী,
বঞ্চিত কৃপায় তবে কেন মোকে রাখিবি মা ॥
নিতই নূতন দুখে মরি যদি এইবার,
জগভরি এ ঘটনা রহিবে মা পরচার ॥
ভুলুয়ার দুখ স্মরি মা বলে কেহ মা আর,
এ তিন ভুবনে তোকে আরাধিতে আসিবে না ॥

—০—

অপরাধ সবই কি আমার ?
দেশে কি আর শালিশ নাই মা ?—হবে না কি তার বিচার ?
তোমার মায়া তোমার মোহ, তারাই ভুলায় অহরহ,
পথ যদি মা ভুলেই থাকি, কৌশল ত তায় তোমার!
মমতা ত তোমার দেওয়া, তোমার আগুন তোমার হাওয়া,
ঘর পোড়ে কি আমার দোষে ?—সংহার করা স্বভাব কার ?
ভুলুয়া গায় কি আর করি, হয়েছ রাজরাজেশ্বরী,
বিনা দোষে ফাঁসী দিলেও, প্রতিবাদ কে করে তার !!

—০—

আমি কেন দোষী হব ?
দোষী বলে সাজা দিলে আমি কেন সইতে যাব ॥
পুতুল নাচের পুতুল করে, নাচাচ্ছ মা আপন করে,
নাচার ত্রুটি যদি ঘটে, সে দোষ আমি তোমায় দেব ॥
এবার ভবে এনে আমায়, ঘুরাচ্ছ মা গোলক ধাঁধায়,
যথায় নিচ্ছ তথায় যাচ্ছি, তাতেও যদি মন না পাব ॥
ভুলুয়া বলে স্পষ্ট বলি, যেমন চালাও তেমনি চলি,
তাতে ও যদি গোল কর মা ডেকে শিবের কাছে কব ॥

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়াবিনা কে তোমার সমান বিরাজে বল এই ভবে।
তোমায়, জানে না যারা, দৃশ্য দেখি, বিস্ময়ে রয় তারাই
সবে॥

সীতারূপে তুমিই শিবে, সতীত্বের মহিমা বাড়াও,
আবার, কুলটারূপে কত কুলের কুলবিনাশের বীজ ছড়াও।
কত, জ্ঞানীর দর্প চূর্ণ করি, ডুবাও তাহার যশের তরি,
কি শান্তি পাও, তুমিই জান, ক্লান্ত করি ক্ষুদ্র জীবে॥
তত্ত্ব-বিহীন মোহমত্তের চিত্ত করি সমুধাও,
গনিকাগৃহে মোহনীরূপে তুমিই তমা নাচ গাও।
নরকের কুদৃশ্য যত, দেখাও তাকে তুমিই ত,
তুমি মার, তাই সে মরে, কলঙ্কের সাগরে ডুবে॥
ধৃষ্টরূপে উপায়-বিহীন দরিদ্রের সর্ব্বস্ব হর।
সাধুরূপে দুর্ব্বিপাকে পতিতে উদ্ধার কর।
তুমি সতের হৃদে সরলতা, খলের হৃদে কপটতা,
একাধারে আলোকাঁধার, ত্রিলোকাধার তুমি শিবে॥
যতন করি সোনার গৃহস্থালী গড়াও আপন হাতে,
আবার, পল না যেতে ধুলায় বিলীন, কর তাহা এক পদাঘাতে।
আপনি সন্তান ধরি পেটে, আপন হাতে খাও তা কেটে।
"বলিহারি মা তুমি বটে", বলি ভুলুয়া রয় নীরবে॥

—০—

নিত্য রঙ্গময়ী তুমি মা, তোমার রঙ্গ কে বুঝিরে!
কি জন্য কি বিধান কর, তাহার তত্ত্ব কে বলিবে!!
কারো ঘরে জনমে পুত্র, আনন্দে বাজায় ঢোল,
কারো মরে যোগ্য পুত্র, উঠে মা, কান্নার রোল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারো মুখে আনন্দের হাসি, কারোমুখে অশ্রুরাশি,
সংসারের এই অভিনয়ের মূলে বসি তুমি শিবে ॥
কত দরিদ্রকে দিয়ে রাজ্য, বসাও মা রাজ-সিংহাসনে,
আবার, রাজার রাজ্য কেড়ে নিয়ে, ঘুরাও তারে বনে বনে।
কারো বা ত্রিতলে চড়াও, কারো রসাতলে ডুবাও,
তোমার খেলা তুমি খেলাও, মানুষ মিছে মরে ভেবে ॥
আজ যেখানে আনন্দের খেলা, কাল সেখানে আর্ত্তনাদ,
আজ যেখানে প্রেমালিঙ্গন, কাল সেখানে বিষম্বাদ।
আজ যেখানে রাজার ভবন, কাল সেখানে নিবিড় কানন,
আবার, মুহূর্ত্তে কর পরিণত, মরুভূমি মহার্ণবে।
যদি বল ভক্তের তুমি, ভক্ত তোমার মন-প্রাণ,
তাও ত দেখি কত ভক্তে সহে কত অপমান।
মূল কথা, যা ইচ্ছা তোমার, নাই মা তাহে বিধি-বিচার,
ভুলুয়া তাই ভাবি এবার, করুণা আর কি চাহিবে।

—০—

তোমার, বাসনা হইলে, আঁখির পলকে,
সকলি করিতে পার মা।
পার, পাখার বাতাসে, পাহাড় উড়াতে,
কিছুতে তোমার বাধে না ॥
কত, মহাসিন্ধু-যানে গোষ্পদে ডুবাও,
সিন্ধুকে বিন্দুতে আন মা।
কত, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হরে, মোহোন্মত্ত করি,
নাচাইতে তুমি ছাড় না ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর, ব্রাহ্মণে চণ্ডাল, চণ্ডালে ব্রাহ্মণ,
দানবে দেবতা গড় মা ॥
আবার, শূন্য দিয়া গড়ি, হর্ম্ম্য মনোহর,
শূন্যোপরি তাহা রাখ মা ॥
জীবের, জীবন-মরণ, সম্পদ-বিপদ,
সকলি তোমার বাসনা।
কত আসন্ন-শয়নে, মরিয়া না মরে,
তুমি, কর যদি বিন্দু করুণা ॥
পার, জোনাকি-আলোকে, জগদুদ্ভাসিতে,
চন্দ্র, সূর্য্য, তোমার লাগে না।
তুমি, সবই পার, কেবল ভুলুয়ার দুখ,
হরিতে মা তুমি পার না ॥

—০—

তুমি সবই করতে পার।
সবই করতে পার, তুমি কিছুতেই না হার।
কত পাহাড় ভেঙ্গে এক নিমেষে, মহাসাগর গড়।
আবার এক নিমেষে মহাসাগর মরুভূমি কর ॥
এক নিমিষে রাজা করি উঠাও তেতালায়।
আবার এক নিমিষে কাঙ্গাল করি, নামাও মা ভিক্ষায় ॥
তোমার ইচ্ছায় মহাসাগর ইন্দুরে দেয় পাড়ি।
আবার কত হাতী যায় মা মারা হাঁটু জলে পড়ি ॥
এক নিমিষে ভালবাসাও পথের মানুষ ধরি।
আবার, সেই মানুষকে দিয়ে তাড়াও জগৎ-ছাড়া করি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসম্ভব সম্ভব করা বেশী কিছু নয়।
জল দিয়ে মা আগুন জ্বালাও ইচ্ছে যখন হয়॥
তুমি সবই পার, তাই তোমাকে ইচ্ছাময়ী বলে।
ভুলুয়া গায় পারনা মা করতে কেবল কোলে॥

—০—

তুমি নিতে পার কৈ?
মন বুদ্ধি চাইলে কি হয়, তুমি নিতে পার কৈ?
আমি ত সাদরে সকল, দিয়েছিলাম ঐ॥
মন বুদ্ধি দিলাম তোমায়, কেড়ে নিয়ে গেল মায়ায়,
এখন; বোঝা টানায় আমায় দিয়ে, আমি দুঃখ সই॥
সুখ দুখ দুই একই থালায়, ধরে দিলাম তোমার সেবায়,
তুমি, সুখ খেয়ে, দুখ প্রসাদ দিলে, এ দুখ কারে কই॥
দিলেও নিতে নার সকল, "দে আমায়" বদনে কেবল,
ভুলুয়া গায় এমন নেওয়ার, পক্ষপাতী নই॥

—০—

হবি, তুই কি আমার মেয়ে হবি?
মেয়ে হয়ে এবার, মায়ের ধরম যত,
আমার কাছে তুই কি দেখবি শিখবি॥
আমি যদি তোরে পেতাম মেয়ের মত,
শিখাতাম মা তোরে মায়ের ধরম যত,
মা বলে মা তোরে, কাঁদিতে আর এত,
হত না কাহারো জানবি জানবি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত মায়া মায়ের থাকে ছাওয়াল বলে,
সুধাতে হয় কথা কত মধুর বোলে,
কত সোহাগ-ভরে করতে হয় মা কোলে,
আমার কাছে তুই কি জানবি শুনবি॥
কাঁদিতে কাঁদিতে জীবন যদি যায়,
সোহাগ দূরে থাকুক দেখা পাওয়াই দায়,
মা হওয়া ত মা তোর শোভা নাহি পায়,
এখন, মেয়ে হতে তুই কি পারবি, পারবি ?
মা হয়ে ভুলুয়ায় যত দুখ দিলি,
মা নামে কেবল কলঙ্ক রটালি,
থাকিতে সন্তান, কিছু না বুঝিলি,
মরিলে সকলি বুঝবি বুঝবি॥
(যখন, 'মা' বলে কেউ আর ডাকবে না মা)

আমি নই মা তেমন ছেলে।
তুমি দিবানিশি মারবে ধরবে, তবু ডাকব মা-মা বলে॥
মার কি আর অভাব আছে এই ধরণীতলে!
মা বলে মা ডাকব যাকে, সেই উঠাবে কোলে॥
বহাবে পাঁচ ভূতের বোঝা আমার মাথায় তুলে।
বোঝা বয়ে ঘাড় ভাঙ্গিলেও দেখবে না চোখ মেলে॥
নিত্য নূতন দুঃখ দিবে কালের হাতে ফেলে।
বলতে গেলে সয়না তোমার, তাড়াও খাঁড়া তুলে॥
মার মত মা নও মা যখন, ভুলুয়াও তাই বলে।
তোমাকে যে মা বলে সে ভস্মে ঘৃত ঢালে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার নামে নালিশ করেছে।
বিশ্বনাথের বিচারালয়ে, মকদ্দমা হতেছে ॥
দুখহারিনী নাম নিয়ে সন্তানে দুখ দিয়েছে।
মা-নামের গৌরব নাশি অপরাধী হয়েছে ॥
বরাভয় সর্ব্বদা দিবে শিবের এই ঘোষণা আছে।
অভয়দানে কৃপণা হয়ে শিবের আইন লঙ্ঘেছে ॥
শিবকে করেছে মিথ্যাবাদী শিবের সম্মান গিয়াছে।
করি, আইন-ভঙ্গ মানহানি, বড়, সঙ্কটে মা পড়েছে ॥
ভবের যত সন্তান জুঠে সাক্ষ্য দিতে চলেছে।
মার বিপক্ষে উকীল এবার ভুলুয়া নিজেই হয়েছে ॥

হলই না যদি করুণা তোমার, আর কেন পথ ভুলিয়া,
তোমার দুয়ারে এত ঘোরাঘুরি, যাতনার কথা তুলিয়া ॥
কপালে যা আছে তাই যদি হয়, হউক, আর তা বলিয়া,
লাভ কিছু নাই, নীরবেই যাব, মরণের পথে চলিয়া।
হইতে যে পারে এমন নিঠুরা, দয়াময়ী নাম লইয়া,
তায় দয়া চায়, হারায় যে জ্ঞান, মদে মাতোয়াল হইয়া ॥
যে বলে বলুক, দয়াময়ী তুমি, শিবের বচনে গলিয়া।
পদে পরণাম করিয়া এখন নিতেছে বিদায় ভুলুয়া ॥

করব এবার এক চালাকি!
দেখব এবার, তাহাতে মা, তুমি থাক, কি আমি থাকি ॥
র'ব তোমার শরণাগত, করব পূজা অবিরত,
আর, দিবানিশি করব তোমার, গুণ-মহিমা লেখা-লেখি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তি-বিশ্বাস যাদের আছে, আসবে তারা আমার কাছে,
দেখবে তারা ফল যা পেলাম, সারা জীবন তোমায় ডাকি॥
নিষ্ফল আমায় যখন দেখবে, তোমার পক্ষে কে আর
থাকবে,
তখন, শিবের সাক্ষ্যে থাকবে না আর, পাষাণত্ব ঢাকাঢাকি॥
তাই ভুলুয়া ডেকে এখন তোমায় বলে দিল গোপন,
আপন ভাল চাও যদি তার সঙ্গে কর দেখা-দেখি॥

—০—

সঙ্গীত—মাতৃভজন

মা আমার নহে মন্দ!
মা ত মোয় দয়া, করে নিশি দিন, আমার-ই যায়না সন্দ।
দৃষ্টি আমার বহু দিকে ধায়, আমি, কামাদির মোহে অন্ধ।
অঙ্কে উঠাতে মা আসে দুয়ারে, আমি করি দোর বন্ধ॥
মাকে অবহেলি দুর্জ্জন যত বৈরী আমার বন্দ্য।
ভুলুয়া গরল, পান ভালবাসে, অবহেলি মকরন্দ॥

এখানে আসার, কথা ত ছিল না,
তবু কেন হেথা আসিলাম।
কোন্ প্রয়োজনে, কে আনিল হেথা,
তাহাও ত নাহি বুঝিলাম।
মোর মত দীন অধমের প্রভু,
আছে একজন শুনিলাম।
আশায় আশায় তাই বুক বাঁধি,
তাঁয় দেখিবারে ছুটিলাম॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত দেশ, কত সাগর, পাহাড়
তাঁহার লাগিয়া ঘুরিলাম।
কোথায় সে মোর কাঙ্গালের প্রভু,
কত জনে ডাকি শুধালাম॥
শুধাই যা, তাহা কেহ নাহি কহে,
কহে যা তাহা না বুঝিলাম।
আশার উপরে তবু আশা করি,
ঘুরিতেছি আমি অবিরাম।
জান যদি কেহ, দেও গো বলিয়া
কোথায় সে প্রভু প্রাণারাম।
ভুলুয়ার প্রাণ বাঁচাও বলিয়া,
দিন তার ঐ অবসান।

এ দেশের লোক নই গো আমি
এদেশের লোক নই।
এসেছি দিন দুয়ের তরে,
থাকব না আর দুদিন বই॥
করি না এদেশের আশা,
বাঁধবনা এদেশে বাসা,
এ দেশের লোক কাদা খেয়ে,
বলে বেড়ায় খেলাম দই॥
এ-দেশের যা ভালমন্দ, মোর সাথে তার নাই সম্বন্ধ,
এরা, বিষ দিয়ে কয় দিলাম সুধা, আন নগদ মূল্য কই ?
আছে আমার এমনি দেশ, নাই সে দেশে হিংসা কি দ্বেষ,
সবাই তথায় সবার আপন, সবাই সদানন্দে রই॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই সে দেশে বালক বুড়ো নাই সে দেশে ছোট বড়,
নাই সে দেশে হরির খুড়ো, দিতে পরের ধানে মই ॥
গোপন কথা নাই সে দেশে, কেউ কারো না উপহাসে,
নাই সে দেশে জাতির বিচার, সে দেশে, রাজা ব্রহ্মময়ী ॥
ভুলুয়া গায় তেমন দেশে, যাব বলি সেই উদ্দেশে,
ব্রহ্মময়ীর শরণ নিয়ে, এই দেশের যাতনা সই ॥

তোমরা কি কেউ বলতে পার, কোথায় আমার মা।
আমি, সারা পৃথিম খুঁজে, তাহার দেখা পেলাম না ॥
সে বড় করুণাময়ী, আমি তার আদরের হই,
আমি, খেলতে খেলতে কোথায় এলাম, বুঝতে পারছিনা ॥
আমার মা যে দেশে আছে, সে দেশ ভরা ফলের গাছে,
এ দেশের লোক সে দেশে কি, কেউ যায় না আসে না ॥
মা, চার হাতে কাজ করতে পারে, তিন নয়নে দেখতে পারে,
নাই তার বসন, চুল বাঁধে না, বরণ তার শ্যামা ॥
ভুলুয়া গায় চিনি তারে, আছে সে মোর মণ্ডপ ঘরে,
এখন, শিব তায় বুকে রাখে বলে তার নাম শিবাসনা ॥

—০—

কেউ বলে সে নিরাকারে, কেউ বলে সাকার।
কেউ বলে সে ঘরের মানুষ, সকল মূলাধার ॥
কেউ বলে সে পরমজ্যোতি, কেউ বলে পরাপ্রকৃতি।
কেউ বলে তার বরণ আলো, কেউ বলে আঁধার ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেউ বলে সে দয়াল হরি, কেউ বলে সে ভূভার-হারী,
কেউ বলে সে রয় এপারে, কেউ বলে ওপার।
কেউ বমে গড্ অল্‌মাইটী, কেউ বলে সে আল্লাই খাঁটী।
কেউ বলে তার নাম নিলে হয়, ভব-সাগর পার।
ভুলুয়া গায় যে যা বলে, কোন কথাই নয় বিফলে,
দুখীর সাথী এই ভূতলে, সেই ত মা আমার॥

—০—

আমি, কোন্ পথে যাব, কি ভাবে চলিব,
আমাকে বুঝায়ে দেও মা।
আমি, তত্ত্ব-জ্ঞান-শূন্য, উন্মত্ত জঘন্য,
আমায় ধরে তুলে নেও মা॥
আমি, দুঃখে ভেসে যাই, সহায় কেহ নাই,
আমার পানে ফিরে চাও মা।
আর, না রাখি বাহিরে, মায়ামোহের ঘোরে,
তোমার কাছে নিয়ে যাও মা॥
এবার এ জীবন, গেল অকারণ,
ভেবে নাহি পাই উপায় মা।
তবু আশা এই হতাশের মনে,
তুমি স্থান দিবে পায় মা॥
মোর যা ক্ষমতা দেখিয়াছি মাগো,
কোন কিছু তায় হয় না।
তুমি না রাখিলে, তোমার পদতলে,
এ জীবন আর রয় না॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচারি যা হয়, কর মা, এখন,
আর ত যাতনা সয় না।
ভুলুয়াও কহে, এখনে কঠিনা,
হওয়ার সময় নয় মা ॥

—০—

বল মা শঙ্করি! এগুরু সঙ্কটে
গতিহীনের গতি কি হবে, কি হবে।
কাল-দণ্ডাঘাতে আর কতদিন,
জর্জ্জর এ দেহ রহিবে, রহিবে ॥
হল না বৈরাগ্য, প্রবল কুবাসনা,
সাধিতে তোমায়, সৌভাগ্য হল না,
কুভাগ্যে সার হল কেবল বিড়ম্বনা,
যন্ত্রণা এখন সহি মা নীরবে ॥
আত্মীয় স্বজন ভবে ছিল যারা,
বুঝি অপদার্থ ত্যাজিয়াছে তারা।
অনর্থ চৌদিকে, ঘিরিয়াছে মোকে,
কেশাকর্ষে কাল-করাল ভৈরবে ॥
দুর্গতির ভারে তনু অবসন্ন,
যেমন বিপন্ন তেমন সহায়-শূন্য,
দীনার্ত্তি-হারিণি! এখন তোমা ভিন্ন,
ভুলুয়ার গতি আর কে করিবে ॥

আর কি আমার হবে দিন তেমন!
তোমার পদে মন দিয়ে মা, হব সকল বিস্মরণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমনি ভাবে তন্ময় হব, যখন মা ভ্রমণে যাব,
বারে বারে পথ ভুলে মা, চলবে এ চরণ ॥
যখন মা রন্ধনে যাব, তোমার গুণ মহিমা গাব,
ব্যঞ্জনাদি রান্না করব, না দেব লবণ ॥
সুরলয় বিস্মৃত হয়ে, গাব গান মা হাত তুলিয়ে,
লোকে বলবে বদ্ধ পাগল, নাই লাজ সরম ॥
লাভালাভ সব দিয়ে বলি, সুখ-দুখের যাতনা ভুলি,
জয় মা বলে হাসবে নাচবে এ ভুলুয়ার মন।
হবে দিন তেমন ॥

জননি গো, হাম নিরাশ-পরিণাম।
ভীত-ব্যাকুল-চিত, কাল আগত হেরি,
স্ব-করমে অনুতাপ-ধাম ॥
জনমে জনমে হাম বহু অপরাধ কিয়ে,
অতল অকূল জলনিধি পরিমাণ।
লাখ-সূরয সম, যদি তপ প্রভবই,
শুকাইতে তবু নাহি হওব সমান।
স্ব-খাদ পাপ কুণ্ডে হাবুডুবু খাই
ডুবি ডুবি তেজব, আপনা পরাণ।
পুনঃহি জনম লই, নিজ পাপ ভুঞ্জিব,
ভবধব বিধাতাক এহি বিধান ॥
তাহে দুখ না করি গেয়ান।
সো দুখ, তুয়া পদে, ভরমেও একদিন,
পতিত নহিল ভুলুয়াক মন-প্রাণ ॥

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবার কারো পাওনা টাকা দেওয়ার উপায় নাই।
আমার, দিবানিশি সমান খরচ, রোজগারের নাই কড়া পাই॥
সংসার আমার মাত্র এক ঘরে,
কিন্তু তাহা ভরা কেবল চোর জুয়াচোরে।
আবার, ভোগবাসনা ঘরের গিন্নী, অহঙ্কার তার বড় ভাই॥
পৈতৃক অর্থ ঘরে যা ছিল, গিন্নী ছটা চোরের হাতে সব দিয়ে দিল
এখন নিত্য-ভিক্ষা তনু-রক্ষা, কোনরূপে দিন কাটাই॥
যেখানে যাই সঙ্গে চলে শ্যালক অহঙ্কার,
তার, ভঙ্গিতে সব বিরক্ত হয় চাকরি মেলা ভার।
থাকি, শূন্য পেটে, ছেঁড়া চটে, দুর্দ্দশা কারে জানাই॥
বছর গেল চৈত্র মাস এখন, উঠেছে ভাই বেজে ত্রিশূল-
ঠাকুরের গাজন।
এখন সালতামামীর টাকার জন্য বুঝিনা কার কাছে যাই॥
ভুলুয়া গায় সালতামামী দাখিল বিহনে,
না হয় ভাঙ্গা ঘর খানি মোর উঠবে নিলামে।
কিন্তু, মা যখন রাজরাজেশ্বরী,—আমি কি নিলামে ডরাই॥

এখন যা-করেন মা কালী।
আমার, কর্ম্ম-দোষে ডুবেছে নাও
নিয়ে সুখের ডালি॥
এসেছিলাম করতে বাজার, খোয়ায়েছি চৌদ্দ হাজার,
কেবল জুয়া খেলি,—
এখন, পারের কড়ি এক কড়াও নাই,
আমার তফিল খালি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যারা ছ'জন বহিরঙ্গ, তাদের ভাবি অন্তরঙ্গ,
করিয়াছি কেবল কোলাকুলি,—
এখন, তাহারাই নির্মম হয়ে,
(মাথায়) হানিছে কুড়ালি॥
সহায় সুহৃদ্ নাই কেহ আর,
অঙ্গে আধিপত্য জরার,
মরণ আমার, হয় আজি নয় কালই,—
এবার বুদ্ধির দোষে খেয়েছি বিষ,
আপন হাতে ঢালি॥
ভুলুয়ার দুর্গতি দেখি, কাঁদ্‌ছে বনের পশু-পাখী,
কালের চরে দিচ্ছে করতালি,—
আবার, যাদের সেবায় জীবন গত
তারাই, দিচ্ছে গালাগালি।

—০—

ডুবল তরি ডুবল রে এইবার।
রাখা গেল না গেল না আর॥
দাঁড় টেনে পাঁচ দাঁড়ী মোর বেহাল,
তাতে, প্রবল স্রোতে নাও ঘুরাতে ভেঙ্গে গেছে হাল।
আবার, দম্‌কা ঝড়ে ছিঁড়ে গেছে পাল, খণ্ড খণ্ড হয়ে,
এখন, আর তরি চালানো ভার॥
ভবনদীর যায় না দেখা কূল,
তাতে, হাল ভেঙ্গে পাঁচ দাঁড়ীর সঙ্গে, ঘটেছে দিক্‌ভুল।
এখন, জেনেছি নাও ডুববেই নির্ভুল, আর উপায় নাই,—
আর, নাই কোন সহায় আমার॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তরঙ্গের আঘাত কি ভয়ঙ্কর,
আমার, পঞ্চ ধাতুর গড়া নৌকা হয়েছে জর্জ্জর।
তার বুক ফেটে জল উঠ্‌ছে কলকলি, ডুবে গেল রে,—
আমি না জানি তাহে সাঁতার॥
ভুলুয়া গায় কেন এত ভয়,
ডাক তাঁকে যিনি নিত্য সর্বলোকাশ্রয়।
তিনি, অকূলে কূলদাতা চিরকাল, তাঁর কৃপা হলে,—
কত, ডুবো তরি পায় কিনার॥

—০—

ভরসা তুমি মা ব্রহ্মময়ি!
আমি জানি না মা তোমা বই॥
আমার অন্তরে বাহিরে অরি, জানিনা কখন কি হই॥
যা ছিল ধন-রতন ঘরে, লুণ্ঠিত ছয় দস্যু-করে,
কখন যেন প্রাণে মারে, তারা সবাই রণ-জয়ী॥
এমনি মা সময় মন্দ, সুহৃদেও করিয়া সন্দ,
বিনা দোষে নিন্দে মন্দে, ভবে আর মরমী কই॥
হয় মা যখন বিকলাঙ্গ, পরিহরে অন্তরঙ্গ,
ভুলুয়া কয়, তখন যেন, কৃপায় না বঞ্চিত হই॥

—০—

দিন ত ফুরায়ে গেল তারা!
সান্ধ্য-গগনে দেখা, দিল সান্ধ্য-তারা॥
এল কাল-নিশা ঘোর, ভাবিয়ে হতেছি ভোর,
চতুর্দ্দিকে শুধু বিপদ ভরা,—
এ কাল-সঙ্কট-ঘোরে, কে রক্ষা করিবে মোরে,
তুমি যদি কর চরণ ছাড়া॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তনু হল বলহীন, ভরসা--বিহীন মন,
সঙ্কটে সহায় হবে, আর না দেখি এমন,
আত্মীয়-বিহীন বসুন্ধরা,—
দেখি দুঃসময়াগত, হয়েছে সব পরের মত,
এতকাল ছিল আপন যারা ॥
কি মায়ায় বিমুগ্ধ হয়ে ঘুরিয়াছি আজনম,
বিদগ্ধ অন্তরে এবে করি তার আলোচন,
হতেছি মা, ক্রমে সংজ্ঞা-হারা,—
দোষে-গুণে থাকে সবে, আমি মাত্র দোষে ভবে,
কে আর মুছাবে শিবে, আমার অশ্রু-ধারা ॥
সঙ্কট-বারিণী তুমি, শঙ্করের ঘোষণা আছে,
শঙ্কা বিনাশিতে তাই এসেছি তোমার কাছে,
কিঙ্করে হও মা কৃপাপরা,—
ভুলুয়ার আসন্ন কালে, নিবারণ করিও কালে,
"জয়মা" বলি, হয় মা যেন, থির এ নয়ন-তারা ॥

—০—

তাহায় সকল সম্ভবে মা তারা ।
অসম্ভবে, তুমি যাহায় হও করুণাপরা ॥
আসন্ন শয়নে থাকে, বিদায় দেয় মা চিকিৎসকে,
পরিজনে বহায় নয়ন ধারা ;—
তোমার বিন্দু দয়া হলে, বেঁচে উঠে এক বিপলে,
শেষে, লঙ্ঘে গিরি গগন-পরশ-করা ॥
প্রলয়ের প্লাবনের মত আসে যখন দুঃসময়,
দুর্ব্বিপাকের তরঙ্গ বই আর না কিছু দৃশ্য রয়
হয় মা বিশ্ব আর্ত্তনাদে ভরা ।—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন, প্রভাতী কুয়াসার মত হয় মা সকল অন্তর্হিত,
তুমি, একবার যদি ফিরাও নয়ন-তারা ॥
ভক্তি-মুক্তি-শক্তি-দাত্রি, জগদ্ধাত্রি, তোমার পায়
মন যে বাঁধে, এ সংসারে তাহার দুঃখ রয় কোথায় ?
তাহার, হোক্ না বৈরী-ভরা বসুন্ধরা,—
সে সদাই সদানন্দে থাকে, দৈব তায় মঙ্গলে রাখে,
তার, বিপত্তি হয় প্রতিপত্তির ভরা ॥
জ্ঞান বিজ্ঞান জানে না সে, বুঝে না সে লঘুগুরু,
তবু হয় সে এ সংসারে অগণ্য মানুষের গুরু।
লোকের চক্ষে হয় সে জ্ঞানীর সেরা।—
ভুলুয়া গায় যা অসাধ্য, তোমার নামে তাহাই সাধ্য,
নইলে কি হন মহেশ চরণ-ধরা !!

—•—

সুখ দুখ দুই, তোমারই জননী, দুখ দেখি এত ভয় কি ?
যা দিয়ে মা ভালবাস, তাই মঙ্গল, তাই সুখময় নয় কি ?
বরং দুখ ভাল, এ মন চঞ্চল, দুখ বিনে স্থির হয় কি ?
দুখে পড়লে মন, তোমায় সদা ডাকে, সুখ পেলে সুপথ লয় কি
আমার, অহঙ্কারের মন, অসুর অনুক্ষণ, সুকথা সে কানে
লয় কি ?
উঠিতে বসিতে, আঘাত না পেলে, সযুত হইয়ে রয় কি ?
যা দিবে তাহাই, শির পাতি লব, তায় জয়-পরাজয় কি ?
তুমি দুখ দিলে, দয়া তার নাম, না হলে ভুলুয়া সয় কি ?

—•—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কি আমার আছে গো মা,
বিনে তোমার চরণ দুটি।
আমি, ঐ চরণে বুক বেঁধে মা; করি ভবে ছুটোছুটি ॥
মায়াময় সংসারের পথ, ভুল ঘটে মা অবিরত,
তাতে, ফাঁক পেয়ে ছয় চোরে আমার,
নিয়ে গেছে সকল লুটি ॥
নাই আর ভবে কোন আশা,
ভেঙ্গে গেছে সুখের বাসা,
এখন তোমায়, নিয়ে নাচা হাসা,
নামটি নিয়ে বসি উঠি ॥
কাঁদতে ভবে এসেছিলাম, কেঁদে কেঁদে এবার গেলাম,
অন্তে ভুলুয়ায় রেখ পদে, এই বাসনা মোটামুটি ॥

—০—

কালি, কুল-কুণ্ডলিনি !
বড় সঙ্কটে পড়ে মা, ডাকি নিশি দিন,
দে মা কূল, অকূলে কূলদায়িনি ॥
মায়ার প্রলোভনে ভুলে আত্মজ্ঞান,
আজন্ম করেছি অসদনুষ্ঠান,
নির্ম্মমা নিয়তি পেয়েছে সন্ধান,
এসেছে বাঁধিতে মোয়, জননি ॥
অন্বেষিলে এখন এ বিশ্ব-সংসার,
এ অসতের বন্ধু হয় না কেহ আর।
যে দিকে চাই, সে দিক দেখি অন্ধকার,
অন্ধ সমান থাকি দিন-যামিনী ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসহ্য হল মা স্ব-কর্ম্ম-যন্ত্রণা,
তোমা ভিন্ন হরে, কে করে সান্ত্বনা !
বিপন্ন ভুলুয়ায় ভুল না, ভুল না,
ভব-ধব-ভব-মন-ভুলানি ॥

—০—

আমায় দেও মা কিনার। (অকূল ভব-সিন্ধু-জলে)
হাবু-ডুবু খেয়ে মরি, এ অকূল পাথার ॥
স্বকর্ম্ম-বায়ু প্রতিকূল, সমুদ্র দুখ-তরঙ্গাকুল
ভগ্ন তরি আধামগ্ন, না জানি সাঁতার ॥
নাই মা সুহৃদ, নাই মা সহায়, এ সঙ্কটে নাই আর উপায়,
আয়ু-সূর্য্য অস্ত যায় যায়, এল, কালের অন্ধকার ॥
এ কাল-দুখ-সাগরে, ভুলুয়া যদি না তরে,
পতিত-পাবনী-নামে, হবে কলঙ্ক তোমার ॥

—০—

মা গো আর ত সহে না প্রাণে !
বুঝি না কি ঘোরে ঘুরি অনিবার,
বাঁধা আছি কি বন্ধনে ॥
একার একা হয়ে ভবে এসেছিলাম,
নিজ কর্মদোষে বহুর বহু হলাম,
বহুর বোঝা বহি সারাজীবন ম'লাম।
কিন্তু স্থান পেলাম না কারো মনে ॥
সুখের আশায় আমি দুখের পথে যাই,
অমৃত ভাবিয়ে খর-গরল খাই,
স্বজন পরিহরি বৈরীর সেবা করি,
বৈরীর বোঝা টানি সযতনে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতই কাজ করি ততই কাজ বাড়ে,
বোঝার উপর বোঝা চাপায় আমার ঘাড়ে,
ভুলুয়া তাই বলে, তোমার চরণ-তলে,
স্থান দিয়ে বাঁচাও ত্রিনয়নে ॥

—০—

তুমি আমায় ভুল্লে কি হয়,
আমি তোমায় ভুলব না মা।
আমি, সুখে থাকি, দুখে থাকি,
মা ভিন্ন আর বলব না মা ॥
দুখ কষ্ট অনিবার, দেও মা যত ইচ্ছা তোমার,
আমি, তোমায় চেয়ে সইব সকল,
কিছুতে আর টলব না মা ॥
তোমার হাতে দুখ পাব, তোমাকেই তা কেঁদে কব,
মার তোমার হাতেই মরব,
তবু, তোমায় ছেড়ে নড়ব না মা ॥
অকর্মা অভাজন আমি, মারলেও তুমি, রাখলেও তুমি,
ভুলুয়ার এক কান্না সম্বল, তা বই কিছু বলব না মা ॥

—০—

কেউ নাই, তাতে দুখ নাই,
যদি তুমি হও আমার আপনার।
আর, কিছু নাই, তাতে অভাব নাই,
যদি ভাগী হই তোমার করুণার ॥
মান, অপমান, যশ, অপযশ,
যা ঘটে ঘটুক তায় আমার,
নাই কোন ভয়, অভয় তোমার,
পদে যদি পাই এইবার ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজত্ব, প্রভুত্ব নাই বলি মনে,
এক বিন্দু ক্ষোভ নাই আর।
যদি, রাজরাজেশ্বরী জননী আমার,
জগভরি হয় পরচার॥
জীবনে না হয় মরণেও যদি, দরশন দেও একবার,
তবে, ত্রিতাপে জ্বলিয়া, ছাই হই যদি,
ক্ষোভ নাহি তায় ভুলুয়ার॥

—০—

কে রে ও দিব্যজ্যোতিস্বরূপা আধারে শম্ভু-শিরশোভিনী
কভুও ব্রহ্ম-রন্ধ্র বাহিয়া, নাদ-শিখরে নৃত্য-কারিণী॥
শম্ভু-বদনে অর্পি বদন, সর্পিণী-রূপা মধু-পায়িনী।
মধুর ভাবে ঘুমের ঘোরে, আপনা ভুলি সুখ-শায়িনী॥
চন্দ্র-সূর্য্য-বহ্নি-প্রভায় গমন-পথ-তম-নাশিনী।
আপনি ঘুমায়, আপনি জাগে, আপনি চলে উর-চারিণী॥
ভাবে নিরখি, ভুলুয়া ভণে, ঐ অনুভব-তন্ত্র-ধারিণী।
শঙ্কর-উর-চারিণী কালী, আধারে কুল-কুণ্ডলিনী॥

ইন্দ্রনীল নির্ম্মলালোকে রঞ্জিতা কে ও রমণী।
মণ্ডপ করি, জ্যোতির্ম্ময়, পরমোল্লাস-দায়িনী॥
দেবাদিদেব-উরসাসনে, থির নয়নে, ধীর চরণে,
অভ্র-ধবল-পর্ব্বত-উরে, ইন্দ্রনীলরতন-মণি॥
সংসার-মহাসঙ্কট-ঘোরে, ওই কি রক্ষা-কারিণী
বিঘ্ন-বিপদে, মগ্ন মানবে, ওই কি অভয়-দায়িনী?
অসহায় যারা অবনীতলে,
ওই কি তাদের উঠায় কোলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তাপিতে সান্ত্বনা দেয়, তাই কি, ও মৃদু-হাসিনী ॥
ওই কি আদেব ক্ষুদ্র-কীটানু-জীব-জগত-জননী ?
ওই কি মা কালী, ইহপরকালে, কাঙ্গালজন-সঙ্গিনী ?
ওই কি জীবের শান্তিধাম, শান্তিময় কি উহারি নাম ?
ওই কি সর্ব্ব-মঙ্গলময়ী মঙ্গলা নারায়ণী ॥
মরি কি মধুর মূরতিখানি, নবজলধর-বরণী,
যেন কমনীয় করুণায় গড়া, কোমল-কমল-বয়নী।
ভাবিতে বোধবচন হারে, আঁধার বরণে আঁধার হরে,
ভুলুয়া নিরখি কহে পরিচয়, ঐ ত আমার জননী ॥

—০—

বিগলিত-কুন্তলা রমণী।
আচ্ছাদি আধ-বদন, ঘন কেশ-পাশ
লম্বিত চুম্বিতে ধরণী ॥
বিশ্বনাথ হৃদি অধিকার করিয়া,
গৌরবে গরবিণী করে অসি ধরিয়া,
আছে দাঁড়াইয়া দিন যামিনী,--
শির করি অবনত, যাঁহারা শরণাগত,
অবিরত তাঁহাদের, বরাভয়-দায়িনী ॥
নিন্দি ইন্দীবরাপরাজিতা-বরণা,
ইন্দ্র নীলমণি-খণ্ডকি ধারণা,
নীল জ্যোতি বিস্তারিণী,—
নীল-কণ্ঠ-হৃদ্-কমলে মা সমাসীনা,
নিখিল বিশ্ব-উদ্ভাসিনী ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কা সরম নাই, বিগলিত-বসনা,
উচ্চ হাসে আধ-বহির্গত-রসনা।
বাসনা-বিস্মরণ-কারিণী,—
ভুলুয়াক আশ, দাস রহি অবিরত,
অচ্চি, ও হর-মন-মোহিনী॥

—•—

জয় শঙ্করী, শিব-সুন্দরী, শ্যামা শঙ্কর-সীমন্তিনী।
সুরাসুর-সম্পূজিতা, অপরাজিতা রঞ্জিণী॥
নব জলধর নিন্দিয়া,
বর্ণ বিজলী রঙ্গিয়া,
শান্ত অধরে মধুর হাস, বিশ্ব-মানস-মোহিনী।
অন্তহীন করুণামূর্ত্তি,
অন্তহীন ভাবের স্ফূর্ত্তি,
অন্তহীন বিশ্ব-পালিনী, হীন-নিঃস্ব-সঙ্গিনী॥
ভুবন-জীবন-পালন-জন্য,
বিশাল উরসে পীযুষে পূর্ণ,
উন্নত পয়োধর বিমুক্ত, তনয়ানন্দ-বর্দ্ধিনী॥
পুনঃ হের ঘোর ঘন-বরণা,
নির্গতানল-ভাল-নয়না,
প্রলয়-খড়্গ ধরিয়া হস্তে, লোকক্ষয়-কারিণী॥
লোল-রসনা, বিকট-দশনা,
খলিত-কেশা গলিত-বসনা,
করে নরশির, গলে শির-মালা, ঘোরা রণ-রঙ্গিনী॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠিন-কোমল-ভাব-মিলিতা,
বিপরীত ভাবে ভাব-চরিতা,
বৈপরীত্যময়ী যুগপৎ, পরমা-প্রকৃতি-রূপিণী ॥
কভু নরহরি কশিপু দলে,
কভু কংসারি হরি গোকুলে,
লক্ষ্যে ভুলুয়া, মহেশবক্ষে নগনা নীলনলিনী ॥

—০—

মরি হায়, কি অপরূপ, এই কালী-রূপ, আমি বড় ভালবাসি ॥
নাচে মা, এলো চুলে, হেলে দুলে বিলায়ে নীল কিরণরাশি।
চরণে, রণ নুপুর, বাজে মধুর, অধরে ধরে না হাসি ॥
বরাভয় দিচ্ছে করে, সমাদরে, ভক্ত জনার ভয় বিনাশি।
কেশপাশ উড়ছে ধীরে, পবন ভরে, জলধরে উপহাসি ॥
সুবিশাল শিব-উরসে, রঙ্গ-রসে, নাচছে শ্যামা এলোকেশী ॥
যেন শ্বেত সিন্ধু-নীরে, ধীরে ধীরে ,নীল-নলিনী যাচ্ছে ভাসি ॥
আঁধারে পূজা যখন, কি ভাব তখন,
আঁধারে নীল আলোক রাশি।
কালীরূপ কালো করে, আলো করে,
কালো নিশির আঁধার নাশি ॥
এমন কালীরূপ ভাব রে ভুলুয়ার মন দিবানিশি।
যাতে, দিন ফুরালে হৃদ্-কমলে, উদয় হবেন, ত্রিলোকেশী ॥

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্র-নীলমণি-নিন্দিত-নির্ম্মল-নীল-ইন্দু-বরণা।
কাল-হৃদয়মণি-মন্দির-নিবাসিনী-নির্ম্মৎসর-শরণা।
চন্দ্র-সূর্য্য-তারা জ্যোতি-সমন্বিত,
নয়ন-নিন্দি-নভ-ভালে-সমুত্থিত,
বিশ্বমূর্ত্তি ভবসুন্দরী শঙ্করী মুক্তাম্বর-বসনা॥
দীন-আর্ত্ত-ভয়-ভঞ্জিনী-রঞ্জিনী,
ক্ষুা-নির্জ্জর দ্বিজপশূদধি-বর্দ্ধিনী।
সত্য-ধর্ম্ম-ন্যায়-লঙ্ঘক-দানব-মুণ্ডমাল-ভূষণা॥
ইন্দুভালী-মুখইন্দু নিরীখনে,
পরমানন্দে থির-অনিমিখ-নয়নে,
পরমানন্দময়ী সাধক-সঙ্গতি বরাভয়-কর-শোভনা॥
অন্নপূর্ণা নিতি অন্ন বিতরণে,
পূর্ণ বারাণসি নিত্য নিমন্ত্রণে,
পাদপদ্ম-মধুলোলুপ-মধুকর প্রতি নিতি কৃতকরুণা॥
তাপত্রয়-করে মুক্তি লভিতে যদি,
চিত্তে বর্ত্তে আশ, বিশ্বাসি নিরবধি,
বিশ্বজননী-পাদপদ্ম হৃদয়ে কেন যত্নে ভুলুয়া ধর না॥

—০—

চিনতে তাঁরে ভবে সাধ্য কার ?
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরি, অনন্ত প্রকাশ যার,
আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত, নাহি যাঁহার রূপের অন্ত,
যাঁহার রূপে রূপবন্ত, অনন্ত জগদাধার॥
ঘরে ঘরে নৃত্য করি, বেড়ায় দিবা-বিভাবরী,
ঘরের মানুষ ঘরে বসি, ক'জন রাখে খবর তার॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবিয়া ভুলুয়া বলে, ইচ্ছায় সে না ধরা দিলে,
অঙ্কে পেলেও, বিদ্যাবুদ্ধি, কৌশলে তাঁয় ধরা ভার ॥

—০—

চিনেছি মা তোমায় এবার, আর কেন চাতুরী কর।
নাচ্‌না দেখিতে আসি, নিজেই শেষে নেচে মর ॥
শত্রুরূপে প্রহার করি, মিত্ররূপে শান্ত কর।
সাধ করে কাঁদাতে বসি, নিজেই শেষে কান্না ধর ॥
ভূধর হয়ে দেশ ধর মা, সাগর হয়ে ভগ্ন কর।
মা হয়ে মা নিচ্ছ কোলে, সন্তান হয়ে কোলে চড় ॥
ক্ষুধাতৃষ্ণারূপে আসি, ক্লান্ত কর কলেবর।
আবার, আহারীয় হও আপনি, মুহূর্ত্তে মা ক্ষুধা হর ॥
ধরা ত পড়েছ এবার, ভুলুয়ার এক কথা ধর।
একটু নাচ মা ত্রিভঙ্গ হয়ে, হয়ে, হৃদ্‌-বিহারী নটবর ॥

—০—

অনন্তরূপিনী কালী ঘুরে বেড়ায় ঘরে ঘরে।
মাকে, কেউ দেখে কেউ দেখে নাকো, কেউ বা অনুভবে ধরে ॥
কভু উলঙ্গিনী বালা, পথে করে ধূলোখেলা,
কভু লজ্জাবতী বধূ লুকায়ে রহে অন্দরে ॥
কুমারী কুমার কভু, কভু কর্ত্রী কভু প্রভু,
কভু নূতন প্রেমের যুগল, রসের আলাপন করে ॥
কভু শিষ্য কভু গুরু, কভু তৃণ কভু তরু,
দাতা কৃপণ দুই জনই সে, সেই ভিখারী গৃহদ্বারে ॥
কারো পিতা কারো মাতা, কারো সখা কারো ভ্রাতা,
ভুলুয়া গায় আমার মেয়ে, থাকে জামাই হরের উরে ॥

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি মুক্তি চাই না, মোক্ষ চাইনা, তোমার তনয় হতে চাই।
আর, জনমে জনমে যেন অর্চ্চনার অধিকার পাই ॥

বিকায় যে মা তোমার নামে,
স্বর্গ পায় সে ধরাধামে,
সে স্বর্গাপবর্গদার তনয়,
তার, চাতুবর্গের অভাব নাই ॥
সন্তান উঠি মায়ের কোলে,
যখন হাসে নাচে খেলে,
তখন যে পরমানন্দ, মুক্তি তুচ্ছ তাহার ঠাঁই ॥

ভুলুয়া তাই বলে ডাকি,
যে ভাবেই যে লোকে থাকি,
তোমার পদে মতি রাখি, যেন তোমার গুণ গাই ॥

—০—

এমন মধুর মা নাম মন্ত্রে রসনা কেন রস না রে।
আর, মন রে, কেন ভাবনা রে, শশি-অতসী-বরণারে ॥
কেন রে মন নিশি দিব, পরিহরি পরম শিব,
অশিবকর ষড়রিপু-সেবা-বাসনা রে,—
পরিহরি পর করম, পর ধরম লাভে চল,
তুলি অপরাজিতা-জবা জল-কমল-বিল্বদল,
ঐ জননী-পদ-কমল কর আরাধনা রে ॥
নয়ন আন দরশন-বাসনা অপনয়ন কর।
শয়নে জাগরণে পরম ধ্যানে ত্রিনয়নায় হের,
আর, পূজোপহার অন্বেষণে চরণ চল না রে ॥
ভুলুয়া ভাবে এই ভবে হেন সুদিন পাব কি হায়,
পূজিব মন প্রাণ ভরি, ঐ হরি-হর-পূজিত পায়।
আর, "জয় মা" বলি, দিব বলি, মা ছাড়া আন বাসনারে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই তোমায় মা ব'লে ডাকি।
আমার, মায়ের মতন আদর যতন, অনুক্ষণ তোমাতে দেখি॥
যখনই যা হয় প্রয়োজন, তাই মা এনে যোগাও তখন,
আবার, অনাচার দেখিলে পরে, প্রহার কর কোলে রাখি॥
কি আনন্দ মা তোর ভাবে, সেই জানে যে দেখে ভেবে,
আমি তোমার ধ্যানে বসি যখন, সুখ-সাগরে ডুবে থাকি॥
আনিয়ে মা এ সংসারে, ধন জন দিলে না মোরে,
কিন্তু ধনীও যখন প্রণাম করে, তখন কি রেখেছ বাকী।
জনম-মরণ বোধ নাহি যার, সে কি জানে তত্ত্ব তোমার,
লোকে, ভুলুয়াকে মত্ত বলে, ভাবে না এ বিষয়টা কি॥

সুখের কথা সবাই বলে।
আর, সবাই ভাবে দিবানিশি,
সুখ পাওয়া যায় কোথায় গেলে॥
কেউ ভাবে খুব সুখী হতাম, মনের মত টাকা হলে।
তাই যদি হয়, তবে কেন, টাকার ঘরে আগুন জ্বলে॥
কেউ বলে সুখ উচ্চপদে, কেউ বলে সুখ জনবলে।
তাই যদি হয়, জার নিকোলাস, গুলি খেয়ে কেন ম'লে
সম্পত্তি প্রভুত্ব যাহা, হাওয়ায় আসে, হাওয়ায় চলে।
জলের তরঙ্গ যেমন, জলে উঠি মিশায় জলে॥
ভুলুয়া গায়, সুখ কেবা পায়, ধন-দৌলতে ধরাতলে।
মন খাঁটি যার, সুখ আছে তার, আর সুখ, শ্যামা-
চরণ-তলে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি যে মা আমারি মা হও,
তাই ত আমি তোমায় ডাকি।
তাই ত কারো ডাক না শুনে,
তোমার পাছে পাছে থাকি॥
তোমায় ভালবাসি বলে, কতলোকে কতই বলে,
যে যা বলে শুনি কেবল, করিনে আর তর্কাতর্কি॥
তুমি আমার আমি তোমার, কত প্রমাণ দিতেছ তার,
যেখানে যাই অষ্টপ্রহর তোমার সঙ্গে দেখাদেখি॥
ভুলুয়া যে যুগল করে, এক লেংঠা মেয়ের পূজো করে,
একথা আর এ জগতে জানতে কারো নাহি বাকী॥

—০—

দেও নাই কিছু, কম করি তুমি,
এবার এ সংসারে আনিয়া।
কর নাই কিছু কম সমাদর,
চার হাতে কোলে তুলিয়া॥
রাখ নাই কিছু কম সম্মানে, পাছে পাছে তুমি থাকিয়া।
অভাব কি, তুমি দেওনি বুঝিতে,
নিজে প্রয়োজন বহিয়া॥
এত যে করিলে, আমি কিন্তু তাহা,
চিরকাল আছি ভুলিয়া।
আরো বলি, তুমি, কিছুই দিলে না,
বলি কত লোক ডাকিয়া॥
কৃতঘন হেন, পাপ ভুলুয়াকে, পদে পদে দয়া করিয়া।
লাভ এই হল, বৃথা পরিশ্রম, ছাই মাঝে জল ঢালিয়া॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি, এত ভালবাস, তবু তোমার কথা,
এ অধমের মনে, থাকে না।
তোমার, নাম নিলে সকল, অভাব দূরে যায়,
মন তবু তোমায় ডাকে না॥
তোমার মতন, ব্যথিত কেহ নাই
তাহা সে স্মরণ রাখে না।
তুমি, রক্ষা কর সদা, পাছে পাছে থাকি,
তাহাও সে ফিরে দেখে না॥
ভুলিয়াও আমার অহঙ্কারের ঘাড়,
তোমার দুয়ারে বাঁকে না।
তোমার মূরতি ভুলিয়াও মন,
একবারও হৃদে আঁকে না॥
এমন স্নেহময়ী তুমি যে আমার,
তাহা এ ভুলুয়া বোঝে না।
সে, তোমাকে ভুলিয়া, ইহাকে উহাকে,
ধরিয়া চাহে মা করুণা॥

—

শ্যামা মা যেমন ভালবাসে তেমন ভাল কেউ বাসে না।
ওরে, যেমন হাসি তার বদনে, তেমন হাস আর কেউ হাসে না॥
যেখানে যাই সঙ্গে থাকে, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে,
ক্ষুৎ-পিপাসায় আহার যোগায়, পূরায় যখন যে বাসনা॥
দুখ পেয়ে কাঁদিলে পরে, সে যেমন সান্ত্বনা করে,
যেমন, নেচে হেসে ধরতে আসে, তেমন আসা কেউ আসেনা॥
যেমন ব্যথা তার অন্তরে, তেমন নাই আর এ ভূপরে
তাই ভুলুয়া গরব করে "মা" ভিন্ন কাকেও ডাকে না॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার মত কে সুহৃদ্ রে আর,
আমি কেন ভুলব তারে!
এমন স্নেহ কার আছে রে,
বুকে ধরি শাসন করে॥
আমি যে অবাধ্য ছেলে, করি না তা, মা যা বলে,
কূল ছেড়ে যাই অকূল জলে রে,—
ডুবলে, ফিরে ভাসব না আর, তাই মা আনে কেশে ধরে॥
ঘরের ছেলে মন্দ হলে, মার প্রাণে যে আগুন জ্বলে,
নিবে না তা সিন্ধু জলে রে,—
মায়ের মরম, মা না হলে, এ ভবে কে বুঝতে পারে॥
মা যদি "মর" বলে, তায় কি কারো মরণ ফলে?
সে বলা নয় মনের বলা রে,—
নইলে, কেন জ্ঞান হারায় মা, (ছেলের) একটু যদি মাথা ধরে॥
ভুলুয়া তাই বলে রে মন, মার যত কঠিন শাসন,
মমতা তার প্রধান কারণ রে,—
মার পদে যার মরম বাঁধা, সে ভিন্ন, তা বল্‌ব কারে॥

—

আমার, বল তুমি মা, ভরসা তুমি মা,
তোমা বই আর কিছু জানিনে।
তোমা ভিন্ন ভবে, কবে কি সম্ভবে,
জেনে তাই, আর অন্য ভাবিনে॥
আমার, সহায় সম্পদ, তোমার রাঙ্গা পদ,
সুখ দুখ তুমি জীবনে।
তাই, যখনি যে ভাবে, থাকি মা এই ভবে,
মা ভিন্ন আর অন্য বলিনে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি, মা বলিয়ে হাসি, মা বলিয়ে নাচি,
মা বলিয়ে কাঁদি নির্জ্জনে।
আর, ক্ষুধায় পিপাসায়, জানাই মা তোমায়,
তোমার, পানে চেয়ে থাকি উন্মনে॥
আমায়, তুমি দিলে পাই, তুমি দিলে খাই,
না দিলে থাকি অনশনে।
এবার, যেমন সাজায়েছ, তেমনি সাজিয়াছি,
আছি মা, রেখেছ যেমনে॥
আমার, তুমি জ্ঞান বুদ্ধি, সাধনা কি শুদ্ধি,
বিদ্যা কি অবিদ্যা এ মনে।
তাই, ভুলুয়া "মা" বলে, সদানন্দে চলে,
ডরায় না দেখিলে মরণে॥

—০—

কালী নাম অন্তরে জাগে যার।
আছে, কালের তায় কি অধিকার॥
সে যে নির্ভয়ে বসেছে কোলে ভয়-বারিণী অভয়ার।
কালীপদে মন যে রাখে, তার কি আবার অভাব থাকে,
সে নাও না বেয়ে উজান চলে ভব-সাগর হয় রে পার॥
সুপ্রসন্ন তাহার গ্রহ, শান্তি পায় সে অহরহ,
দুখের কারণ মায়া-মোহ অনেক দূরে রয় তাহার॥
ডাক জয় মা কালী বলে, নাচ রে দুই বাহু তুলে,
শরণ লও মার চরণ-তলে, ভয় রবে না ভুলুয়ার॥

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্যামা মা যার সঙ্গের সাথী, সে কি শমন ডরায় তোরে!
সে, মা-নামের জয়-ডঙ্কা মারি, নাচে রে আনন্দভরে।।
আনন্দময়ী মার নামে, স্বর্গ তার এই ধরাধামে,
নিরানন্দে রয় কি রে সে, আনন্দময়ী যার অন্তরে ॥
মহাকাল যার চরণ-তলে, থাকে রে সে তাহার কোলে,
সে, মহানন্দে ভবের খেলা, দেখে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে ॥
শোন্ রে শমন বলি তোকে, জয় কালী নাম যাহার মুখে,
তার প্রতি তোর নাই অধিকার, না হয় শুধাস ভুলুয়াকে ॥

—০—

আমি কেন রে ভয় পাব ?
যদি ভ্রূভঙ্গী দেখাবি, আমিও দেখাব, তোর কাছে কেন
খাট হব ॥

যার বলে তুই অদ্বিতীয় বলী,
ব্রহ্ম হতে স্তম্ব স্ব-বশে আনিলি,
আমি তার তনয় ব্যক্ত বিশ্বময়,
তোর খাতির আমি কি যোগাব ॥
আমার, পাপ-পুণ্যের বিচার তুই কি করিবি,
আমার পাপ-পুণ্য কোথায় বা তুই পাবি ?
মা-নাম মন্ত্রানলে আমি তা সকলে,
পোড়ায়েছি, সাক্ষী আছেন ভব॥
ভুলুয়ার সিদ্ধান্ত শোন রে তুই শমন,
মা-নাম মহামন্ত্র পেয়েছি যখন,
এবার "জয় মা" বলি, দিয়ে করতালি,
তোর বাহাদুরী ভেঙ্গেই যাব ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-ভাবের সাধক যে হয় চতুর সে নিশ্চয়।
সে পদ্মপত্রের জলের মত, সংসারে সংসারী হয়॥
বিষয় নিয়ে থাকে বটে, মন থাকে তার মার নিকটে,
মুখে যতই আপন হয় সে, মা বই কারো নয়,—
সে বাহিরে ভাব গোপন করে, নয়নে তার চিহ্ন রয়॥
যাহা দেখে যাহা শোনে, মহত্তত্ত্ব অন্বেষণে,
গোয়েন্দা পুলিশের মত গুপ্ত সব সময়।
পেলে মনের মানুষ, থাকে না হুঁষ, প্রকাশ করে সমুদয়॥
তার মত না হলে পরে, যায় না রে সে কারো ঘরে,
উপবাসে মরিলেও সে কারো নাহি কয়,—
সহিষ্ণুতার মূর্ত্তি, তাহার নাই কোন অভাবের ভয়॥
ভুলুয়া গায় বল্‌ব কি আর, পৃথিবী তার সুখের আগার,
বনে কিংবা ভবনে রয়, সদাই সুখময়,—
ভক্ত ভাগ্‌বত ব্যতীত, তাহায় চেনা সাধ্য নয়॥

—০—

কেমন করে আকাশের গায় চাঁদ-চকোরে যুগল হয়।
লক্ষ যোজন ফাঁকে দুজন তবু প্রাণের বিনিময়॥
চকোর নিষ্ঠারতি জানে, চায় না অন্য কারো পানে,
কেবল চাঁদের রূপ দেখেই সে আনন্দে আনন্দময়॥
কেহ নয় কারো পাশে, বদ্ধ তবু প্রেমের পাশে,
মনে হয় শুদ্ধ প্রেমের ইহাই শুদ্ধ পরিচয়॥
ভুলুয়া গায় আরো আছে, নাম শুনেই যার মন মজেছে,
অদেখা সেই প্রেমের ঠাকুর, তাহার সঙ্গে সঙ্গে রয়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে মনে ফাঁক থাকিলে, মিলে কি মুখের কথায় ?
ঢালাঢালি যতই কর, বালি কি জলে মিশায় ?
একই রসের রসিক হয় যারা,
পরিচয় না হতে আগে মিশে যায় তারা ॥
কিন্তু, কাকের বাসায় কোক ঢুকিলে, ঠোকরে তার চোখ খসায়॥
লক্ষ যোজন দূরে শূন্যে রয় দিনমণি।
ধরায় সরোবরের নীরে রহে পদ্মিনী।
কিন্তু, এমনি মিলন, রবির অস্তে পদ্মিনী বদন লুকায় ॥
ভুলুয়া গায় বহু জন্মের পুণ্যের প্রভাবে,
হয় সুনির্ম্মল প্রেমের উদয় জীবের স্বভাবে।
তখন, কঠিন কোমল রোধ মানেনা, মিশ্রি জলে মিশে যায় ॥

—০—

ভবে সেই ত বাহাদুর !
যে জন মায়ামুক্ত, যুক্ত হয়ে, ঘর বেঁধেছে মায়াপুর ॥
পাঁচ ভেঙ্গে যে এক করেছে, রয় না পাঁচ মোড়লের প্যাঁচে,
হাঁচে না পাঁচের কথায়, এক বুঝে চতুর,—
যে জন ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, এক খলে করেছে চূর ॥
কামাখ্যায় জন্ম নিয়ে, বেড়ায়, যে, নিষ্কামী হয়ে,
কাম যাহার নিশ্বাসে ভস্ম, অথচ রয় কামাতুর,
ভুলুয়া গায়, অর্চ্চে তাকে, সমান মন্ত্রে সুরাসুর ॥

—০—

বিশ্বপ্রেমের রসিক যারা, তাদের চোখ দেখিলেই চেনা যায়।
তারা, প্রেমের সাধক দেখলে পরেই, আড়ে আড়ে ফিরে চায় ॥
তারা, প্রেমের কথা ভিন্ন, নিন্দা, মন্দ না শুনিতে চায়।
আবার ভাগবত প্রসঙ্গ পেলে, আনন্দে দুই চোখ ভাসায় ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারা, ভগবানের নামে প্রেমে, হাসে, কাঁদে নাচে গায়।
তাদের, থির নয়নে ধীর বচনে, আনন্দের প্রবাহ ধায়॥
তারা, কারো শত্রু নয় জগতে, দেখলে তাদের, প্রাণ জুড়ায়।
তারা, যেখানে যায় কথায় কাজে, শান্তি-ধামের পথ দেখায়॥
তারা, সত্য-ন্যায়ের মূর্ত্তি, পূর্ণ নিরপেক্ষতায়।
ভুলুয়ার কি হবে এমন, ভাগ্য তাঁদের সঙ্গ পায়॥

—০—

গাছের গোড়া চাটলে কি, গুড় খাওয়ার সাধ মেটে।
যদি গুড় খেতে চাও, আগে রসের, ভাড় পাত তার ঘাড়
কেটে॥

ভবে রসিক হয় যারা, রসের ধার চেনে তারা,
তারা, যায়গা মত নাল বসায়ে, উঠায় ফোয়ারা।
আবার, বেরসিকে গাছ কাটিলে, রস বেরয় না এক ছিটে॥
এই যে তিক্ত একটি রস, আছে তারও বহু যশ
যশাযশ যা দেখ, সবই ব্যবহারের বশ
আবার, ব্যবহারের দোষে তিক্ত হয়ে যায় চিনির মিঠে॥
যার চিত্ত বশে নয়, বিষয়-চিন্তা সব সময়,
ভুলুয়া গায় রসের তত্ত্ব তায় বুঝানো দায়।
সে, ভগবানের নামামৃত জ্বাল দিয়ে বানায় চিটে॥

—০—

ভবে যত মানুষ দেখি, দেখি সবার মাথাই গোল।
মাথা গোল তা কেউ বলে না, সকলেই বলে পা গোল॥
সবারই পা একই ঢঙের, লম্বা-চওড়া কোথায় গোল?
তবু পা গোল বলি যত, মিথ্যে কথায় বাজায় ঢোল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারো মাথা মাখালের ফল, কারো মাথা তুষের ডোল।
কারো মাথা সাপিনীর ডিম, কারো মাথা বাঘা ওল॥
মাথার গোলে ভবের রঙ্গমঞ্চে সব আবোল তাবোল।
ভুলুয়া গায় রামকে রাবন বলি যত হট্টগোল॥

সবই তোমার খেলা।
বুঝিনা তাই তর্ক করি, ঐ ত হল জ্বালা॥
ভৃত্য মাখে আতর চন্দন, প্রভু মাখে ধুলা।
শেয়াল বসে সিংহাসনে, সিংহের কাঁধে ঝোলা॥
পাথর চেয়ে ভার বেশী হয় কত স্থানে সোলা।
আবার, তাজা মানুষ কয় না কথা, মরার মস্ত গলা॥
ছাগের দর্প এত এখন, বাঘকে মারে ঠেলা।
আর, দেবতার মন্দিরে যত হনুমানের মেলা॥
ভুলুয়া গায় তোমার খেলা বুঝতে নারেন ভোলা।
গুলি খেল গদাই ঠাকুর, মরল হদা জোলা॥

—০—

আর কাজ নাই রে ছাগশিশু বলিদানে।
বরাভয়দায়িনীর পূজায়, সে প্রাণ হারাবে কেনে॥
সৃজন-পালন-লয়-কারিণী মা কালী একা,
জানে না এ কথা ভবে আছে কে এমন বোকা,
তায় কে ধায় রে সংহরণে?
উপাসনা-ক্ষেত্রে মার, অহিংসাই ধর্ম্মসার।
আনন্দের মধ্যে বল্ কে নিরানন্দ আনে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুণা করিলে তোরে তোর যদি আনন্দ হয়,
দুর্ব্বলে করুণা করা তোর কি উচিত নয়?
বুঝিলেই ত পারিস্ মনে মনে।
না দিয়ে হীন জীবে বলি, জীবের সেবায় আত্মবলি,
দিলে কৃপা যায় রে পাওয়া কালীর সন্নিধানে॥
দেবার্চ্চনা-মধ্যে যবে বধ্যে করে আর্ত্তনাদ,
কোন্ বিশুদ্ধ চিত্তে তাহে উদ্ভবায় না অবসাদ,
আর্ত্তনাদ কি ধায় না কালীর কানে?
ভুলুয়া গায় দয়ার সম ধর্ম্ম নাই আর উচ্চতম,
দয়ায় কৃপা লভ্য কালীর স্থানে॥

—০—

অভ্যাসে সব যায়,—ময়না, অভ্যাসে সব যায়।
অভ্যাস কর চিন্তে করা, কেমন ভাবে দিন ফুরায়!
তুমি, যতন করি, ধর সাধুর চরণ দুখানি,
সাধুর কৃপায়, জ্ঞানের প্রদীপ, জ্বলবে আপনি।
প্রদীপ জ্বললে, দেখতে পাবে কোনটা তোমার সদুপায়॥
তুমি অটল হয়ে, অচল হিমালয় গিরির মত,
অভ্যাস যদি কর, সত্য-সাধন সতত।
যত, মিথ্যে মায়া মোহাবরণ, থাকবেনা আর তোমার গায়।
হিংসা নিন্দা পরচর্চ্চা ছেড়ে দেও যদি,
সকল দিকে, ছুটবে তোমার সুযশের নদী।
তখন, অভ্যাস-যোগে, অল্পে অল্পে, বাঁধন লাগবে রসনায়॥
আছেন হরি, সর্ব্বোপরি, প্রভু জগন্নাথ,
অভ্যাস কর তাঁহার স্মরণ-মনন, জুড়ি হাত।
ভুলুয়া গায়, মন খাঁটী হয়, মাত্র তাঁহার ধারণায়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন যদি না চলে,
তবে, লোক দেখাতে মিছে কেন ঘুরিস্ সাধুর দলে ?
সাধুর সঙ্গে থাকিস্ যদি, সাধুর মত চল্‌বি,
সত্য বলে বুঝিস্ যা, তা, নির্ভয়ে তুই বল্‌বি।
আবার, অন্যায় অসঙ্গত যাহা, যাবি দুপায় দ'লে।
যদি পারিস্, থাকিস্ দলে।
সোডা-ওয়াটার বরফ খেলে যায় না রে তোর জাত,
পাঁওরুটী খাস্ ভাবিস্‌না ত, খাচ্ছিস কাহার ভাত,
অথচ তোর জাত মারা যায় পাঁচু সাহার জলে.
একে কোন্ দেশী ন্যায় বলে ?
ন্যায় সঙ্গত বুঝবি যাহা, করলে তাহা দোষ কি ?
লোকাপেক্ষায় বাহ্যি-পেচ্ছাব, বন্ধ করে র'স কি?
ন্যায়ে নিষ্ঠা না থাক্‌লে ত অমানুষ তায় বলে,
তাও কি, দিতে হবে বলে ?
হায় রে সমাজ, গড়্‌লি কেবল মিথ্যে দিয়ে জোড়া,
ছিলি শৈলরাজ হিমালয়, হলি এখন নোড়া !
ভুলুয়া গায় নোড়াও এখন ভেড়ার পদ-তলে।
কথা বললে আগুন জ্বলে ॥

সে কি ভক্ত হয় !
যে জন হয় না নিজে অনপেক্ষ সকল কাজে দক্ষ নয় ॥
খাওয়ার যাহার আছে প্রয়োজন,
যদি লাঙ্গল নিয়ে মাঠে যেতে না ওঠে তার মন,
তার ঠাকুর-সেবায় অন্ন কোথায়, অন্ন-কষ্ট সব সময় ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবায় সিদ্ধি ইহাই যদি হয় রে যথার্থ,
তবে সেবার জন্য কর্ম যত সব পুরুষার্থ।
সেবার কর্মে মান যাহার যায়, অপরাধী সে নিশ্চয়॥
আটটার সময় উঠে রে যে জন,
দিনে দুবার ঘুমায়, আবার সাতটাতে শয়ন।
তাসে দাবায় গল্পে যে জন পায় না রে কাজের সময়॥
নিজের কাজ যে নিজে করে না,
আর কথায় কথায় বলে দেশে চাকর মিলে না।
আবার, আট পয়সার বাজার আনতে আট আনা যার
মুটের ব্যয়॥

চা, সিগারেট, বিড়ির জন্য যার
পনের টাকা মাসিক খরচ, ছেঁড়া কাপড় মার।
যার কর্জ করি বাবুগিরি পত্নী শ্বশুর-বাড়ী রয়।
ভুলুয়া গায় যেমন কর্ম ঘটে তেমন ফল,
ব্যক্তিগত দোষে দেশে ঘটায় রসাতল।
বলদ হলে গাড়ী টানে, গাধা হলে বোঝা বয়।

——

কুঁড়েমি যার অঙ্গের অলঙ্কার,
তাহার দুঃখ মোচন করতে সাধ্য নাই বিধাতার॥
সে নয়টায় জাগে ছয়টায় ঘুমায়,
আর, দশটায় তাহার চা-সিগারেট, দুইটায় দুটো খায়,
আবার, খেয়েই একটু না শুলে তার নয়,
তাকে ডাকলে, বাড়ী টেকা ভার॥
তার, ঝি চাকরে হাট-বাজার করে,
যত হাট-কুড়ানো জিনিষ এনে দুনো দাম ধরে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটী টাকা নগদ দিয়ে, জিনিষ পায় সে ছ-আনার ॥
খাওয়ার সময় সে খুব ভাল লোক,
উপাদেয় মাংস খায় সে, দিলেও দুটো পোক।
যত, মানের পাতা পান বলে খায়, তাতেই তাহার কি বাহার ॥
হায় রে কপাল হায় রে হিন্দুর দেশ!
কেবল কুঁড়েমিতেই জুয়ানমদ্দের নাই যাতনার শেষ!
ছিল সময়, ছিল সুযোগ রে, ভুলুয়া জানলিনে তার ব্যবহার ॥

—০—

এখনো যদি উঠবি তোরা, শক্তিপূজা ধর্।
শক্তিতত্ত্ব অবলম্বি, অবতারের পূজা কর্ ॥
শক্তি পূজতে শক্তিমানের পূজা পরচার,
লোকাতীত শক্তি হলে তার নাম অবতার।
কেন, শক্তি ছাড়ি, ব্যক্তি ধরি, লড়াই করিস্ পরস্পর ॥
নিতাই, চৈতন্য, শঙ্কর, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, রাম,
শক্তি না দেখালে কেউ কি হতেন ভগবান?
মোরা বিশ্বের শক্তি পূজা করি পূজি মাত্র একেশ্বর ॥
ইতর তর্ক রাম বড় কি বড় হনুমান,
যিনি রুদ্রাবতার হনু, তিনিই প্রভু রাম।
তোরা হিংসা নিন্দা ভুলি এখন, এক পথে হ অগ্রসর।
সবাই শক্তিমূর্ত্তি চিন্তি এক পথে হ অগ্রসর ॥
নদীর চরে বালির সঙ্গে বালি রয় যেমন,
হায় রে ভ্রান্ত হিন্দু তোরা রইবি কি তেমন,—
এক হওয়া কি তোদের ভাগ্যে লেখেন নাই পরমেশ্বর?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে যা বলে ডাকে, সে ডাক শুনে সেই একজন,
ধন্য সে, যে ভেদ-শূন্য, প্রেমে পূর্ণ মন।
ভুলুয়া গায় শক্তি পূজি শক্ত করেক্ কলেবর॥

—০—

মনের মানুষ, আর কি ফিরে তোমার নাগাল পাব!
তোমার, মরমে মরম মিশায়ে, মরমের গান গাব।
মানুষ তোমার সঙ্গ বিনে, সমান কাঁদি নিশি-দিনে,
আমার, বুকের মাঝে, তুষের আগুন, কি দিয়ে নিবাব।
কোথায় তুমি কেউ জানে না, তোমার কথা কেউ বলে না,
হতাশ প্রাণে আর কত কাল এই ভাবে বেড়াব॥
ভুলুয়া গায় থাক্‌তে আয়ু, বাহির হল এ প্রাণবায়ু,
মরণ ভাল, মরণ হলে, যন্ত্রণা জুড়াব॥

—০—

করুণা-রূপিণি শুন,
এ দেহ-অন্তে, এ মহী-মঞ্চে, মোকে না আনিও পুনঃ।
যে স্থানে ঘটে, লাঞ্ছনা সতে, দুর্জ্জনে বহু মান,
সত্য সতত বিদলিত পায়, মিথ্যায় পরণাম।
সন্তাড়িত শিষ্ট সাধক, সম্বর্দ্ধিত দুষ্ট,
ভূতের ভৃত্য-বাহক দেব, প্রেতের শরীর পুষ্ট।
সভ্যতা যথা বিলাসব্যাসন, অর্থই যথা পূজ্য,
তুচ্ছীকৃত ঈশ্বর-বোধ, বিবেক ভক্তি ত্যাজ্য।
স্বার্থ-সাধন প্রধান ধর্ম্ম, মর্য্যাদাহীন ন্যায়,
পূজ্য খলতা, দুর্জ্জন যথা ধর্ম্ম-তত্ত্ব গায়।
ধন্যা তোমার এ হেন পৃথ্বী, প্রার্থনা তব পায়,
আর না আনিও ইহার মধ্যে এই দীন ভুলুয়ায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

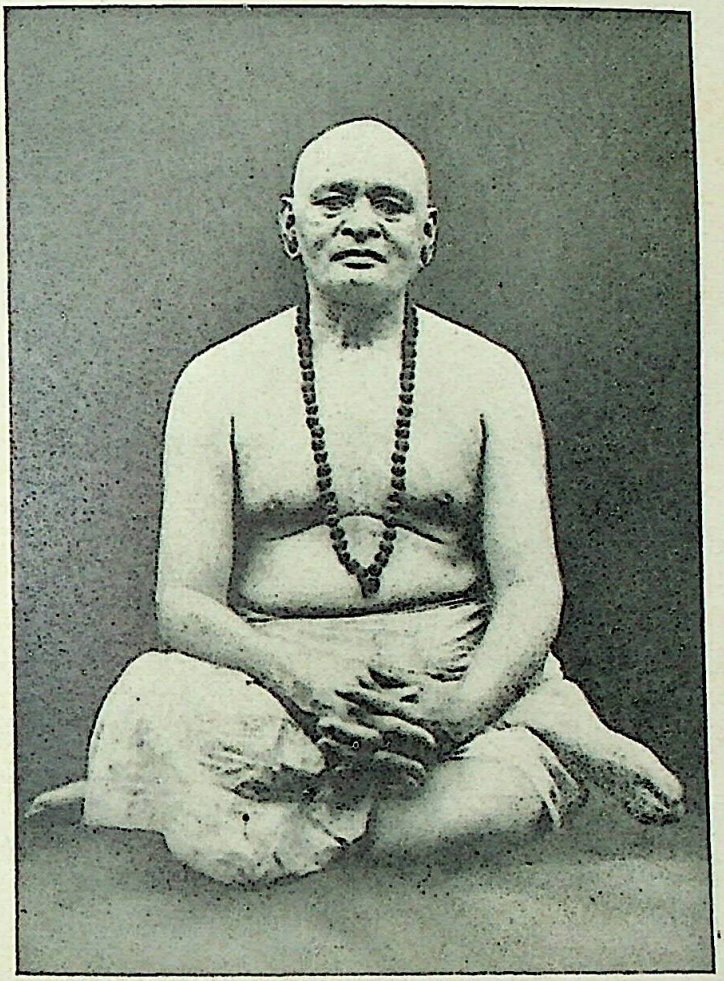

ভুলুয়া বাবা
(জীবন-সায়াহ্নে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন-শিক্ষা

(শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী হইতে সঙ্কলিত)

আত্মোন্নতির ত্রিবিধ উপায়।

সাধু-সঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ, স্বকর্ম্ম-বিচার,
আত্মোন্নতি-জন্য এই তিন কার্য্য সার।
সাধু-সন্দর্শন-মাত্র দুষ্প্রবৃত্তি যায়,
তাপত্রয় সঙ্গে করি দুশ্চিন্তা পলায়।
পূর্ণ হয় নির্ম্মল আনন্দে প্রাণ মন,
জন্মে বিশ্বনাথ-পদে চিত্তে আকর্ষণ॥
কিন্তু হেন সাধুসঙ্গ কদাচিৎ ঘটে,
ঘটিলেও দম্ভী মন না যায় নিকটে।
অক্ষম চিনিতে মোরা সাধক সজ্জন,
নির্দ্ধারিত তাই, পুণ্য-শাস্ত্র অধ্যয়ন।
কিন্তু শাস্ত্র-পাঠে নাহি সামর্থ্য সবার।
মূর্খ কেহ, কেহ শূন্য-অবসর আর।
শাস্ত্রপাঠ করি কেহ অসদর্থ ধরে,
মত্ত-সম অসদনুষ্ঠান শেষে করে।
অতএব শাস্ত্রপাঠে, সর্ব্বত্র উন্নতি-
সংসাধন অসম্ভব ; ইহা সত্য অতি।
সকর্ম্ম--বিচারে বর্ত্তে সামর্থ্য সবার,
সর্ব্ব-পক্ষে মুক্ত, এই উন্নতির দ্বার।
দিনান্তে নির্জ্জনে বসি, নিবিষ্ট অন্তরে,
কৃত-কর্ম্ম দিবসের বিচার যে করে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচারি অকর্ম্ম-জন্য অনুতপ্ত হয়,
"আর করিব না" বলি ঈশ্বরে স্মরয়,
সাধ্য তার আত্মোন্নতি, সহজে ধরায়।
সত্য ইহা শতবার,-কহ ভুলুয়ায়।

চিত্ত-শুদ্ধির উপায়।

স্বর্ণ যথা বহ্নি-যোগে মলা ত্যাগ করি,
খাদ-শূন্য হয়, জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ধরি ;
চিত্ত তথা ভক্তি-যোগে ত্যজি কু-বিষয়,
বিশুদ্ধি-দেবত্ব-প্রাপ্ত, দিব্য জ্যোতির্ম্ময়।
দুর্ভাগ্য, কি ভুলুয়ার, ইহা না বুঝিল,
ভক্তিহীন, সু-মলিন, আজন্ম রহিল।

কিসে কুচিন্তা যায়।

সময় নির্ণীত কর, সমস্ত বিষয়ে,
হও কর্ম্ম-রত, পরে নিরালম্ব হয়ে।
ক্লান্তিশূন্য দেহে, যথা চলে বাষ্প-যান,
বিধি-বদ্ধ কর্ম্মে তথা করহ প্রয়াণ।
কর্ম্ম-রত যে মহাত্মা হেন ভাবে র'ন,
মুক্ত তিনি কু-চিন্তায়, সু-পবিত্র-মন।

কে জ্ঞান লাভ করে ?

নির্জ্জনে যে রহে, করে বিশ্ব অধ্যয়ন,
চিন্তে বিশ্বনাথে, করে আত্মানুশীলন,
অত্যাহার জন-সঙ্ঘ, লৌল্য পরিহরে,
ব্যগ্র নহে মনুষ্যের স্তুতি-নিন্দা তরে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রিয়-ভোগেচ্ছা ত্যজি, সত্যে মতি যার,
ভুলুয়া রে! তত্ত্বজ্ঞান লভ্য একা তার।

ভগবদ্-কৃপা।

এক ভক্ত জিজ্ঞাসিল মহাবীর দাসে,
"দীর্ঘ কাল করিয়া সাধন,
সিদ্ধি কি ঘটিল?—কিংবা ভগবদ্ কৃপা,
লব্ধ কত, কহ মহাজন?"
উত্তরিল মহাবীর, "এবার এ ভবে
ঘটে নাহি কু-কর্ম্মে সুযোগ।
ইহাই ত অসম্ভব করুণা তাঁহার!
সিদ্ধি মোর স্থির ভক্তিযোগ।"

কে গুরু লাভ করে?

শিক্ষা-জন্য চিত্ত যার সর্ব্বদা উন্মত্ত,
অত্যন্ত আগ্রহান্বিত, জানিবারে তত্ত্ব,
চিত্ত সু-ব্যাকুল, সত্য বুঝিবার জন্য,
নির্ম্মল-স্বভাব, লোকহিতে অগ্রগণ্য,
অশ্রু ঝরে, বিশ্বনাথ বলিতে, যাহার,
তত্ত্বদর্শী গুরু আসি মিলে যায় তার।

অসদ্‌গুরু।

বিবেক-বৈরাগ্য-শূন্য, স্থূল-দর্শী অতি,
লক্ষ্য মাত্র ঘরবাড়ী টাকা-কড়ি প্রতি
শিষ্য-ব্যবসায়ী, শূন্য ভজন-সাধন।
বংশের দাবীতে মাত্র গুরু একজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার শিষ্য হয় যারা, পরমার্থ-তরে,
রত্ন-তরে, যত্নে তারা পঙ্ক ঘাঁটি মরে ॥

ঈশ্বরানুভবের উপায়।

সন্দেশের দোকানে বসিয়া টুল পাতি,
কেবল সে কুণ্ডুর নিকটে,
কোন সন্দেশের কত মূল্য, বার বার
জিজ্ঞাসিলে, তৃপ্তি কার ঘটে ?
বরং প্রদানি মূল্য, নিয়া দুটো খাও,
কর তার রস আস্বাদন ;
তর্ক যুক্তি ছাড়ি, তথা অর্চ্চ মহেশ্বরে,
দর্শ তাঁর করুণা কেমন !
ধর সত্য-সরলতা-অহিংসা-সংযম,
কর কার্য্য সাধকের মত,
ভুলুয়ার তুল্য অতি নির্ব্বোধ হলেও,
মাহাত্ম্য হইবে অবগত।

স্বাধীনতা

শৃঙ্খলে আবদ্ধ পক্ষী সমর্থ কি হয়,
মুক্তাকাশে করিতে ভ্রমণ ?
ছিদ্র করি নাসা, রজ্জুবদ্ধ করা বৃষ,
স্বেচ্ছামত গমনে কখন ?
হস্ত-পদ-চিত্ত যার বদ্ধ মায়া-পাশে
স্বাধীনতা তাহার কোথায় ?
ভিন্ন স্বাধীনতা, নাহি সত্যের সাধনা,
এই সত্য কহ ভুলুয়ায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৎসঙ্গের প্রভাব সর্ব্বত্র দৃষ্ট নহে।

কর্কশ কঙ্কর সিন্ধু-নীর-মধ্যে রহে,
সিক্ত সারা জীবনেও নয়।
সিন্ধু করুণার, বিশ্বনাথ-শিরে রহি,
সর্প নাহি হয় প্রেমময়।
ধন্য হয়ে নরে সাধু সঙ্গে মাত্র রহি,
বর্জ্জে তার ঘৃণ্য ব্যবহার,
অঙ্গে বসি জলৌকা ত রক্ত উদরস্থে,
কিন্তু সে কি বৃত্তি ছাড়ে তার ?
পবিত্রকারিনী গঙ্গা-নীরে নিত্য ডুবি,
মৎস্য-নাশ না ছাড়ে ধীবর,
শ্রীচৈতন্য-গৃহে যত, রহিত মূষিক,
বস্ত্র কাটি করিত জর্জ্জর !
অতএব সাধুসঙ্গে, সর্ব্বত্র সমান
সু-মঙ্গল, সম্ভব না হয় ;
উত্তরে ভুলুয়া, নাহি ব্যাকুলতা যার।
সাধু-সঙ্গ তার জন্য নয়।

সাধকের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন।

স্পর্শিলে ইস্পাত-খণ্ড বিন্দু নাহি ভয়,
কিন্তু তাহে প্রবেশিবে বহ্নি যে সময়,
তখন যে কেহ ধরে,
বিদগ্ধ হইয়া মরে ;
বহ্নির সংসর্গে লৌহ কালতুল্য হয়।
সঙ্গের প্রভাব বাক্যে বর্ণনীয় নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে প্রকার যে মহাত্মা জীবনে-মরণে,
নিত্য, ধ্যানে, বর্ত্তমান বিশ্বনাথ সনে,
বিশ্বনাথ-শক্তি যত,
তাহে হন সমন্বিত।
লঙ্ঘে যে মর্য্যাদা তাঁর, লঙ্ঘে বিশ্বনাথ।
বহ্নিময় লৌহ স্পর্শি হয় ভস্মসাৎ।

দুর্জ্জন

আত্ম-দোষ নিয়া, পর স্কন্ধে চাপাইয়া,
সম্মানীর মান নাশি, চলে লম্ফ দিয়া,
প্রবীণ-সম্মুখে বসি বলে অসংযত
দুর্জ্জন সে ভবে, সর্ব্ব-সমাজ-নিন্দিত।
সর্প, কিংবা হিংস্র ব্যাঘ্র-সঙ্গে সাজে বাস,
দুর্জ্জনের সঙ্গে ঘটে সদ্য সর্ব্বনাশ।
দর্শিলে দুর্জ্জন, তাকে নমস্কার দিয়া,
সর্ব্বাগ্রে সে দেশ ছাড়ি, যাইও ভুলুয়া।

ব্রহ্মচর্য্য হীন

কি কহিব!—দুঃখের কপাল!
সর্ব্বদা মস্তক ঘোরে, শক্তি দেহে নাই,
যৌবনে আগত বৃদ্ধ-কাল।
বিস্তৃত এ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে কর্ম্মী সুখে রহে,
দর্শি এ দৃষ্টান্ত সর্ব্বক্ষণ।
কিন্তু এ দুর্ব্বল-চিত্ত, কর্ম্ম নিরীক্ষিলে,
অগ্রে দূরে করে পলায়ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র পদ চলিতে, ভাঙ্গিয়া আসে জানু,
বহির্গত কলেবরে ঘাম।
পূর্ণ এ বয়সে, আমি অকর্ম্মা অক্ষম,
সর্ব্বস্থলে আমার দুর্নাম!
স্ফূর্ত্তি-হীন চিত্ত মোর, বিরক্তি সর্ব্বদা।
মনে হয় মোর কেহ নাই।
দুঃখের সঙ্গীত মোর, কিছু ভাল লাগে,
বোধ্য নহে, কিসে শান্তি পাই।
দুর্গতি এমন মোর, কি নিমিত্ত হ'ল,
শক্ত কে বলিতে তত্ত্ব তার?
উত্তরে ভুলুয়া, ঘটে তারই এ দুর্গতি,
ব্রহ্মচর্য্যে দৃষ্টি নাহি যার।

কথা বলিবার প্রণালী

জিজ্ঞাসিলে সত্য বল, বিনা জিজ্ঞাসায়,
জিজ্ঞাসা করহ, মাত্র আবশ্যক যায়।
বাক্যকালে পরিহর, স্বভাব উদ্ধত,
নম্রতায় বশীভূত সমস্ত জগত।
নম্র বাক্যে কর্ম্মোদ্ধার সহজে সম্ভবে।
নম্র যে, তাহার শত্রু, অতি অল্প ভবে।
বিখ্যাত জনের নিন্দা করিলে শ্রবণ,
ভ্রমেও না উচ্চারণ করিবে কখন।
দুর্জ্জনে রটায় নিন্দা, সাধক সজ্জন,
বিতৃষ্ণায়, অগ্রাহ্য করেন সর্ব্বক্ষণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যকে যে নিন্দা করে, তোমার নিকটে,
অন্যত্র সে অনায়াসে, তব নিন্দা রটে।
নিন্দুকের নিন্দা শুনি, চঞ্চল যে হয়,
করে সমর্থন, সেই নির্ব্বোধ নিশ্চয়।
নিন্দুকের সঙ্গে যদি কথা নাহি বল,
শাস্তি তার, উপযুক্ত, তাহাতে কেবল।
যে স্থানে বলিলে সত্য, নাহি ফল হবে,
ধৈর্য্য ধরি, সেই স্থানে রহিবে নীরবে।
অনম্র দাম্ভিক-সঙ্গে, বিনা প্রয়োজনে,
বাক্যালাপ যে করে, সে পড়ে নির্য্যাতনে।
তত্ত্বালাপ ভিন্ন, বৃথা বাক্য বলে যারা,
যত্নে নিজ অসারত্ব, উদঘাটয়ে তারা।
পরদোষ-প্রকাশে তপস্যা-ক্ষয় হয়,
সম্বোধে ভুলুয়া, সত্য সিদ্ধান্ত নিশ্চয়।

লোক-চরিত্র

অহঙ্কারে মত্ত নর সুবুদ্ধি না লয়,
প্রতি পদে হয় হতমান।
নিন্দুকের মন্দভাষ সমস্ত সময়,
খলবাক্য অমৃত সমান।
মক্ষিকা পড়িলে কোন সুন্দর শরীরে
রক্ত-পূঁজ অন্বেষণ করে,
ক্ষুদ্র-মতি নর তথা সজ্জনে দর্শিয়া,
ছিদ্র কোথা, যত্নে খুঁজি ধরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথেষ্ট পেলেও, তুষ্ট নহে দুরাকাঙ্ক্ষী,
লোভাতুর বিনা শব্দে চলে।
অতিশয় উচ্চে ভাষে, অন্তঃসার-শূন্য ;
অস্থির যে, বিস্তর সে বলে।
কৃপণে সহিতে পারে, নিত্য অপমান,
নিত্য অনশন, অশয়ন।
অকর্ম্মা মনুষ্যে সার মাত্র অভিমান,
শেষে মাত্র অশ্রু-বিসর্জ্জন।
স্ত্রৈণ নরে প্রকাশে বিস্তীর্ণ জ্ঞান-পট,
কার্য্যকালে ভার্য্যা-পাশে গতি।
অল্পবুদ্ধি, অবিরাম, কল্পনার ঘট,
মিথ্যা কর্ম্মে আড়ম্বর অতি।
অত্যানন্দ অলসের ঘটিলে শয়ন,
প্রতি কর্ম্মে আপত্তির গুরু।
সাক্ষাতে অত্যন্ত সৎ ছদ্মবেশী নর,
মিথ্যাবাদী বাঞ্ছা-কল্পতরু।
পল্লব-গ্রাহীর বিদ্যা, কথায় কথায় ;
বিদ্বানের নম্রতা ভূষণ।
সাক্ষাতে প্রশংসে ধূর্ত্ত, স্বার্থের আশায়,
স্বার্থ-সিদ্ধি হলে পলায়ন।
পেটুক সন্তুষ্ট অতি, পেলে নিমন্ত্রণ ;
অগ্রদানী দ্বিজ শ্রাদ্ধ-নামে।
প্রশংসিলে ঘৃণ্য কর্ম্ম, প্রেত-বুদ্ধি নর,
বন্ধু হয় এই ধরাধামে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্ভাগা সন্তুষ্ট, তাস-পাশা-মদিরায়,
আর পর-কুৎসা-আলোচনে।
ভাগ্যবান পরিতৃপ্ত, কর্ম্ম যদি পায়
পরিশ্রম করি প্রাণপণে।
চিকিৎসক সন্তুষ্ট, ঘটিলে দেশে রোগ,
নিত্য বেশ ঘটে উপার্জ্জন।
উকিল মোক্তার তুষ্ট, ঘরে ঘরে যদি,
মকদ্দমা করে সর্ব্বজন।
সাধুর অত্যন্ত তুষ্টি ধর্ম্ম আলোচনে,
আর যদি ধর্ম্মোৎসব ঘটে।
ভণ্ড তুষ্ট ভণ্ডামী রহিলে গুপ্ত তার।
ভুলুয়া সমর্থে, সত্য বটে।

অসাধ্য।

সাধ্য কার, হস্ত-পদে করি সন্তরণ,
কূলহীন মহাসিন্ধু তরে?
সাধ্য কার, বিদ্যা-বুদ্ধি-কৌশলের বলে,
বাধ্য করে পরম ঈশ্বরে?
সাধ্য কার, প্রেম ভিন্ন, করি অত্যাচার,
বাধ্য করি রাখিতে অন্যকে?
বাধ্য বলে,—অবসর পাইলে যা করে,
তার জন্য, দায়ী কে ভূ-লোকে?
সাধ্য কার, গুণীর গৌরব বিনাশিতে,
রটাইয়া মিথ্যা অপবাদ?
সাধ্য কার, শান্তি-সুখে রহিতে ভূতলে,
নিত্য করি, লোক সঙ্গে বাদ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধ্য কার, নিষেধিয়া, নিরস্ত করিতে,
সজ্জনের প্রতি অনুরাগ ?
সাধ্য কার, দণ্ড বিনা, মাত্র উপদেশে,
শান্ত করে পাষণ্ডের রাগ ?
সাধ্য কার, কৃপণ দাম্ভিক ধনাঢ্যকে,
মন্ত্র দিয়া ধর্ম্ম-পথে আনে ?
সাধ্য কার, "জীবে দয়া ধর্ম্ম" প্রচারিতে,
মাংস প্রিয় শার্দ্দূলের থানে ?
সাধ্য কার, কাম-ক্রোধ-লোভে যুক্ত রহি,
প্রাপ্ত হতে শান্তির সু-সার ?
সাধ্য কার, ব্রত ভঙ্গ করে তপস্বীর,
গুরু-বাক্যে দৃঢ়-ভক্তি যার ?
সাধ্য কার, বিপন্ন করিতে তাকে পারে,
সত্য ন্যায় যাহার আশ্রয় ?
জিজ্ঞাসে ভুলুয়া, সাধ্য কার তাকে মারে,
বিশ্বনাথ-পদে যে তন্ময়।

গৌরবের সামগ্রী।

বিদ্বান অপেক্ষা আছে বিদ্বান ধরায়,
বিদ্যার গৌরব কভু শোভা নাহি পায়।
সম্পদে গরবী যারা,
অন্বেষি দেখুক তারা,
ধনীর উপরে ধনী, যথায় তথায়।
লক্ষ্মী তাহে সুচঞ্চলা, গর্ব্ব কি তাহায় ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচ্চপদ রাজদ্বারে, তাও তুচ্ছ কথা,
আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের প্রভুত্ব-গর্ব্ব বৃথা।
বিদ্যা-ধন-উচ্চপদে, গর্ব্ব সাময়িক।
ভ্রান্ত ভিন্ন, মান্য তাহা, করে কে অধিক।
কিন্তু এক গৌরবের সামগ্রী ধরায়,
সর্ব্বত্র বিরাজে, কেহ লক্ষ্যে না তাহায়।
চরিত্র তাহার নাম,
সর্ব্বত্র সম্মান-ধাম।
সর্ব্বত্র চরিত্র, পূজা স-গৌরবে পায়।
লক্ষ্য নাহি ভুলুয়ার, বিন্দু মাত্র তায়।

—০—

প্রশ্নোত্তর

ঈশ্বরের করুণায় কার অধিকার ?
হিংসা-শূন্য বিশ্বপ্রেমে চিত্ত পূর্ণ যার।
শত্রু-শূন্য কোন্ ব্যক্তি, কে পার বলিতে ?
সিদ্ধ যিনি উপেক্ষা-সাধনে এ মহীতে।
যথার্থ স্বাধীন বলি গণ্য কোন্ জন ?
সম্পাদে যে নিজহস্তে নিজ প্রয়োজন।
সর্পরাজ বিষাপেক্ষা তীব্র কোন্ বিষ ?
ভোগেচ্ছা, যা, এই বিশ্ব দহে অহর্নিশ।
পুত্র-শোকে তপ্ত নহে কাহার হৃদয় ?
অলঙ্কৃত আত্মানাত্ম-বিবেকে যে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্য অশান্তিতে পূর্ণ বল কোন্ স্থান ?
শূন্য-আনুগত্য,—যথা প্রত্যেকে প্রধান।
দস্যু আসি, কোথা গৃহ দিনে লুঠ করে ?
দ্বন্দ্বে যথা, নিত্য সহোদর সহোদরে।
সঞ্চিত সম্পত্তি করে বঞ্চিত কাহাকে ?
অর্থ নিয়া গোপনে যে পরহস্তে রাখে।
উৎসন্ন হইয়া কারা সর্ব্বস্ব হারায় ?
অংশীদার বঞ্চি, যারা নিজে সব খায়।
সর্ব্বাপেক্ষা দীন-হীন কে অবনী-তলে ?
পর-মুখাপেক্ষী হয়ে যে মানুষ চলে।
কে দিয়াছে নিজের সম্মান বিসর্জ্জন ?
পর-দ্বারে প্রার্থীভাবে উপস্থিত জন।
ভূতলে কে নরাধম পশুর সমান ?
বালক, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, যাহে হতমান।
মনুষ্য-সমাজে বল, কোন্ গুলো গরু ?
ভোজন-বচন-সার, নাহি লঘু গুরু।
লোক-হিতৈষীর শত্রু কোন্ কোন্ জন ?
যারা নীচ স্বার্থপর, নির্লজ্জ দুর্জ্জন।
ধনজনাবৃত হয়ে, দুঃখী কোন্ জন ?
"কে কি করে," সন্দেহে চঞ্চল যার মন।
কোন্ জন্তু এ ভুবনে অতি ভয়ঙ্কর ?
মূর্খ, আর কলঙ্কের শঙ্কা-হীন নর।
কোন্ বিষ আস্বাদনে অমৃত-সমান ?
নারী-সঙ্গ, ধ্বংসে যাহে ধন-মান-প্রাণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন্ স্নেহময় পিতা শত্রুসম হয় ?
সন্তান-সুশিক্ষা-তরে উদ্যোগী যে নয়।
সু-শিক্ষা কাহার নাম ?—যাহাতে সন্তান
চুরি-নারী-মিথ্যা ছাড়ি, স্মরে ভগবান।
কল্যাণকারিণী-মাতা রাক্ষসী কোথায় ?
ঔপপত্য আচরিত সংসারে যথায়।
ধ্বংস করে, সম্পত্তি-জীবন, কার পরে ?
আত্মীয় খেদাড়ি, পরে বসায় যে ঘরে।
শত্রু সৃজনিতে, ভবে শক্তি বেশী কার ?
রসনাগ্রে বচনের দোষাধিক্য যার।
স্থির, আন্তরিক, ভাল বাসে কে আমায়?
ত্রুটি মোর, যার চক্ষে আনন্দ বিলায়।
তাপত্রয়ে কাহারা না হয় মুহ্যমান ?
ঈশ্বরের পদে যারা বিক্রীত-পরাণ।

সম্পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবধূতলোকগৌরব ভুলুয়াবাবার গ্রন্থাবলী

মহাত্মা ভুলুয়া বাবার গ্রন্থগুলি ভক্ত ও শিক্ষিত সমাজে তাঁহাদের আশয় মত আদৃত হইবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীরামদাস বাবাজী

সাধকপ্রবর স্বর্গীয় ভুলুয়াবাবা প্রণীত শ্রীশ্রীকালীকুল-কুণ্ডলিনী নামক গ্রন্থে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির মূল্যবান তথ্যগুলি সহজ সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। আধ্যাত্মিকতার অনুসন্ধিৎসুগণ পড়িয়া উপকৃত হইবেন। জনসাধারণের মধ্যে প্রচার বাঞ্ছনীয়।

২১শে আষাঢ়, ১৩৫৫ **শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**

শ্রীশ্রীভুলুয়া বাবার গ্রন্থাবলী পাঠে আমি সাতিশয় উপকৃত হইয়াছি। হিন্দুধর্ম ও দর্শন, বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক সাধন সম্বন্ধে ঈদৃশ সুললিত রচনা এতদিন পর্যন্ত কেন পাঠক সমাজে বিশেষ সুপরিচিত হয় নি, তা বিস্ময়ের বিষয়।.....এ প্রচার-কার্যে আমি জনসাধারণের সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

সাধক ও সাহিত্যিক ভুলুয়া বাবা যে গ্রন্থগুলি রাখিয়া গিয়াছেন সেগুলি কেবল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের নিকট নয়, সারা বাংলার অপূর্ব সম্পদ। এই গ্রন্থগুলির সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য আমি বাঙ্গালী জনসাধারণকে সহানুভূতি দেখাইতে অনুরোধ করি।

১৭৭, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট। **শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুলুয়া বাবার গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। ধর্ম বা নীতি বিষয়ে লেখা যে এত চিত্তাকর্ষক হইতে পারে তাহা এতদিন ধারণা ছিল না। আমার মনে হয় পুস্তকগুলি সকলেরই পাঠ করা উচিত, কারণ মৌলিকত্বপূর্ণ সবগুলিই।

৮৫. গ্রে স্ট্রীট, ১৯শে আষাঢ়, ১৩৫৫ শ্রীশরৎকুমার মিত্র

আমি বহুদিন পূর্ব্ব হইতে শ্রীশ্রীভুলুয়া বাবা প্রণীত শ্রীশ্রীকালীকুল-কুণ্ডলিনী নামক দুইখণ্ড শক্তি উপাসনার পুস্তক পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। প্রধানতঃ ইহা শক্তি-উপাসনা সম্বন্ধীয় পুস্তক হইলেও বৈষ্ণব ও অন্যান্য সাধনার প্রকৃত রহস্য এই সাধকের হৃদয়-মঞ্জুষায় সমৃদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া সেগুলিও সুন্দরভাবে ইহাতে প্রকাশিত আছে।...বিশিষ্ট পাঠক, বিশেষতঃ সাধনার পথে অগ্রসর ভক্তগণ এবং সাধারণের জন্য পাঠাগারগুলির নিকট ইহা আদরনীয় হওয়া উচিত। এই পুস্তকগুলির রচনা সাধারণ পণ্ডিতের দ্বারা হয় নাই, বিশিষ্ট সাধকই সাধনার কথা লিখিয়াছেন।...চারিখণ্ডে প্রকাশিত শ্রীশ্রীসদ্ভাবতরঙ্গিনী এবং অন্যান্য কয়েকখানি পুস্তকও ভক্তদের বাটীতে ও প্রত্যেক পাঠাগারে রাখা উচিত মনে করি।

"লক্ষ্মীনিবাস" বাগবাজার, ২রা শ্রাবণ, ১৩৫৫ শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুলুয়া বাবার গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী		১ম খণ্ড
ঐ	...	২য় খণ্ড
শ্রীশ্রীসদ্ভাব-তরঙ্গিনী	...	১ম খণ্ড
ঐ	....	২য় খণ্ড
ঐ	....	৩য় খণ্ড
ঐ	....	৪র্থ খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী

হরিবোল ঠাকুর

স্তোত্রামৃত

মূল প্রাপ্তিস্থান ও কার্য্যালয়
শ্রীহরিদাস ঘোষ
৩এ, ভৈরব বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi